গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন

কার্যবিৱৰণী (অসংশোধিত/প্রকাশৰ বাবে নহয়)

তাৰিখ ঃ ২৭/০৭/২০১৯ শনিবাৰ

আজি ইং ২৭-০৭-২০১৯ তাৰিখে অসম বিধান সভাৰ গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনত 'অধ্যক্ষৰ উদ্যোগ' সন্দর্ভত বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰত আলোচনা পূর্বৰ নির্ধাৰিত সময়-সূচী মতে ৰাতি পুৱা ৯-৩০ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ আজিৰ বিশেষ আলোচনা আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। আমি প্রস্তাৱ এটা পাইছো আৰু এই প্রস্তাৱটো উত্থাপন কৰাৰ বাবে মই শ্রী দিলীপ পাল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছো।

শ্রী দিলীপ কুমার পাল, (শিলচর)ঃ অসম বিধান সভার সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের বিশেষ উদ্যেগে বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা, অর্থাৎ কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির আর্থ-সামাজিক মূল্যায়ন তথা অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহ আলোচনা, পর্য্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, এবং সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে সমস্য গুলোর সমাধানের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণ করার জন্য সমগ্র বিষয়টি পবিত্র সদনে আলোচনা করার জন্য আজ ২০১৯ সালের ২৭ জুলাই তারিখে আমি সদনে উত্থাপন করলাম।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ মাননীয় সদস্য সকলক উদ্দেশ্যি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ 'অধ্যক্ষৰ উদ্যোগ'ত যি আলোচনা কৰা হয় সেই আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি কিদৰে এটা অঞ্চলৰ অধিক উন্নয়নৰ কাম সম্ভৱ কৰিব পাৰো, চৰকাৰে কি উপায় ল'লে আৰু ভাল কাম হ'ব ইত্যাদি কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে এই আলোচনা খিনি কৰা হয়। গতিকে এনেবোৰ বিষয়ত কোনে কি কৰিলে, কোনে কি কৰা নাই ইত্যাদি কথাৰে এজনে আনজনক দোষাৰোপ কৰিব নালাগে। কাৰণ এনে ধৰণৰ বিষয়বোৰ আমি সামগ্রিক ভাৱে আলোচনা কৰিব বিচাৰো। আমি যোৱা ২৩-০৭-২০১৯ তাৰিখে বৰাক উপত্যকাৰ 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন'ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো আৰু এই আলোচনালৈ বৰাকৰ বি ভিন্ন প্রতিস্থানৰ পৰা প্রায় ১৫০ গৰাকী প্রতিনিধি আহিছিল। সেইদিনা তিনি ঘণ্টা ধৰি আলোচনা কৰিছিলো আৰু মই প্রায় ৬০-৭০ খন memorandum পাইছিলো। এই আলোচনাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যে- বৰাক উপত্যকাক আমি কিদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো। ইয়াৰ আগতে আমি উত্তৰ কাছাৰ পার্বত্য জিলা, চাহ-বাগানৰ বিভিন্ন সমস্যা আদিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলো। কিন্তু, বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰত আমাৰ কেতিয়াও এনে ধৰণৰ সামগ্রিক আলোচনা হোৱা নাই। ইয়াৰোপৰি আমাৰ কেইবাটাও বিষয় আছে, তাৰ ওপৰতো ভ ৱিষ্যতে আলোচনা কৰাৰ ইচ্ছা আছে। সেয়েহে, মই কৈছো আপোনালোকে যাতে নিজকে সংযত ৰাখি, এজনে আনজনক দোষাৰোপ নকৰাকৈ আজিৰ আলোচনাটো ভালদৰে আগুৱাই নিয়ে।

এতিয়া মই দিলীপ কুমাৰ পাল ডাঙৰীয়াক আৰম্ভ কৰিবলৈ কৈছো। তাৰ পিছত ৰাজদ্বীপ গোৱালা।

শ্রী দিলীপ কুমার পাল (শিলচর)ঃ স্যার আপনাকে আমরা কি ভাষায় ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছিনা। আপনার এই যে উদ্যোগ তার জন্য বরাক উপত্যকার প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষ আজ আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এটা একটা অভিনব, দুর্দান্ত এবং অভূতপূর্ব ঘটনা। স্বাধীনতার পর এই ধরনের উদ্যোগ কখনও নেওয়া হয়নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও আমরা অভিনন্দন জানাব তাঁর

সহযোগিতার জন্য । মাত্র ৩৮ মাস হয়েছে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার নিয়েছেন। কিন্তু তিনি সব সময় বলে থাকেন, বরাক, বহ্মপুত্র, পাহাড়, ভৈয়াম। এইটা শুধু তার মুখের কথা নয়, মনেরও কথা। সম-উন্নয়ন এবং সম-বিকাশে তিনি বিশ্বাস করেন। বরাক উপত্যকার প্রতি আপনার এবং মুখ্যমন্ত্রীর যে স্নেহ সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। ৩৮ মাসের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ২২ বার বরাক উপত্যকায় এসেছেন। যেটা আগে কখনও আমরা লক্ষ্য করিনি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৩ তারিখ আপনার উদ্যেগে যে আলোচনা সভা হয়েছিল আমাদের বরাক উপত্যকার তিনটি জেলা থেকে, যারা এসেছিলেন বিভিন্ন দল ও সংগঠনের প্রায় ১৫০ জন ব্যক্তি তারা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনেক কথা, অনেক সমস্যা উঠে এসছে। সমাধানের সূত্রও উঠে এসেছে। সমস্যার তো পাহাড় আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা এইসব সমস্যা প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের সরকার এবং আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন সমাধানের সূত্র বের করতে। যে কোন এলাকার উন্নয়নের প্রথম শর্ত হচ্ছে ---যোগযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে আমরা প্রথমেই বলবো রোড কমিউনিকেশন, রেল কমিউনিকেশন, ওয়াটার ওয়েজ এবং এয়ার ওয়েজ। বরাক ভেলিতে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রডগেজ। আগে মিটার গেজ ছিল। কিন্তু দেখা যায় প্রায় ১৭ বছর সেটা বন্ধ ছিল। ১৭ বছর সেই কাজ স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার শপথ নিয়েই ১৭ বছর যে কাজ বন্ধ ছিল মাত্র ১৪ মাসে তিনি সে কাজ শেষ করে দিলেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি শিলচর থেকে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি হয়ে প্রায় ১২ টি ট্রেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। তবুও আমাদের সমস্যা আছে। শিলচর থেকে গুয়াহাটি যে স্পেশাল ট্রেন সপ্তাহে তিন দিন চলে, সেটাকে রেগুলার করা অর্থাৎ সপ্তাহে ৬ দিন বা ৭ দিন করা হোক এটা গণ দাবি। করিমগঞ্জ থেকে গুয়াহাটি আরেকটি ট্রেন চাই আমরা। তাতে হাইলাকান্দি বা করিমগঞ্জের মানুষের সুবিধা হবে। কার্বি-আংলং ও ডিমাসা হয়ে আমাদের আসতে হয় ট্রেন লাইনে। প্রায়ই ধসের ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেন লাইন বন্ধ হয়ে যায়। এবারেও পাঁচ থেকে সাত দিন বন্ধ ছিল। তার জন্য একটি বিকল্প রাস্তা চাই। আমরা জানি সেটা নিয়ে বহুত দিন যাবৎ চিন্তা ভাবনা চলছে। পাহাড় এলাকাকে এড়িয়ে বাইপাস করে আমাদের চন্দ্রনাথপুর হয়ে লংকার যে রাস্তা সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যায়। আমি অনুরোধ করব আপনাকে তাহলে দূরত্ব বহুত কমে যাবে। ৭৫ কি.মি কমে যাবে। আর ধস প্রবণ এলাকা থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বরাকের মাটি ভালো নয় এরকম অনেক কথা আমরা শুনেছি। মহাসড়ক একটা বড় সমস্যা। আমাদের ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডোর শিলচর ও সৌরাস্ট্র । আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জীর স্বপ্নের প্রকল্প ছিল । কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে সেই প্রকল্প শেষ হয়ে গিয়েছে , কিন্তু আমাদের এই রাস্তাটি এখনও হয়নি। কাজ বন্ধ আছে প্রায় ২০ বছর। ধীরে ধীরে চলছে, অনেক জায়গা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা চর্চিত বিষয় সেটা হচ্ছে বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও বনাঞ্চল রিসার্ভ ফরেষ্টের মাঝখানে । সেটা নিয়ে বহুবার বহু আলোচনা হয়েছে বিগত সরকারের দিনেও। ফরেষ্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য। সেটা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণের কিছু ঝামেলা ছিল, এই বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। শিলচর থেকে বালাছড়া ২৬ কি.মি রাস্তা, ভালো রাস্তা ছিল কিন্তু খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই রাস্তারও রিপিয়ারিং করা প্রয়োজন। তারপর ডিটেকছড়া থেকে জাটিঙ্গা প্যাকেজ নং এ.এস ২১ পচিশ কি.মি রাস্তা, সেই রাস্তার কাজ অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে

বাজে কাজ হয়েছিল, যার ফলে রাস্তা ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গিয়েছে। একই অবস্থা জাটিঙ্গা থেকে নেরিম বাংলো ২৪ কি.মি রাস্তা ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও গড়-কাপ্তানী মন্ত্রীকে বলব যে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে এই কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করার জন্য। কারণ এই রাস্তা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা চলা-ফেরা করতে পারবো। অন্য রাজ্যের ভিতর দিয়ে আসতে হলে আমাদের কিছু কিছু সময়ে নানান দূর্ভোগ পোহাতে হয়। অনেক সময় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, স্ট্রাইক হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে ধস প্রবণ পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও আরও একটি বিকল্প রাস্তা আছে, হারাঙ্গাজাও থেকে নেলী। পুরনো প্রস্তাব সেটা, কাজও অনেকদূর এগিয়েছে। এন এইচ নেশন্যাল হাই অথরিটি এটাকে নাম্বারিং করেছেন ৬২৭ এন এইচ । এই রাস্তা হলে দূরত্ব অনেক কমবে। জমি অধিগ্রহণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। সার্ভে কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। প্রায় ১৭০ কি.মি দূরত্ব কমে যাবে শিলচর থেকে গুয়াহাটি। তখন দূরত্ব হবে ২৪৪ কি.মি. মাত্র। এটা বিবেচনা করলে ভালো হয়। আমাদের শিলচর কালাইন রোড বর্তমানে যেটা শিলচর থেকে শিলং হয়ে বরাকের সঙ্গে গুয়াহাটি হয়ে আমাদের ব্রহ্মপুত্রের যে সংযোগী রাস্তা সেই শিলচর কালাইন রোডেরও খুব খারাপ অবস্থা। শিলচর কালাইন রোডের জন্য ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। কিন্তু কনট্রাক্টর কাজ করতে চাইছেনা, কেননা এর ভিতরে আমার সমষ্টির একটা অংশ আছে সিংকিং জোন প্রায় ৪০০ মিটার। সিংকিং জোন যেখানে রাস্তা ধসে যায়, যার ফলে কোন কনট্রাক্টর কাজ করতে রাজী হয়না। তিন বছর মেইনটেন্সে আছে। এটাকে কিভাবে কাটিয়ে উঠা যায় মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করা যায় হয়ে যাবে। কালাইন থেকে দিগর খাল রাস্তার অবস্থা, আমি গত তিন দিন আগে এসেছি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। রাস্তা কিন্তু ভালো ছিল। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে ওভার লোডিং। এখানে প্রতি দিন প্রায় শত শত ট্রাক যাতায়াত করে। সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ আছে যে ৯ টনের বেশী কোন গাড়ী আসতে পারবে না এই রাস্তা দিয়ে। ৯ টনের জায়গায় ৩০টন, ৪০ টন কয়লার, লাইম স্টোনের, সিমেন্টের গাড়ী আসে। শত শত গাড়ী একটা দুটো নয়। এই বিশাল লোড এই রাস্তা নিতে পারছেনা। রাস্তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি অনুরোধ করব এই ওভার লোডিং টা বন্ধ করা হোক। বন্ধ করার জন্য একটা সমাধান সূত্র আছে। সমাধান সূত্র হচ্ছে টোল গেট বসানো। দীগর খালে বা আশে পাশে টোল গেইট বসানো। আমরা যদি স্কেনিং মেশিন বসাই, যদিও সেটা ব্যয় সাপেক্ষ। স্কেনিং বসালে গাড়ীর ভিতর কি মাল বস্তু আছে সেটা ধরা পড়ে যাবে। কারণ আমরা জানি আজকাল সুপারি, ফার্টিলাইজার এইসব স্মাগলিং হচ্ছে। এই ব্যবস্থা যদি আমারা করতে পারি তাহলে আমাদের ওভার-লোডিং বা অন্যান্য যে সব বে-আইনি কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে পারব। শিলচর রামনগর বাইপাস একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। ২০১১ সালে সেই রাস্তার কাজের প্রস্তাব হয়েছিল। কাজটা বন্ধ হয়ে গেছিল, কারণ এস্টিমেটটা ভূল ছিল। ২০১৬ সালে নতুন এস্টিমেট বানানো হল কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতি। এই রাস্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিলচর শহরে ট্রাফিক জাম অনেক অংশে কমে যাবে। যদি এইরাস্তা টা শুরু হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত মাত্র রাস্তা হয়েছে ৫০ শতাংশ। এখানে মাননীয় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আছেন তিনি জানেন সব কিছু। এই রাস্তার কাজও ভালো হচ্ছে না। কারণ সিংকিং জোন আছে প্রায় ১ কিলোমিটার। যার ফলে আরও নতুন সমস্যা দাড়িয়েছে। সিমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতার কোম্পানী কাজ পেয়েছে কিন্তু কাজের গতি অত্যন্ত ধীর লয়ে চলছে। আমাদের শিলচরের রাঙ্গেরখারী থেকে অসম ইউনির্ভাসিটি পর্যন্ত রাস্তা, সেই রাস্তারও খুব খারাপ অবস্থা। আগে ভালো ছিল কিন্তু বর্ষার ফলে

আরও শোচনীয় অবস্থা, মেডিক্যাল কলেজের রাস্তাও খারাপ সেই রাস্তাকে ফোর লেন রাস্তা করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। ফোর লেন হলে ড্রেইন কাম ফুটপাত হবে।কারণ ড্রেইন না থাকলে রাস্তায় জল জমে রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। তেমনি আমাদের শিলচর, করিমগঞ্জে কয়েকটি ফ্লাই ওভারের প্রয়োজন। এই ফ্লাইওভারের কাজ আমাদের পরিমল বাবু যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন অনেক এগিয়ে ছিলেন। সেই ফ্লাই ওভার কি অবস্থায় আছে সেইটা আমরা জানতে চাই, আমাদের বর্তমান পূর্তমন্ত্রীর কাছে। ফ্লাই ওভার হলে পর আমাদের সমস্যার অনেক সমাধান হবে। আমরা জানি বরাক উপত্যকায় শিল্প বলতে বিশেষ কিছু নাই। শুধু একটা সুগার মিল ছিল। সুগার মিল অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন বন্ধ হয়েছে সেইটা আমরা জানি। বিশাল জমি আছে, কিন্তু সেইটা বেদখল হয়ে গিয়েছে। সেইটাকে দখলমুক্ত করে ইনডাস্ট্রিয়াল জোন করা যায় কিনা । আমরা জানি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট শিল্প স্থাপন করেছেন। সেভাবে বরাক উপত্যকায় ছোট ছোট জোন বানিয়ে শিল্পপতিদের সেই জায়গাটি দিলে আমাদের অনেক ডেভলপ্টমেন্ট হবে। হিন্দুস্থান পেপার মিল বহু চর্চিত বিষয়। দুটা ইউনিট আমাদের জাগীরোড আর কাছাড় । কাছাড়ের কথা বলবো এত বড় প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।নেতা, মন্ত্রী, ঠিকাদার, অফিসাররা সবাই মিলে সেইটাকে ধ্বংস করেছেন। ১০০ ট্রাক কয়লা কিংবা বাঁশ ভেতরে যেত চালান হত ৫০০ ট্রাকের। এ ভাবেই লুটপাট হয়েছে। আজ ধবংস হয়ে গিয়েছে, সেটাকে আর রিভাইভ করা সম্ভব নয়। আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে বলব কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে যারা কর্মচারীরা আছেন, তাদের বেতনের ব্যবস্থা করা, এবং বি. আর. এজ দিয়ে তাদের একটা সান্ত্বনা দেওয়া। পাঁচগ্রামের বিশাল অঞ্চল সেই জায়গাকে ডিস ইনভেস্টমেন্ট করে অন্য ইনডাস্ট্রি গঠন করা হোক। যাতে এলাকার উন্নয়ন হয়। কোন সরকারের কাজ ব্যবসা করা নয়। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে, সরকার মনিটরিং করবে। সরকার নির্দেশ দেবে, গাইডলাইন তৈরি করবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ধন্যবাদ দেব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে তিনি মিনি সেক্রেটারীয়েটের কথা বলেছিলেন, জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে, কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। বাউণ্ডারী ও লেণ্ড ডেভলেপ্টমেন্টের জন্য ৫ কোটি টাকার টেণ্ডার হয়ে গিয়েছে। কাজ কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হবে। এইটা একটা সু-খবর আমাদের জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেবিনেট মিটিং আমাদের বরাক উপত্যকায় হওয়া জরুরি। বরাক উপত্যকা কৃষি নির্ভর। যারা কৃষক বন্ধুরা আছেন, তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং দক্ষ। কিন্তু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অত্যাধুনিক বা বিজ্ঞান সম্মত কৃষি কাজে তারা অভ্যস্থ নয়। তার জন্য স্টেট লেভেল হোক বা সেন্ট্রাল লেভেলেই হোক একটা এগ্রিকালচার‍্যাল কৃষি ইউনির্ভাসিটি করলে আমরা সেই সুবিধা পাব। আমার কাছাড় জেলার কথা বলব, কৃষি বিভাগ ততটা সক্রিয় নয়। যার ফলে কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছে। মাত্র একটা ফসল তারা করছে। একটা জমিতে দুই ফসল তিন ফসল করা দরকার। যার ফলে কৃষক বন্ধুরা লাভের অংশটা বেশী পান। গ্রামের অর্থনীতি উন্নত হলে দেশের অর্থনীতি ভালো হবে। গ্রামের অর্থনীতি উন্নত হলে দেশের অর্থনীতি ভালো হবে। কাছাড় জেলার কৃষি বিভাগের কথা আমি বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বরাক উপত্যকায় ফল এবং ফুলের চাষ করা দরকার। ফলের চাষে আমরা অভ্যস্থ নই। ফলের চাষকে কি ভাবে উন্নত করা যায় , ফুল চাষ হর্টিকালচার, এণ্ডিমুগা এগুলি চাষ সম্ভব। মৌ পালন এগুলি এখানে মোটেই হচ্ছে না। ভেটেনারি বিভাগ একবারে নিষ্ক্রিয় আছে। এই বিভাগের কোন অস্তিত্বই নেই। আমাদের আর একটি কথা এখানে কোল্ড স্টরেজ,

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা বাড়াতে লাগবে, যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফলমূল, শাক সবজি কোল্ড স্টোরেজে রেখে উপযুক্ত মূল্য পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বলব অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হয়ত বা কেউ বলেন যে কি পরিবর্তন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো **১৫** বছর পুরোণ চশমা পড়ে থাকলে তো আমি সেরকমই দেখবো। চশমা বদলাতে হবে। তাহলে তো ভালো করে দেখবো। মেডিক্যাল কলেজের আগে কি অবস্থা ছিল, বর্তমান অবস্থা কি হয়েছে সেইটা আমরা জানি। অনেক খামতি আছে। এখানে কার্ডিওলজি বিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে নেই। সেইটা দরকার। নিউরোলজি, নেফ্রোলজি বিভাগ নেই। আর কিছু কিছু বার্ণ ইউনিট নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু মেশিন্যারিজ, যেমন সিটি স্ক্যান মেশিন একটা আছে। সেইটা নষ্ট হয়ে গেছে। আর একটি আছে সেটা খুব পুরনো। একটা সিটি স্কেন মেশিন চাই। ডায়োলসিসের ব্যবস্থা রেগুলার যাতে হয়, কারণ আজকাল কিডনি রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। কেন্সার ইউনিট টা ভালো করে করতে হবে। সরকারের সিদ্ধান্ত আছে কিন্তু সেটাকে ফলপ্রুসু করতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপুনি পাৰিলে শেষ কৰিবলৈ চাব। সকলোৱে অলপ কব।

শ্রী দিলীপ কুমার পাল (শিলচর) ঃ আমাদের সিভিল হাসপাতালের কথা বলব, আমরা আনন্দের সঙ্গে বলব যে শিলচর সিভিল হাসপাতাল এইবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা টোটাল পারফরমেন্সে প্রথম পুরস্কার। সিভিল হাসপাতালের কিছু কিছু কাজও আছে। এখানে আই সি ইউ নেই আমাদের সিভিল হাসপাতালে তার ব্যবস্থা করা। কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ্টমেন্টের প্রয়োজন আছে। আমাদের বরাক ভেলির সবাইকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটিতে আসতে হয়। অনেক ক্রিটিক্যাল পেসেন্ট নিয়ে। উপযুক্ত এম্বুলেন্স নেই। অত্যাধুনিক আই সি ইউ এম্বুলেন্স নেই। বেসরকারি উদ্যেগে একটা আছে অনেক অর্থ ব্যায় করতে হয়। আমি অনুরোধ করব যে তিনটি জেলাতেই অত্যাধুনিক আই সি ইউ যুক্ত এম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য। ব্রহ্মপুত্রের মতো বরাক বাসীও আমরা বন্যার সময় কষ্ট পাই। যদিও এ বছর আমাদের ভগবানের কৃপায় এখনও সেই রকম বন্যার ধ্বংস লীলা হয় নাই। একটা কথা বলতেই হবে যে আমাদের সরকার আসার পর যে ভাবে বাণ ভাষী মানুষকে যে ভাবে সাহায্য সহযোগিতা সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে আগে কখনও সেটা দেখিনি । ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সবথেকে বেশী কারচুপি হত আগে। এবার এখানে কম হয়েছে। আমার সমষ্টিতে দুটা রিলিফ কেম্প ছিল সেখানে সাফিসিয়েন্ট রিলিফ পেয়েছে। মাত্র **২৪** ঘন্টার মধ্যেই। বন্যার থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সবথেকে বড় হল গরাখহনীয়ার যে বাঁধ ডায় গুলো মেরামত করতে হবে। আমার সমষ্টিতে দুটা বেতুকান্দি আর শিববাড়ী, সোনাইতে আছে বরখোলা কাটিগড়াতে সব জায়গাতেই আছে। এগুলির কাজ শুরু করা উচিত অবিলম্বে। সুইস গেট গুলো অনেক পুরনো সেগুলোকেও অত্যাধুনিক ভাবে মেরামতি করার দরকার আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার সমষ্টিতে **৫** টি কলেজের মধ্যে **৩** টি কলেজে অনলাইন এডমিশন প্রসেস চালু হয়েছে। যার ফলে অতীতে এডমিশন নিয়ে অনেক কিছু অনৈতিক কাজ হত সেটা বন্ধ হয়ে গিয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা ভর্ত্তির সমস্যা, মেট্রিক পাশ করার পর প্রচুর সংখ্যক ছেলে মেয়েরা যেটা গতকাল আলোচনা উঠে এসেছে ভর্তি হতে পারছেনা। এই এস স্কুলের সংখ্যা কম। কলেজের সংখ্যা কম। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এখানে বসে আছেন আপনার মাধ্যমে তার কাছে অনুরোধ করব যাতে কলেজের সিটের সংখ্যা বাড়ানো যায় বা নতুন করে এক দুটি কলেজ স্থাপন করা হোক। হাইস্কুল গুলোকে হাইয়ার সেকেণ্ডারীতে উন্নীত করা যায় কিনা সেইটা একটা ব্যবস্থা নিলে তাহলে এই সমস্যা টা দুর হবে। চা বাগানের যে আলোচনা

হয়েছিল আপনার উদ্যেগে তার ফল আমি পেয়েছি। চা বাগান গুলোতে অনেক উন্নতি হ্চ্ছে , কাজ হচ্ছে, রাস্তা ঘাট হচ্ছে । ছেলে মেয়েরা সুন্দর ভাবে লেখা পড়া শিখছে। কিন্তু এখনও অনেক কিছু বাকী আছে। বিশেষ করে মালিক শ্রমিক সমস্যা। আমার এখানে একটি চা বাগানে গত কয়েক দিন ধরে কিছু সমস্যা চলছে। সরকার যাতে সেই সমস্যার সমাধান করেন। খুব ভালো বাগান সেইটা খুব উন্নত। সব শেষে বলব ট্রাইবেলস জনজাতির জন্য। আমাদের এখানে জনজাতির সংখ্যা খুব বেশী নেই। কিন্তু তারাই আদিবাসী। পাহাড় জঙ্গল সব তাদের ছিল। কিন্তু আজ আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারাই বঞ্চিত। তাদেরকে সরিয়ে আমি বলব কিছু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তারা দখল করে আছে। কিছু দিন আগে আমাদের মাননীয় বনমন্ত্রীর উদ্যেগে কিছু অঞ্চলে এভেকশন করা হয়েছিল। আরও অনেক আছে। সেগুলি সরিয়ে দখলমুক্ত করে আমাদের জনজাতি সম্প্রদায়ের যে সব বন্ধুরা তাদের অধিকার যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখবো। এই বলে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ। এতিয়া শ্রী কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ।

শ্রী কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ (উত্তর করিমগঞ্জ)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করছি আপনি যে স্পীকার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন তার জন্য। বিগত ২৩-৭-২০১৯ তারিখে যে মিটিং হয়েছিল সেই মিটিং এ প্রত্যেকের চোখে একটা আশা ছিল, আমরা যে কথাগুলো মিটিংএ বলছি, সেই বিষয় নিয়ে যাতে বিধান সভায় আলোচনা হয়। সেই কথাগুলো কার্য্যে যাতে রূপান্তরিত হয় সেটাই ছিল সবার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'মঞ্জিল তক নেহি পৌছকে বিচ মে ছোড় দেনে কো মঞ্জিল নেহি কহতে'। অউর 'দো কদম কো চলনা, চলনা নেহি কহতে'।

মাননীয় অধ্যক্ষ - হিন্দী মোর নিশানা যেন পাইছো। বড় ভাল নহয়।

শ্রী কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ (উত্তর করিমগঞ্জ)ঃ negative mind never give us positive life. সরকার যে কাজগুলো করতে পারছে না, কেন করতে পারছে না আমি সে কথা গুলোই বলবো। ১৯৪৭ সনে অসমের অংশ ছিল সিলেট। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ বিভাগ হয় তখন এই সিলেট পূর্ব পাকিস্থানের সাথে যুক্ত হয়। সাড়ে তিনখানা করিমগঞ্জের আশে পাশের কিছু অঞ্চল নিয়ে অসমের সাথে সংযোজিত হয় এবং কাছাড় জেলায় রূপান্তরিত হয়। কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলা নিয়ে আমাদের বরাক ভেলি। সিলেটে যারা ছিল তারা দেশ ভাগের পর সাড়ে তিনখানায় এসে গেল, অর্থাৎ অসমে চলে এলো, সেইজন্য আমি মনে করি তারা মাইগ্রেটেড না। সুতরাং তারা ভারতবর্ষে ছিল আর বর্তমানে ভারতবর্ষেই আছে। আমাদের অসমে রেভিনিউ আর্ণের কোন সোর্স নেই । অসম থেকে কোন আর্ণ হচ্ছিল না তখন আমরা সিলেটকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করি । কারণ সিলেটে রেভিনিউ আর্ণের খুব সম্ভাবনা ছিল । এইজন্য সিলেটকে নিয়ে বৃহত্তর অসম রূপান্তরিত হয়েছিল। ২৩ তারিখে যে সব বক্তব্য রাখা হয়েছিল তার মধ্যে অরিজিৎ আদিত্য, তৈমুর রাজা চৌধুরী, বিগ্রেডিয়ার রঞ্জিত বরঠাকুর, হাবিবুর রহমান ও পরমানন্দ রাজবংশী সকলের মুখে কিন্তু একটা কথা ছিল যে সমন্বয়ের অভাব, বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সংস্কৃতির অভাব। সকলেই একই কথা বলেছিলেন যে বরাকের উন্নতির আগে মানসিকতার উন্নতি করতে হবে, না হলে কিন্তু বরাকের উন্নতি সম্ভব নয়। অসম সরকারের কোন একজন মন্ত্রী বলেন আপনাদের ট্রেন্সফার করব করিমগঞ্জ বা হাইলাকান্দিতে অর্থাৎ পানিসমেন্ট ট্রেন্সফার। কিন্তু সেই মানসিকতা কেন? আগে কোকরাঝারে সেটা করা হত। কিন্তু বর্তমানে মানুষ স্ব-ইচ্ছায় কোকরাঝারে যেতে রাজী হয়। কিন্তু বর্তমানে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির ক্ষেত্রে কেন এই মানসিকতা

গড়ে উঠছে? বিধান সভায় ৭৩৫ নং প্রশ্নে আমি ২৬-৩-২০১৮ তে একটি প্রশ্ন করেছিলাম । সেই প্রশ্নে আমি জানতে চেয়েছিলাম ভাষা আন্দোলনে কত জন শহিদ হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন অনেকবার হয়েছিল, ১৯৬১, ১৯৮৬ তেও হয়েছিল। সেই প্রশ্নে উত্তরে দেওয়া হয়েছিল ১৯৬১ এর ১৯ মে ১১ জন, ৮৬ এর ২১ শে জুলাই ২ জন এবং বিশেষ করে ১৯৯৬ তে বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরীর সুদক্ষিণা সিনহা শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু উনাদেরকে কেন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল না? পরিবারের কোন ব্যক্তিকে চাকরি দেওয়া হলো কিন? সেই প্রশ্ন গুলো আমি করেছিলাম। ভাষা আন্দোলন কেন হয়েছিল সে কথা গুলো জানা দরকার। বিধান সভায় প্রশ্ন করার পর আমার কাছে বার বার বরাক থেকে ফোন আসছে যে সেই কথাগুলো যেন তুলে ধরা হয়। আমি উনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছি যে আমি এই কথা গুলো বিধান সভায় তুলে ধরব। অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের শহিদদের যেভাবে সাহায্য করা হয়েছিল কিন্তু বরাকের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের কিন্তু সেভাবে সাহায্য করা হয়নি। ২০১৮ সালে বলা হয়েছিল শহিদদের পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু আজ অবধি তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। বিত্ত মন্ত্রী আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে নিশ্চয়ই আমরা ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আর্থিক সাহায্য করবো। কিন্তু আজ অবধি কিছুই করা হয়নি। এইটা আমাদের একটা ক্ষোভ। পরমানন্দ রাজবংশী খুব ভালো একটা বলেছেন যে, সমন্বয় আমাদের বরাকের যেগুলো ভাষা-সংস্কৃতি আছে সেগুলো অসম সাহিত্য সভার যে প্রোগ্রম হবে শুয়ালকুচিতে সেখানে বরাকের সেই প্রোগ্রাম গুলো করা হবে। খুব ভালো প্রস্তাব। আমাদের মধ্যে যে ভাতৃত্ববোধ সেটা গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন আমাদের বরাকে কোচ রাজবংশী বা অসমীয়া গ্রাম যেগুলো আছে সেগুলোকে উন্নত করতে হবে। আমরা চাই যে সেই গ্রাম গুলোকে মডেল ভিলেজ করা হোক এবং তাদের আরও বেশী করে সাহায্য করা হোক। আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে সেই গ্রাম গুলোকে আর্থ সামজিক ভাবে উন্নত করা হোক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সেখানেই যে উনি বলেছিলেন খিলঞ্জিয়া গ্রাম গুলোর কথা । আজ ২০০, ৩০০ বছর ধরে সংখ্যালঘু ভাইরা যারা বরাকে বসবাস করছেন তারা কি খিলঞ্জিয়া হয় কি হয় না? ৩০০ বছরের আগের নথি পত্র তাদের আছে। সেই ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের যারা খিলঞ্জিয়া আছেন তাদের সংজ্ঞা টি কি? বা খিলঞ্জিয়া কি ভাবে নির্ধারণ করা হবে, সেই কথাটি নিয়ে মানুষ বিরাট একটা প্রশ্নের সন্মুখীন। আমার প্রশ্ন ছিল অসম চুক্তির ৬ নং দফায় সংশোধন করে অসমীয়ার জায়গায় খিলঞ্জিয়া শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা? অসম চুক্তিতে অসমীয়া কথাটি বলা হয়েছে। সেখানে খিলঞ্জিয়া শব্দের কোন উল্লেখ নেই। আমি প্রশ্ন করেছিলাম অসম চুক্তিকে পালন করা হবে কিনা? তখন তিনি বলেছিলেন অসম চুক্তিতে খিলঞ্জিয়া শব্দ নেই অসমীয়া শব্দটি আছে। সুতরাং আপনি কোন চিন্তা করবেন না। অসমীয়া শব্দটিই থাকবে। clause ৫ এর কোন implement করা হল না। clause ৬ এর জন্য কমিটি গঠন করা হল। Bengali is the 2nd largest community in Assam. ১৩ জনের যে কমিটি গঠন করা হল clause ৬ implement করার জন্য তাতে একজনও বাঙ্গালী বা অন্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নেই। বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কিভাবে clause ৬ implement করা হবে, সেটা বরাকের মানুষের মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ। আমরা যখন বলি বরাক, ব্রহ্মপুত্র ,পাহাড়, ভৈয়ামের কথা, সমবিকাশের কথা, সংবিধানে শপথ নেওয়ার সময় বলি যে আমরা অসমের ও ভারতবর্ষের সব জনসাধারণের কথা চিন্তা করব। আমদের সংবিধানে সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু আজ এই সম-অধিকার কোথায়? আমাদের ভাষা শহিদ স্টেশনের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালের ৭ নভেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নো অবজেকশন এসেছিল।

গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য হিন্দী, দেবভাষা, ও লোকাল ভাষা দিয়ে সেটা পাঠানোর জন্য। আমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করি, মন্ত্রী সভার অনেক মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করি কিন্তু আজ অবধি ২০১৬ পর অনেক ফাইল এলো। অনেক রেল ষ্টেশনের নাম পরিবর্তন করা হল। ২০১৬ তে কেন্দ্রীয় সরকার নাম পরিবর্তনের জন্য নাম পাঠানোর জন্য বলেছিল। কিন্তু শিলচার রেল ষ্টেশনকে ভাষা শহিদ রেল ষ্টেশনে আজ অবধি রূপান্তরিত করা হল না। সেইটা আমাদের বরাক বাসীর ক্ষোভ। এই যে অবহেলা, ফাইল আসে বিভাগীয় মন্ত্রীদের কাছে বলা হলে সেই ফাইল টা কিন্তু লাল সূতোয় বান্ধা থাকে কিন্তু আর কার্যকরী হয় না। আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে বলেছিলাম বিশেষ করে বরাক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং দুটো প্রায় একসঙ্গে শুরু হয়েছিল। দুটো ব্রাঞ্চ দিয়ে শুরু হয়। বর্তমান সময়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেই দুইটা আমাদের All India Council of Technical Education এর approval এসেছিল। ক্লাশ শুরু হবে। counselling হবে। সবাই এডমিশনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আজ অবধি ক্লাশ শুরু হয় নাই। আমাদের গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ১৫ জন শিক্ষককে রি-এটাচমেন্ট করে রাখা হয়েছে। আমার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে গোলাঘাট ও বরাক দুটো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যাতে রক্ষা হয়। প্রত্যেকটা অঞ্চলের যাতে বিকাশ হয়, মানুষ তাদের সম-বিকাশ থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়। ২০১৬-১৭, ১৭-১৮, ১৮-১৯, ১৯-২০ যে বাজেট হয়েছিল সেই বাজেটে বরাকের উন্নয়নের জন্য অনেক কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। আমি খুশী হয়েছিলাম একজন বরাকের সন্তান হিসাবে, একজন ভারতবাসী হিসাবে আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু সেই বাজেটে যে কথা গুলো বলা হয়েছিল, দিলীপ বাবু এখানে আছেন সেই বাজেটে ফ্লাইওভার, প্লেনেটোরিয়াম, স্বামী বিবেকানন্দ কমিউনিটি হল, শিলচরে ইকো পার্ক, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, মিনি সেক্রেটারিয়েট, ৫ টি ব্রিজ, করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কেন্সার ইউনির্ভসিটি, এগ্রিকালচার ইউনির্ভাসিটি, সুতারকান্দি বর্ডরকে ওয়াঘা বর্ডারের ন্যায় রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছিল। অনেক টাকার কথা বলা হয়েছিল। আমি প্রশ্ন করতে চাই যে, বাজেটে যেগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি কত শতাংশ আমরা রূপান্তরিত করতে পারলাম। প্রত্যেক বাজেটের কাজ সেই বাজেটেই শেষ করতে হবে। ১৬-১৭ র কাজ ১৬-১৭ তেই শেষ করতে হবে। ১৯-২০ এর কাজ ১৯-২০ শুরু করতে হবে, হয়ত বা দু তিন বছর তার জন্য লাগবে। দিলীপ পাল মহাশয় পাঁচ গ্রাম পেপার মিলের কথা বলেছেন। পাঁচগ্রাম পেপার মিলে প্রায় ৪৬ জন আত্মহত্যা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে একটি মেয়ে এসে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, বাবার মুখের দিকে তাকালে আমার কান্না পায়। ২০১৪ সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছিলেন যে পাঁচগ্রাম ও নগাঁও পেপার মিল চালু করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত চালু হলনা। আগে কি হয়েছে? কে চুরি করলো, কে করল না, আমি বলব অধ্যক্ষ মহোদয় যারা চুরি করেছে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত পাঁচগ্রাম পেপার মিল চালু হল না। ৪৬ জনকে আত্মহত্যা করতে হল শুধু চিকিৎসার অভাবে, খাদ্যের অভাবে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিকালচারে বরাক উপত্যকা অসমের মধ্যে অনেক এগিয়ে আছে। প্রচুর সম্ভাবনা আছে এখানে। অসম এগ্রিকালচার ইউনির্ভাসিটি করার জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। কে. এম বিজয় বরুয়া, ভাইস চেন্সেলার তিনি চিঠিও দিয়েছেন যে ৫০০ হেক্টর জায়গা চাই। কিন্তু আজ অবধি আমরা জায়গা ঠিক করতে পারি নাই। আকবরপুর রিচার্স সেন্টার একটা আছে সেখানে ২০০ বিঘা জায়গা আছে। মালুয়া ও পাথারকান্দিতেও জায়গা আছে। আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যখন কোন ইউনির্ভাসিটি হয় সেখানে অনেক গুলো ব্রাঞ্চ হয়, তিন চারটা কলেজ হয়। এই তিনটা

জায়গা মিলে ১০০০ বিঘা জায়গা দিলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু আজ অবধি ছয় সাত টা চিঠি দেওয়ার পর কোন জায়গার বন্দোবস্ত করা হয় নি। অফিসাররা সেখানে যায় কাজ করে, কিন্তু সেই অঞ্চলের মানুষের জন্য যে কাজ করব সেই মানসিকতা নেই। অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কালকে অনশনে বসেছিলাম। কিন্তু আপনি বলেছিলেনম যে অনশনে বসতে হবে না। আপনি কাস্টডিয়ান অফ দি হাউস, এবং আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে কাজটি শুরু করা হবে। আমাদের ১৩০ কে. ভি পাওয়ার সাব স্টেশন ২০১৩ তে approval হয়। কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৪ সনে। কাজটা দুইটা কাম্পানীকে দেওয়া হয়। কনষ্ট্রাকশনের কাজটা শেষ হয়। ২৫ কোটি টাকার প্রজেক্ট ছিল। ৯৩ টা টাওয়ার ছিল, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ১৩ টা টাওয়ারের কাজ শেষ হয়। ২০১৬ তে নতুন সরকার আসার পর আর কাজ হয় নাই একটা টাওয়ারেরও। সেটা শুধু আমার কথা নয়, তথ্য বলছে। আমাদের করিমগঞ্জ বাসির বর্তমান কারেন্ট দরকার ৩০ মেগাওয়াট। কিন্তু আমরা মাত্র ১৫ মেগাওয়াট কারেন্ট পাই। আর সরটেজের জন্য ১০ মেগাওয়াট কারেন্ট পাই। প্রতিদিন তিন চার ঘন্টা ধরে লোডশেডিং থাকে । আর মাত্র এক ঘন্টা কারেন্ট থাকে। আজ আমরা বিদ্যুৎ ছাড়া ডেভেলপ্টমেন্টের কথা চিন্তা করতে পারিনা। বিদ্যুৎ ছাড়া কোন ইনডাস্ট্রি হতে পারে না । করিমগঞ্জে কোন ইনডাস্ট্রির হতে পারবে না যেহেতু বিদ্যুৎ নেই। সৌভাগ্য যোজনার অধীনে ২০ হাজার নতুন কানেকশন দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আরও ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বেড়ে গেল । বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের করিমগঞ্জে কারেন্ট নেই। আমাদের অসম সরকারের পক্ষ থেকে একটা পুস্তিকা বের হয়েছে 'বৈচিত্রপূর্ণ অসম'। সেই পুস্তিকাতে বরাক ভেলির জনসাধারণকে অনেক ছোট করে দেখানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে বঙ্গিয়মূলের মানুষ, ভারতবর্ষের নয়। অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা ভারতবর্ষেই ছিলাম, আমাদের জন্ম ভারতবর্ষেই দেশ বিভক্ত হয়েছে তো আমাদের দোষ কি? আমরা কি দেশ বিভক্ত করেছি? পার্টিশন হল একটা নিয়মে কিন্তু আমরা তো আবার ভারতবর্ষে চলে আসলাম। অসম সরকারের যে পুস্তকগুলো বের হয় সেখানে দরকার যদি হয় বরাক ভেলির এক্সপার্ট দের রাখা হোক। সেখানে অন্ততপক্ষে ভূল তথ্য প্রকাশিত হবে না। রোড কমিউনিকেশনের কথা দিলীপ পাল মহাশয় বলে গেছেন। বিশেষ করে সতেরো আঠারো বছরের ছেলে মেয়েরা ভয়ানক ভাবে ড্রাগ আসক্ত। পাঞ্জাবে যে অবস্থা তার থেকে ভয়ানক অবস্থা আমাদের বরাক ভেলিতে। যুব সমাজ একদম শেষ হয়ে যাচ্ছে। চাকরির কোন সুবিধা নেই, প্রাইভেট কোম্পানী নেই, ইনডাস্ট্রি নেই, বিকেল হলেই শুরু হয়ে যায় ড্রাগের আড্ডা। ছোট ছোট কৌটা থাকে আর সেইটা নিয়ে বাচ্চারা বিক্রী করে। সেটাই তাদের জীবিকা। আমি চাই একটা টাস্ক ফোর্স পাঠানো হোক। যারা এই কাজে যুক্ত আছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। কয়েকদিন আগে পি এন আর ডির চাকরি দেওয়া হল কিন্তু বরাক ভেলিতে মাত্র ২ শতাংশ দেওয়া হল। আমরা এসি এস অফিসারের পদ চাচ্ছি না অন্তত পক্ষে থার্ড গ্রেড, ফোরথ গ্রেডের চাকরি দেওয়া হোক। কিন্তু তাও দেওয়া হল না। সেটাই আমাদের বরাক বাসীর ক্ষোভ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চাই আমাদের বরাক ভবন একটা বানানো হোক। আমরা দেখেছি বি. টি. এডির একটা ভবন আছে। বরাকের গরীব মানুষের জন্য একটা ভবন বানানো হোক। বরাকের মানুষকে আসতে হয় মেঘালয় দিয়ে। যদিও ট্রেনের লাইন হয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগ সময় ধস নামে সেই রাস্তায়। আর ফ্লাইটের ভাড়া তো অনেক । আমাদের নিউরোলোজির কোন বিভাগ নেই। বিশেষ করে স্ট্রোক যখন হয় তখন সেই স্ট্রোকের চিকিৎসা করার কোন হসপিটাল নেই । প্রায়ই গুয়াহাটি আসতে হয়। গুয়াহাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ দিলীপ পাল ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। আপুনি যিমান পাৰে চমু কৰক, মই আৰু সময় দহ মিনিট বঢ়াই দিছো।

শ্রী কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ (উত্তর করিমগঞ্জ)ঃজ্যোতি চিত্রবনের মতো যাতে একটা প্রতিষ্ঠান করা হয় বরাকে কারণ অনেক প্রতিভা আছে সেখানে, কিন্তু প্র্যাকটিস করার মতো কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আমি মনে করি সিলেটিদের মধ্যে অনেক প্রতিভা আছে। আমি নিজেও একজন সিলেটি। জ্যোতি চিত্রবনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান বানানো হোক যেখানে বরাকের ছেলে মেয়েরা যাতে প্র্যকটিস করতে পারে।

মাননীয় অধ্যক্ষ - দেবজিৎ সাহা শিলচৰৰ নে? প্রতিভা আছে।

শ্রী কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ (উত্তর করিমগঞ্জ)ঃ প্রতিভা আছে স্যার। আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৫৭ সালে মালেগড়ে শুরু হয়েছিল। লাতু অঞ্চলে ২৬ জনকে শহিদ করা হয়েছিল। চিটাগাঙ্গ থেকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ভারতীয় সৈনিকরা এখানে এসেছিল এবং ইংরেজ সৈনিকের সাথে যুদ্ধ হয়। ২৬ জন ভারতীয় জওয়ান সেখানে শহিদ হন। আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে গিয়ে বলেছিলাম তিনি বলেছিলেন আমাদের জানা ছিল না। আমরা সেখানে নিশ্চয় কিছু একটা ব্যবস্থা করব। আমি চাই সেই স্থানকে সংরক্ষণ করা হোক। সেটা আমাদের একটা সেন্টিমেন্ট ভারতীয় হিসাবে। বরাক ভেলির উন্নয়ন হোক, আমরা চাই প্রত্যেক টা ভেলির মধ্যে যাতে একটা সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমি একটা গল্প দিয়ে শেষ করতে চাই। গল্পটা পজেটিভ। একজন ভদ্রমহিলা একটা মন্দিরে গেল। মন্দিরে থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভদ্রমহিলা পূজারীকে বলছিল কাল থেকে আমি আর মন্দিরে আসব না। পূজারী বললেন আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন যে মন্দিরে আসবেন না। ভদ্রমহিলা বললেন হ্যা আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, কারণ মন্দিরে অ-সামাজিক কার্যকলাপ হয়। ছেলে মেয়েদের আড্ডা। মন্দিরে যে পরিবেশ সেখানে পূজো করতে পারব না। পূজারী বললেন ঠিক আছে আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন আসবেন না তাহলে আমি আপনাকে একটা কাজ দিচ্ছি। এক গ্লাস জল দিয়ে পূজারী বললেন যে আপনি জলটা নিয়ে পুরো মন্দির প্রদক্ষিণ করে জলের গ্লাস টা আমার হাতে দেবেন। জল যাতে এক ফোটাও না পড়ে। তখন ভদ্রমহিলা প্রদক্ষিণ করে জলের গ্লাস টা পূজারীকে দিলেন আর বললেন এক ফোটা জলও পড়েনি। তখন পূজারী বললেন আপনি দেখেছেন কিনা অ-সামাজিক কার্যকলাপ । তখন মহিলা বললেন আমার তো ধ্যান ছিল জলটা যাতে পড়েনা। তখন পূজারী বললেন মন্দিরে যখন আসবেন তখন মন্দিরের ভগবানের দিকে ধ্যান রাখবেন অন্যদিকে নয়। ঠিক সেই ভাবে অসম সরকারকে কাজ করে যেতে হবে নিষ্ঠার সাথে। বরাকের সমবিকাশ, অসমে যাতে সব জায়গায় সম বিকাশ হয়, উন্নয়ন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি গুণ গাব কিন্তু ভুল গুলোকেও তুলে ধরবো। টেকনোলোজির যুগ এখন। সেই প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের কৃষ্টি, কালচার, সভ্যতা সব কিছু যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই দিকে নজর দিতে হবে। 'বিবিধের মাঝে মহান মিলন' সেই আপ্ত বাক্য যাতে আমাদের সবার মনে থাকে। নমস্কার।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ এতিয়া ৰমেন্দ্র নাৰায়ণ কলিতা । ইয়াৰ পিছত সুজাম উদ্দিন লস্কৰ ।

শ্রী ৰমেন্দ্র নাৰায়ণ কলিতা (পশ্চিম গুৱাহাটী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই মুখ্য কথাখিনিৰ ওপৰত কম বেছি দিঘলীয়া নকৰো । মাননীয় অধ্যক্ষৰ বিশেষ উদ্যোগত বিশেষ ভাবে বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক দিশক কি ভাবে অনাগত দিনত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত বিভিন্ন পদক্ষেপত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে এনে ধৰণৰ প্রচেষ্টা হাতত লোৱাৰ বাবে মই বিশেষ

ভাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো । বিশেষ ভাবে এই বিধান সভাত আপুনি কেৱল বৰাক উপত্যকাতে নহয়, ইতিমধ্যে আমাৰ পার্বত্য অঞ্চল আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ আর্থ-সামাজিক দিশতো উন্নয়নৰ বাবে পুংশানুপুংশ ভাবে আলোচনা কৰা হৈছে । আমি বিশেষ ভাবে জানো যে বৰাক উপত্যকাৰ মানুহ খিনিৰ এটা ক্ষোভ আছে আৰু এই ক্ষোভ খিনি প্রসম্বিত কৰাৰ ক্ষেত্রত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰো বিশেষ দ্বায়িত্ব আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ ৰাজ্য খন বিশেষ ভাবে তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে । এটা হৈছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বৰাক উপত্যকা আৰু এটা হৈছে পার্বত্য অঞ্চল । আমাৰ যিহেতু এই উপত্যকাতো আমাৰ ইয়াৰ মাজেৰে ব্রহ্মপুত্র নদী বৈ গৈছে আৰু এই ব্রহ্মপুত্র নদীৰ নামেৰে বৰাক উপত্যকা আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নদীৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে । ৰাজ্য খনৰ এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মাটিকালিৰ পৰিমান হ'ল ৭১.৭ শতাংশ। ঠিক সেইদৰে বৰাক উপত্যকাৰ মাটিকালিৰ পৰিমান হ'ল ৬২২২ বর্গ কিলোমিটাৰ । বিশেষ ভাবে বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক দিশত আমি কি ধৰণে আগবাঢ়িলে ভাল হয় এই ক্ষেত্রত মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো । প্রথমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মানুহৰ মানসিকতা পৰিবর্তন কৰিব লাগিব। যদি মানসিকতাৰ পৰিবর্তন নহয় তেনেহ'লে আমি যিমানে উদ্দেশ্য লৈ আগ নাবাঢো কিয় সেই উদ্দেশ্য কেতিয়াও ফলপ্রসু হ'ব নোৱাৰে । গতিকে প্রথম কথা হৈছে আমাৰ লগতে সকলোৰে মানসিকতাৰ পৰিবর্তন হ'ব লাগিব । তেতিয়া হ'লে এখন সুস্থ সমাজ গঢ় দিয়াত আমি ফলপ্রসু হম । মাননীয় সদস্যসকলক মই যদি ভূল কৈছো , ক্ষমা কৰিব যে বৰাক উপত্যকাত আজি যিটো দুর্নীতিৰ কলা ডাৱৰে আৱৰি আছে, এই কলা ডাৱঁৰ আঁতৰাব লাগিব। আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিচত কলা ডাৱৰ কিছু পৰিমানে আঁতৰি পোহৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই পোহৰ আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। এইটো অব্যাহত ৰাখিব পৰা যাব যদিহে আমি আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱর্ত্তন আনিব পাৰো। বিগত দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই দেখা পাইছো, দুর্নীতি আমি নির্মূল কৰিব নোৱাৰো কিন্তু দূর্নীতি হ্রাস কৰাৰ ক্ষেত্রত আমাৰ ৰাইজৰ প্রতিনিধি সকলোৰে এটা গুৰুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থকা বুলি মই অনুভৱ কৰিছো। বৰাক উপত্যকাৰ বিকাশ যদি আমি কৰিব লাগে তেন্তে মূল কথাটো হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন। বৰাকৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ আজি আমি যিমানেই নকওঁ কিয় মানিব লাগিব যে কিছু পৰিৱর্ত্তন হৈছে অলপ হ'লেও উন্নতি হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ পাল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে- আজি ব্রডগজ লাইন হৈছে, তাৰ ফলত ব্রহ্মপুত্র ভেলীৰ লগত এটা ভাল যোগাযোগ ব্যৱস্থা হৈছে। বিশেষভাবে বৰাক উপত্যকাৰ লগত মনিপুৰ- ত্রিপুৰা বা মিজোৰামৰ লগতো কিছু হ'লেও যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো ভাল হৈছে। বিশেষভাবে আমি এতিয়া বিমান সেৱাৰ জৰিয়তে যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোত গুৰুত্ব দিব লাগে। কাৰন বিমানৰ জৰিয়তে যোগাযোগ এতিয়াও বৰাকত অলপ কম আছে। এতিয়া যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাটো বাংলাদেশৰ লগত ভাল হৈছে, তেনেকৈ উত্তৰ পূর্ব্বাঞ্চলৰ আন আন ৰাজ্যৰ লগত অলপ হ'লেও ভাল হৈছে। শিলচৰ চহৰ যিহেতু বৰাক উপত্যকাৰ কেন্দ্রবিন্দু আৰু এই শিলচৰ চহৰত যিটো বিমান বন্দৰ আছে সেইটো উন্নত কৰিব লাগে। নিম্নতম সুবিধাখিনি বিমান বন্দৰটোত থকাটো নিতান্তই প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানৰ চৰকাৰে তাত ৫০০ বিঘা মাটি চাবলৈ দিয়া বুলি অবগত হৈছো। ইতিমধ্যে নিশ্চয় আবন্টন হ'ব। এটা অত্যাধুনিক বিমান বন্দৰ যদি স্থাপন কৰা যায় তেতিয়া যোগাযোগৰ ক্ষেত্রত,বিমান সেৱাৰ ক্ষেত্রত যথেষ্টখিনি সুবিধা হ'ব। ৰাস্তাৰ ক্ষেত্রত ইতিমধ্যে কিছু পৰিৱর্ত্তন হোৱা দেখা গৈছে কিন্তু আৰু পৰিৱর্ত্তন আনিব লাগিব। মই নকওঁ যে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্রত যথেষ্ঠ কাম হৈছে। বর্ত্তমান চৰকাৰে যদি আৰু আগভাগ লয় তেন্তে যোগাযোগৰ ক্ষেত্রত যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ হ'ব। আজি নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। বৰাকৰ লগতে সমগ্র ৰাজ্যতে

তথা দেশতে নিবনুৱা সমস্যাই গা কৰি উঠিছে। যিহেতু আজি বৰাক ভেলীৰ বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মই বিশেষভাবে এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে তাত যিখিনি চাহ বাগিছা আছে আৰু যিহেতু বৰাক উত্যকাত কৃষি এটা মূল জীবিকা। সেয়েহে কৃষিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত হ'ব। বিশেষকৈ তাত কোনো মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্রি নাই। এটা আছিলে কাগজ কল সেইটো এতিয়া মৃতপ্রায়। সেইটো পুনৰজীবিত কৰিব লাগে। তাৰ লগতে বদৰপুৰত যিটো চিমেন্ট ফেক্টৰী আছে সেইটোৰো মৃত্যু হ'ল। সেয়েহে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আমি গঢ়ি তুলিলে ভাল হ'ব। গতিকে আমি Agrobased আৰু food processing ৰ ক্ষেত্রত যদি বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰো তেতিয়া হ'লে হয়তো কিছু পৰিমাণে নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। আৰু এটা কথা হ'ল তাত যিখিনি খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন হয়, সেই খাদ্য সামগ্রীখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে Cold Storage নাই। গতিকে যদি তাতে কিছুমান ঠাই আমি চিলেক্ট কৰি লওঁ য'ত কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণে হয় আমি যদি তাত Cold Storage বনাও তেতিয়া হ'লে খেতিয়কসকলে নিশ্চয় তেওলোকৰ প্রাপ্যটো পাব। নিশ্চয় তেওলোকো অর্থনৈতিক ভাবে আগবাঢ়ি যাব। গতিকে এনে ধৰণৰ কৃষিভিত্তিক আঁচনি আজি যদি বৰাকভেলীত লোৱা হয় - তেন্তে বৰাকবাসী নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব। ইয়াৰ লগতে আর্থসামাজিক দিশৰ লগতে সাংস্কৃতিক দিশটোও শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্রত আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আমাৰ সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাৰ লগত সামাজিক ঐক্য , একতা আমি বজাই ৰাখিব পাৰিম। সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ জৰিয়তেএকতাৰ এনাজৰীডাল টনকিয়াল কৰাত যথেষ্ঠ সুবিধা হয়। গতিকে আমি এইটো দিশত গুৰুত্ব দিব লাগে। বৰাক উপত্যকাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বাস কৰে। আমি তাত বাস কৰা ক্ষু দ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে ধৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আর্থ সামাজিক, সামাজিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক দিশত বিকাশৰ বাবে সমানে কাম কৰিব লাগিব। ক্ষুদ্র যিবিলাক জনগোষ্ঠী যেনে- মাৰ জনগোষ্ঠী, বিষ্ণুপ্রিয়া জনগোষ্ঠী তেনেকুৱা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সামগ্রিক উন্নয়নৰ বাবেও নিশ্চয় ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰিব লাগিব। তেঁওলোকৰ ভাষিক, সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক দিশতো কাম কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভাই সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে। তাত এটা সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে- আমাৰ মাননীয় মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট সহায় কৰা বুলি জানিব পাৰিছো। আমাৰ প্রতিনিধিসকলেও যথেষ্ট সহায় কৰিছে। সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ যোগেদি আমাৰ একতাৰ এনাজৰীডাল সবল কৰাত যথেষ্ট সহায় হ'ব। যদি তাত সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ বাবে এটা চেন্টাৰ দিয়া যায় তেতিয়া হ'লে বৰাক বাসী ৰ লগতে পার্ব্বত্য জিলাৰ জনসাধাৰনৰ লগত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ ৰাইজৰ মাজত একতা আৰু ঐক্যৰ এনাজৰীডাল শক্তিশালী হ'ব।

(সভাপতিৰ আসনত মননীয় বিধায়ক শ্রী পবিন্দ্র ডেকা উপবিষ্ট)

শ্রী ৰমেন্দ্র নাৰায়ণ কলিতা (পশ্চিম গুৱাহাটী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি Stake-holder ৰ যি বৈঠক আহ্বান কৰিছিল তাত এটা পৰামর্শ দিছিল যে প্রয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ ইয়াত যি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী আছে তেওঁলোকে তাৰ মহাবিদ্যালয় ,বিশ্ববিদ্যালয় আদিৰ লগত সাংস্কৃতিক বিনিময় কৰাটো উচিত হ'ব বুলি ভাৰো। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ ছাত্র-ছাত্রীয়ে বৰাক উপত্যকা আৰু বৰাক উপত্যকাৰ ছাত্র-ছাত্রীয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ লগত যোগা-যোগ ৰাখি যদি সাংস্কৃতিক বিনিময় কৰে তেতিয়া গুৰিৰ পৰাই আমাৰ একতাৰ এনাজৰীডাল সুদৃঢ় হ'ব। এইক্ষেত্রত কিছু বিশেষ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো।

অধ্যক্ষ মহোদয়, শিলচৰত দেশভক্ত তৰুণ ৰাম ফুকন নামৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়

আছে। তাত বহু দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অসমীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব আহে। মই ভাৱো এই বিদ্যালয়খনত হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰিলে দূৰ-দূৰণিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলেও তাত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উপকৃত হ'ব আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ই এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰাক উপত্যকাত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ আছে, তাত যদি এখন কৃষি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া বৰাক উপত্যকাৰ মানুহখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰাক উপত্যকাত" চন বিল" নামৰ এখন বিল আছে। এই বিলখনৰ পৰিসৰ প্ৰায় 30 Sq. Km. আমাৰ ইয়াত থকা দীপৰ বিল খনতকৈও ডাঙৰ। এই বিলখনক যদি বৰ্তমান অৱস্থাৰ পৰা উন্নত কৰি এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিব পৰা যায় তেতিয়া হলে বৰাক উপত্যকাৰ বাবে এটা অন্যতম উল্লেখনীয় কামৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তাৰোপৰি এই বিল খনত যদি বিজ্ঞান সন্মত ভাৱে মাছ উৎপাদন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় তেতিয়াহ'লেও তাত যথেষ্ট সংখ্যক মাছ উৎপাদন কৰিব পৰা যাব বুলি মই ভাবো। আমাৰ মীন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি এইক্ষেত্ৰত এটা Composit Scheme লৈ বিল খনৰ উন্নয়ণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে , বৰাক অঞ্চলত যথেষ্ট উন্নয়ণ সাধন কৰিব পৰা যাব।

এই বৰাক উপত্যকাৰ বহু অঞ্চল বানপানীৰ কবলত পৰাৰ ফলত যথেষ্ট গড়াখহনীয়া হোৱা দেখা যায়। সেইবাবে কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু শিলচৰৰ অঞ্চল কেইটাক সামৰি যদি এটা মাষ্টাৰ প্লেন লৈ গড়াখহনীয়া ৰোধ কৰি উন্নয়নৰ হ'কে কাম কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তেতিয়া তাৰ নাগৰিক সকলে অর্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব বুলি মই ভাৱো।

ইয়াৰোপৰি লক্ষীপুৰ অঞ্চলটোত Agro-based Industry আৰু food processing Industry খোলাৰ যথেষ্ট scope আছে। গতিকে এই অঞ্চলৰ যি মহকুমা আছে তাত কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখিনিতে মই দুর্নীতি সম্পর্কত এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো। লক্ষীপুৰ চাব-ডিভিজনত মই এটা সময়ত এল,পি স্কুলৰ কমিটীৰ সভাপতি আছিলো। তেতিয়া মই আচৰিত হৈছিলো যেতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহ আহি মোক সোধে কিমান টকা লাগিব বুলি। তেওঁলোকে চাকৰিৰ বাবে ২লাখ, ৩ লাখ, ৪লাখ টকা দিব বিচাৰে মোক। টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পোৱা কথাটো তেওঁলোকে ভাবিব নোৱাৰে। আনকি কমিটীৰ সদস্য সকলেও চেয়াৰমেনক পইচা দিব লাগিব বুলি টকা সংগ্ৰহ কৰা মই গম পাইছিলো। সেইবাবে মই মোৰ বদনাম হ'ব বুলি কাকো চাকৰি নিদিলো। এজনকো চাকৰি নিদিয়াৰ বাবে হয়তো মোক বহুতে বেয়াও পাইছে। মই তেওলোকৰ মানসিকতাৰ কথা কবলৈ গৈহে কথাখিনি কৈছো। এতিয়া অৱশ্যে যথেষ্ট পৰিৱর্তন হৈছে। ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি আহিছে আৰু যথেষ্ট কামো হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে আমি বৰাক উপত্যকাখনক উন্নত,আধুনিক ৰূপত দেখা পাম। এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো।

সভাপতি (পবিন্দ্র ডেকা) ঃ ধন্যবাদ, এতিয়া শ্রী সুজাম উদ্দিন লস্কৰ ।

সুজাম উদ্দিন লস্কর (কাটলিছেড়া)ঃ পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, অধ্যক্ষ মহোদয় বরাকের সমস্যা গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি যে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। সভাপতি মহাশয় আপনি নিজে অবগত আছেন, আমাদের বরাকে তিনটি জেলা কাছাড়, হাইলাকান্দি, ও করিমগঞ্জ। এর মধ্যে বরাকের সবচেয়ে পিছ পড়া জেলা হাইলাকান্দি। বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাব, কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষি

পণ্যের বৈজ্ঞানিক ভাবে সরকারি তরফে সংস্করণের ব্যবস্থা না থাকায়, হাইলাকান্দি সহ গোটা উপত্যকার অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই হাইলাকান্দি সহ বরাক উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিকারি সমস্যাগুলো স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করব। হাইলাকান্দি জেলা এখনও দূর পাল্লার ট্রেনের মানচিত্রের বাইরে রয়েছে। শিলচর ও ভৈরবী রুটে অসম মিজোরাম একটি ট্রেন চলে। কিন্তু বর্তমান দিনে আমাদের গুয়াহাটি, দিল্লি গামী বা দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সাথে যোগযোগ করার কোন ট্রেন নাই । তাই লালা ও হাইলাকান্দি স্টেশনকে আপগ্রেড করে ভৈরবী থেকে হাইলাকান্দি হয়ে দূর পাল্লার ট্রেন শীঘ্রহ চালু করার জন্য জোরালো দাবি জানাচ্ছি। দুটা রাজ্যের মধ্যে ট্রেন চলে কিন্তু গুয়াহাটি আসার মতো কোন ব্যবস্থা নাই। বরাক উপত্যকার এক মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান হাইলাকান্দি জিলা স্থিত পাঁচগ্রাম পেপার মিলকে পুনুরুজ্জিবীত করা । করিমগঞ্জে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হচ্ছে। একটি মেডিক্যাল কলেজ শিলচরে আছে। হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ দুটি জেলার মধ্যে সোন বিল এলাকায় যাতে নতুন মেডিক্যাল কলেজ টি স্থাপন করা হয় তাহলে হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ দুটি জেলাই উপকৃত হবে। হাইলাকান্দি জেলার গ্রামাঞ্চলের জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের তিনশোর উপরে প্রকল্প আছে। জলপ্রকল্প গুলো থেকে বিগত এক বছর যাবৎ জল সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে না। সেগুলো যাতে অতি তাড়াতাড়ি চালু করে জলের ব্যবস্থা করা হয়। মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাই শীঘ্রই এইসব জল প্রকল্প গুলো চালু করার দাবি জানাচ্ছি। বরাকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে হাইলাকান্দি, কাছাড়, করিমগঞ্জে বহু চা বাগান আছে। তার মধ্যে হাইলাকান্দি জেলার ১৯ টি চা বাগান বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। রাস্তা ঘাট ও পাণীয় জলের সমস্যায় বাগানের চা শ্রমিকদের ভুগতে হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শ্রমিকদের মতো বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের মজুরি নিশ্চিত করা। বরাক উপত্যকায় গজিয়ে উঠা কয়লা ও সার সিন্ডিকেটের জন্য একদিকে চা শিল্প যেমন সংকটে তেমনি কালো বাজারের জন্য সারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হাইলাকান্দি সহ বরাক উপত্যকার কৃষকদের সংকটে ফেলেছে। তাই কয়লা ও সারের কালোবাজারি রোধ করার জন্য বিশেষ আর্জি জানাচ্ছি। হাইলাকান্দি সহ বরাক উপত্যকার অর্থনীতির মূল চাবি কাঠি হচ্ছে কৃষি কিন্তু সরকারি ভাবে এই কৃষি পণ্য সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই উপত্যকার তিনটি জেলায় একটি করে কোল্ড স্টরেজ স্থাপানের জন্য দাবি রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে শিলচর হাইলাকান্দি রোডে মাটিজুরিতে ধলেশ্বরী নদীর উপর একটি সেতু নির্মানের দাবি জানাচ্ছি। কেন না বর্তমানে সিঙ্গল লাইনের যে সেতু রয়েছে সেই সেতু টা রুগ্ন হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় অঘটন ঘটতে পারে। বিশেষ করে লালাছড়াতে ধলেশ্বরীতে আরে একটি সেতু নির্মান জরুরী হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ হাইলাকান্দির সীমান্তে জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে, ফলে মিজোরামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা মুশকিল হয়ে পড়েছে। এই জাতীয় সড়কের এই অংশটি দ্রুত মেরামতির জন্য দাবি জানাচ্ছি। এছাড়া কাটলিছেড়া বিধান সভা এলাকায় পূর্ত বিভাগ গ্রামীণ সড়কের অধীনে ২৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বিগত দশ বছর আগে অনুমোদন পেয়েছিল। ২ বছর কাজ হয়েছে আর এরই মধ্যে ২৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যে পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাস্তার ৫০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। এই অবস্থায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে দোষী আধিকারিক ঠিকাদারের শাস্তি দাবি করে বেহাল রাস্তাটির কাজ শেষ করার জোরালো দাবি জানাচ্ছি।মেডিক্যাল দুয়ারবন্ধ হয়ে অসম ও মিজোরামের একটি রাস্তা, সেই রাস্তার অবস্থাও

খুব খারাপ। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অধীনে আমার সমষ্টির ৮ টি রাস্তা এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। আমি বিগত বিধান সভায় দুই তিন বার এই সমূহ প্রশ্ন এনেছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রাস্তাগুলোর কাজ শুরু হয় নাই। কাটলিছেড়া সহ পুরো দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে বিদ্যুৎ সমস্যায় নাজেহাল মানুষ। কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের লাইন পৌছে গেলেও, লো-ভলটেজ আর লোডশেডিং এর জন্য নাজেহাল এই অঞ্চলের মানুষ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাটলিছেড়া বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে একটি সাব স্টেশনের দাবি রাখছি। দক্ষিণ হাইলাকান্দির সীমান্ত এলাকায় কাটলিছেড়া চালমার্স এইচ এস স্কুলের পরে আর কোন সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা জুনিয়র কলেজ নেই। ফলে উচ্চতর শিক্ষা থেকে এই এলাকার অনেক গরীব ছাত্র ছাত্রী বঞ্চিত থাকেন। তাই সীমান্ত এলাকায় থাকা মণিপুর হাইস্কুল ও ঘড়মূড়া কালীবাড়ি হাইস্কুলের সংগে এইচ এস স্কুল কিংবা জুনিয়র কলেজ নতুবা সিনিয়র সেকেণ্ডারি স্কুল স্থাপনের দাবি জানাচ্ছি। দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে পালইছড়াতে একটি মডেল ডিগ্রী কলেজ স্থাপনের জন্য টাকা বরাদ্দ হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি। মাটিকাটা ও এপ্রোচ রোডের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন। হাইলাকান্দির অর্থনৈতিক বিকাশে আনারস এবং পান চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দক্ষিণ হাইলাকান্দির উপজাতি পুঞ্জি গুলোতে মূলত আনারস ও পান চাষ হয়ে থাকে। কাটলিছেড়ার গারদপুঞ্জীর আনারস হাইলাকান্দির চাহিদা মিটিয়ে অন্য জেলায় চালান হয়। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে আনারস চাষীরা সেভাবে কোন মুনাফার মুখ দেখেন না। তাই কাছাড় জেলায় লক্ষীপুরের উৎপাদিত আনারসকে যেভাবে আর্ন্তজাতিক বাজার দেওয়ার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। ঠিক সেই ভাবে গারদপুঞ্জীর আনারসকে আর্ন্তজাতিক বাজারে পৌছাতে সরকার যেন পদক্ষেপ নেয়। সঙ্গে পানের রপ্তানীর ব্যাপারে যেন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। হাইলাকান্দি অসম মিজোরাম সীমান্ত সমস্য দীর্ঘ দিনের। অসমের প্রচুর জমি মিজোরাম সরকার জবর দখল করে আছে। এই জমি উদ্ধার ও দুদিন পর পর মিজো আস্ফালন বন্ধ করতে সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আর্জি জানাই। কাটলিছেড়াকে বিগত সরকারের আমলে মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করা হলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের কাজ শুরু হলেও তা রহস্যজনক ভাবে বন্ধ রয়েছে তাই কাটলিছেড়া ও কাটিগড়াকে পূর্ণাঙ্গ মহকুমা হিসাবে উন্নত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানাই। হাইলাকান্দিতে পূর্ত বিভাগ (বিল্ডিং) এর ডিভিশন কার্য্যালয় না থাকায় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাঘাত ঘটে। তাই শীঘ্রই হাইলাকান্দিতে এই বিভাগের ডিভিশন কার্য্যালয় স্থাপনের দাবী জানাই। বরাক উপত্যকার তিন জেলায় ১৯৯০ সালে সেটেলমেন্ট অপারেশন শুরু হয়। কিন্তু তালবাহানার পর ২০০৯ সালে করিমগঞ্জ জেলায় সেটেলমেন্ট অপারেশন শেষ হলেও এখন পর্যন্ত কোন রহস্যজনক কারণে হাইলাকান্দি ও কাছাড়ে সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হয়নি। এতে জমির নাম জারি হওয়া জমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ মানুষ হয়রানির মুখে পড়ছেন। তাই হাইলাকান্দি ও কাছাড়ে সেটেলমেন্ট অপারেশন শীঘ্রই শেষ করার দাবি জানাচ্ছি।

Hon'ble Speaker :-Try to conclude.

শ্রী সুজামুদ্দিন লস্কর (কাটলিছেড়া) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বরাকের উন্নয়নে তিন জেলার মধ্যে নতুন আরেকটি বিমান বন্দর ও শিলচরের ব্যস্ততম এলাকা প্রেম তলা পয়েন্ট থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত যানজট এড়াতে ফ্লাই ওভার নির্মানের জন্য আবেদন রাখছি। এছাড়া উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে ও উপত্যকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ ও পৃথক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদ গঠনের যে দাবি জানিয়ে আসছি তা

বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি। আরেকটি সমস্যা আমাদের যদিও ব্রজগেজ হয়েছে। ট্রেন গুয়াহাটি অভিমুখে আসে লামডিং হয়ে সেখানে যদি লামডিংকে বাদ দিয়ে ভৈরবী শিলচর রুটে চলা বর্তমান পেসেঞ্জার ট্রেন সপ্তাহে ৭ দিন নিয়মিত চালানো হোক। এখানে ট্রেন অনিয়মিত চালানোর জন্য যাত্রীরা বিপাকে পড়েন। বরাক উপত্যকা থেকে গুয়াহাটি অভিমুখে চলা সব ট্রেন মান্দারডিসা পাথরখোলা হয়ে চালানো হোক, লামডিং কে বাদ দিয়ে। তার জন্য তিন চার ঘন্টা সময় আমাদের বেঁচে যাবে। অসমের বাইরে কর্মরত বরাক উপত্যকার শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক। কর্ণাটক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বার বার শ্রমিক হত্যার রাস্তা বন্ধ করা হোক। মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়ে ধারাবাহিক শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করা হোক। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবি জানাই। ঘাড়মোড়া থেকে বরাক নদী অবধি কাটাখাল নদীর উভয় তীরের ডাইকের সব ভাংগনগুলোর স্থায়ী মেরামত করতে রিটেনশন ওয়াল দ্বারা স্থায়ী ও শক্ত কাজের ব্যবস্থা করা হোক। আংকাই লংকাই বাঁধের উপর নির্মিত সেতু সে অঞ্চলে বন্যার প্রধান কারণ সেতুর স্থলে বাঁধকে শক্তিশালী করে নির্মান করা দরকার। জেলার প্রত্যেক পানীয় জল প্রকল্পকে কার্য্যকরি করে তোলা হোক। বরাক উপত্যকার সড়কগুলোর স্থায়ী মেরামতি করা হোক। ধন্যবাদ।

Hon'ble Speaker :-Thank you. You can give the written speech, so that we can record it properly. **ইয়াৰ পিছত শ্রী ৰাজদ্বীপ গোৱালা, তাৰ পিছত ঋতু পর্ন বৰুৱা।**

শ্রী ৰাজদ্বীপ গোৱালা (লক্ষীপুর) ঃ- Hon'ble Speaker sir,

Hon'ble Speaker:- Just one minute. Actually I have received around list of 20 members. So, you have to try to conclude yourself. Otherwise it will be difficult. Minimum 10 and maximum 15 minutes.

শ্রী ৰাজদ্বীপ গোৱালা (লক্ষীপুর) ঃ– Hon'ble Speaker Sir, firstly I like to thank you from the bottom of my heart for the initiative you have taken. আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে প্রথম বার আমাদের এই অসম বিধান সভাতে বরাক উপত্যকার আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে । এই আলোচনাতে আমি বরাক বাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বরাক উপত্যকার আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে আপনি একটা ইনটারক্সন প্রোগ্রাম করছিলেন বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সঙ্গে। এই ইনটারক্সন প্রোগ্রামে আমি যদিও বিধায়ক হিসাবে বরাক উপত্যকাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। কিন্তু এই প্রোগ্রামে আমিও অনেক কিছু তথ্য শিখেছি। জানতে পেরেছি বরাক উপত্যকা সম্বন্ধে। এই অপরচুনেটির জন্য আমি আপনাকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ বরাক উপত্যকার সবথেকে বড় সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে যেটা আমরা জানি তা হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। আমাদের ১৫ জন বিধায়ক আছেন বরাক উপত্যকায়, সবার মুখে আপনি এই কথাটিই শুনবেন। বিশেষ করে ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডোরের যে প্রজেক্টটি সেটা শুধু বরাক উপত্যকার জন্য নয় সারা অসমের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বরাক উপত্যকার সাথে সাথে ডিমা হাসাও ও কার্বি-আংলং এর আর্থিক উন্নয়ন হবে যদি এই ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডোর প্রজেক্টটি যদি কমপ্লিট হয়। যদিও ব্রডগেজ হয়েছে কিন্তু প্রত্যেক মনসুন সিজনে ধসের জন্য ও অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বন্ধ হয়ে থাকে। তার জন্য ডাবল লাইনের প্রস্তাব এসেছিল ইনটারেক্সন প্রোগ্রামে। কিন্তু এই রুটে হয়ত সম্ভব হবে না। চন্দ্রনাথপুর

থেকে লংকা পর্যন্ত একটা অলটারনেটিভ রেলওয়ে লাইন যদি করা যায়, তখন আমাদের গুয়াহাটি থেকে শিলচরে প্রথম ট্রেন সার্ভিস চালু করা সম্ভব হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের এক্ট ইষ্ট পলিশি যেটা আছে, সেই পলিসিতে বরাক উপত্যকার উপরে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আমরা সবাই জানি আমাদের সাউথ এশিয়ান দেশের সাথে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে বরাক উপত্যকার মাধ্যমে যদি রোড ও রেলওয়ে কমিউনিকেশন সাউথ এশিয়ান দেশের সাথে করা যায়, তখন কিন্তু আমাদের বরাক উপত্যকা আর্থিক ভাবে অনেক উন্নত হবে। আর এই প্রজেক্ট টা কিভাবে করা যায় তার জন্য আমি সরকারকে নজর দিতে বলব। বিগত লোকসভা সেশনে আমাদের শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় একটা প্রস্তাব রেখেছিলেন। কলকাতা থেকে বাংলাদেশ হয়ে বরাকের যেটা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই রুট টা গিয়ে যদি আমাদের সাউথ এশিয়ান দেশ গুলোর সাথে যদি মিলে যায়, তখন কিন্তু আমাদের এই অঞ্চল অনেক উন্নত হবে। এয়ার ওয়ে যেটা আমরা সবাই জানি শিলচর এয়ারপোর্ট অনেক পুরনো এখন আপগ্রেডেশনের প্রয়োজন রয়েছে। এই লোক সভা সেশনে মাননীয় সিভিল এভিশিয়ন মন্ত্রী হার্দিপ সিং পুরী জী বলেছেন এয়ার পোর্টের প্রোপজাল আছে। কিন্ত রাজ্য সরকাবের আণ্ডারে রয়েছে। রাজ্য সরকার যদি লেণ্ড ও যাবতীয় ব্যবস্থা করে তাহলে নিউ গ্রীণ ফিল্ড এয়ারপোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করা যাবে। আমরা আশা করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যবস্থা টা নিশ্চয় করবেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তিনি প্রথমেই বরাকের কথা তার বক্তব্যতে তুলে ধরেন। ওয়াটার ওয়েজ টা খুব প্রয়োজন। বরাক নদী শুরু হয় আমাদের অসমের লক্ষীপুর কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে। ব্রিটিশ আমলে ওয়াটার ওয়েজের মাধ্যমে চা পাতা লক্ষীপুর ঘাট থেকে যেত। লক্ষীপুর ঘাটকে যদি আধুনিক ভাবে উন্নত করা যায় তাহলে শুধু বরাক নয়, আমাদের পাশের রাজ্য মণিপুর থেকেও আমরা অনেক কিছু বাইরে পাঠাতে পারব সস্তা রেটে। আমাদের গুয়াহাটি আসতে অনেক অসুবিধা হয় যার জন্য সরকার মিনি সেক্রেটারীয়েট স্থাপনের জন্য সরকার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই মিনি সেক্রেটারীয়েট অত্যন্ত জরুরী যেহেতু ডি সেন্ট্রালাইজেশন বিউরোক্রেসি এবং এডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেস যখন হবে তখন কাজের যে স্পীড আরও বেশি থাকবে এবং বরাক উপত্যকার জনগনেরও অনেক সুবিধা হবে। আমাদের বরাক উপত্যকায় অর্থনীতিতে সব থেকে বড় রোল প্লে করে টি ইনডাস্ট্রি। বিগত দিনে কাছাড় পেপার মিল ছিল যেটা এখন বন্ধ। এগ্রিকালচার, ফিসারি এই গুলো আমাদের বরাকের অর্থনীতিকে সব থেকে বেশি কনট্রিবিউট করছে। আমি আশা করছি যে কাছাড় পেপার মিল ও সুগার মিলের কথা অনেকে বলেছেন। টি ইনডাস্ট্রির কথা আমি বলব আজ অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার আমাদের বরাক উপত্যকাতে খুব কমই ভালো চা বাগান রয়েছে। তার মধ্যে একনম্বরে ছিল রোজকান্দি বাগান। কিছু দিন আগেই ওরা লক আউট নোটিশ জারী করে। অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। আজ সবথেকে বড় একটা চা বাগান যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আগামী দিনে কি হবে? এই বিষয়ের উপর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সরকারের। আপনারা পদক্ষেপ নেবেন কিভাবে টি ইনডাস্ট্রিকে বাঁচানো যায়। কারণ চা শিল্পের উপরই আমাদের বেশি সংখ্যক লোকেরা নির্ভর করছেন। সরকারের পক্ষ থেকে কি ভাবে আরও ভালো করা যায় চা শিল্পকে। বিগত সরকারের দিনে বা এই সরকারের দিনেও কিন্তু শ্রমিকদের হাজিরা এক হয়নি। আজ ব্রহ্মপুত্রের চা শ্রমিকরা ১৬৭ টাকা পাচ্ছেন। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকরা ১৪৫ টাকা পাচ্ছেন। অনেক সময় যখন আমরা বিভিন্ন প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলি তখন আমরা শুনি তারা বলে যে সরকারের এটি সি বাগানে যদি আলাদা ভাবে ওয়েজ দিচ্ছে , তাহলে কিভাবে প্রাইভেট বাগান গুলো দেবে। আমাদের এটি সি বাগান এখানে ১৬৭

ওখানে ১৪৫। আমি বলব সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হোক যে এটি সি গার্ডেন প্রথমেই যদি এক ওয়েজ দেওয়া শুরু করে তখন গিয়ে প্রাইভেট মেনেজমেন্টকে চাপ দেওয়া যাবে। মাননীয় রমেন্দ্র নারায়ন কলিতা বলেছেন যে আমাদের লক্ষীপুরের আনারস it is the most sweetest amid water content সব থেকে বেশি এই আনারসে। sugar content is very high. One of the most testiest pineapple এই বার প্রথমবার আনারস বাই রেফ্রিজেরেটেড ট্রাকের মাধ্যমে দুবাই গেছে। এখানে যদি একটা ফুড প্রসেসিং ইউনিট উইথ কোল্ড স্টোরেজ পি পি মোড হোক যদি সরকার পুরোপুরি না করে প্রাইভেট পাবলিক পার্টানারশিপে করা হয় তাহলে আনারসের যে ফারমিং ও ফার্মারদের অনেক সুবিধা হবে। কারণ দিনে দিনে আনারসের ফার্মিং কমে যাচ্ছে। যারা পাইনাপ্যাল চাষী ছিলেন তারা রাবার প্লেনটেশনের দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু রাবার প্লেনটেশনে মাটি অনেক খারাপ হয়ে যায়। আগামী দিনে আনারস চাষ হয়ত বা শেষ হয়ে যাবে। এরজন্য আজই যদি পদক্ষেপ নেওয়া যায় this is the right time এখানে আনারস চাষীদের যদি সুবিধা করে দেওয়া হয় , ফুড প্রসেসিং ও কোল্ড স্টোরেজ করা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। আমাদের অসম থেকে ফুড প্রসেসিং মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারে আছেন, উনাকে আমরা অনুরোধ করবো এইসবের মাধ্যমে একটা পদক্ষেপ যেন তিনি নেন। আমাদের একটা জয়েন্ট ভেনচার ছিল আদম টিলাতে। ও. এন. জিসি. আর ডি. এল. এফেব. এই প্লেনটি অনেক দিন থেকে বন্ধ ছিল। যে জায়গাতে গ্যাস টারবাইনও বানানো হয়েছে। এইটা আমার সমষ্টিতে আছে। সেটা অনেক দিন থেকে বন্ধ। সেটা কিভাবে রিভাইভ করা যায়, কেননা অনেক বড় একটা সেটআপ আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ - Since when it is closed actually.

শ্রী ৰাজদ্বীপ গোৱালা (লক্ষীপুর) ঃ From long time I think more than 10 years.

মাননীয় অধ্যক্ষ - Are that it was functional ?

শ্রী ৰাজদ্বীপ গোৱালা (লক্ষীপুর) ঃ It was functional initially. Then it is stop. এই প্লেনটা কি ভাবে আবার রিভাইভ করা যায় ।একটা বড় এখানে প্রোপারটি আছে। এই প্রোপারটি টা ডেমেজ হচ্ছে দিনে দিনে এটাকে কি ভাবে রিভাইভ করা যায় তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। শিক্ষার দিক দিয়ে আজ কলেজের ছাত্ররা ভর্তির জন্য আমাদের কাছে আসছেন। কারণ কলেজে অনেক সিট কমে গেছে। হায়ার এডুকেশন ইনিস্টিটিউশনের প্রয়োজন রয়েছে। এগ্রিকালচার ইউনির্ভাসিটির কথা বলা হয়েছে । আমি কংগ্রেচ্যুলিয়েট করব গত কালকেই your brother he was in the Chandrayan to Project আর এক জন আমাদের লক্ষীপুরের কয়লা পুলের জওহর নবদোয় বিদ্যালয় থেকে এইচ রাজীব সিং তিনিও একজন বিজ্ঞানী হিসাবে এই চন্দ্রায়ন টু প্রযেক্টে ছিলেন। উনাকেও আমি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই জওহর নবদোয় বিদ্যালয়ের প্রযেক্ট এডুকেশনে বড় একটা রিফর্ম ছিল এটা একটা ভিসন ছিল আমাদের লেট প্রাইমিনিষ্টার রাজীব গান্ধীজীর। এই জে এন বির মাধ্যমে কোয়ালিটি এডুকেশন পেয়ে অনেক ছাত্ররা উপকৃত হয়েছেন। আমাদের বরাক ভেলির প্রথম আই এস অফিসার এই নবোদয় বিদ্যালয় থেকে হয়েছেন। উনি এখন এডিশন্যাল এডিসি আছেন তিনসুকিয়াতে। এই জে এন বির যে কনসেপ্ট টা জওহর নবোদয় বিদ্যালয় যে একটা কোয়ালিটি এডুকেশন প্রোভাইড করছে গ্রামাঞ্চলের গরীব ছাত্রদের জন্য। প্রত্যেক জেলাতে একটাই আছে। রাজ্য সরকারও যদি এই ধরণের রেসিডেন্সিয়াল স্কুল করার পদক্ষেপ নেয় তাহলে আমি মনে করি এডুকেশন সেক্টরে

অনেক উন্নতি হবে। তার সঙ্গে স্পোর্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অনেক প্রয়োজন রয়েছে , অনেক টেলেন্ট রয়েছে। আমাদের বরাক উপত্যকা থেকে ওয়ালর্ড ফেনসিং চেম্পিয়ানশিপে কবিতা দেবি অংশ নিয়েছেন। ফুটবলে বা অন্যান্য স্পোর্টসে, বেডমিন্টনে আমাদের লক্ষীপুর থেকেই সারা অসম চেম্পিয়ান হয়েছেন সুরজ যাদব। অনেক স্কোপ আছে খেলায়। স্পোর্টিং ইনফ্রাক্সটাকচারের বিষয়ে আমি বলব, কি প্রথম পলো খেলা কিন্তু শিলচরে হয়েছিল। লালং গল্ফ ক্লাব এখানে আছে বহুত পুরনো। এই সমস্ত সম্পত্তি কিন্ত দিনে দিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে কি ভাবে রিভাইভ করা যায় সে দিকে নজর দিতে হবে। সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যেটা তা শুধু বরাকের নয়, অসমেরও সমস্যা সেটা হচ্ছে ফ্লাড এণ্ড ইরোশন। প্রত্যেক বার আমাদের হাজার হাজার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় এই বন্যা ও ইরোশনে। তার জন্য আমাদের পার্মানেন্ট সলিউশনের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কোর্স আমি মনে করি আমাদের অসমেও এখন আছে কিনা বিগত দিনে তো ছিলই না। এই রিভার ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর গুরুত্ব দিয়ে এই কোর্সটি যদি চালু করা হয় আমদের অসমে বিভিন্ন ইউনির্ভাসিটিতে তখন গিয়ে আমাদের নদীগুলোকে আমরা ভালো করে চেনেলাইজ করতে পারবো। আমরা দেখেছি যে সাউথ ইণ্ডিয়াতে জল শুকিয়ে গেছে । আমাদের অসমে এত ওয়াটার রিসোর্স আছে আমরা ভারতবর্ষকে ওয়াটার সাপ্লাই করতে পারি। যদি গ্যাস পাইপ লাইনের মাধ্যমে দিতে পারি, তাহলে জলও আমদের এত বেশি হয়, আমরা সেটাও দিতে পারি। ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে অনেক ভালো স্থল আছে । ট্যুরিজমকে উন্নত করা যাবে বিভিন্ন ওয়াটার পার্ট পি বি মোডে করা যায়। আমাদের তিনটা সমষ্টির মাঝে ভুবন পাহাড় আছে যেটা মহাদেবের একটা স্রাইং। এই পাহাড়কে যদি কামাখ্যা মন্দিরের মতো যদি ডেভেলপ্ট করা যায় তখন কিন্ত এখানে অনেক রিলিজিয়াস ট্যুরিজমও বাড়বে। খাসপুরে যেটা ডিমাসা রাজার কিংডম ছিল, মালেগড় ফোর্ট রনটিলা যেটা ১৮৫৭ একটা ইতিহাস আছে, এই গুলোকে যদি আমরা ভালো করে উন্নত করতে পারি তাহলে অনেক ভালো হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি সেক্টরে যে চাকরী গুলো হয় বিগত দিনে বলা হয়েছিল যে থার্ড গ্রেড এবং ফোরথ গ্রেড গুলো বরাক উপত্যকার যে পোষ্ট গুলো থাকবে, এখানে স্থানীয় ছেলেদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। এই চাকরি গুলোতে যদি আমাদের বরাক অঞ্চলের ছেলেদের প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা কমবে। আই টি সেক্টর যদি আমাদের এখানে গড়ে তোলা যায়, অনেক ছেলেরা বাইরে আছেন আমাদের রাজ্যে যদি এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার করা হয় তাহলে ছেলেদের বাইরে যেতে হবেনা। আমাদের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এখানে বাস করছে । আমাদের বিভিন্ন ট্রাইব রয়েছে, মার, রংমাই, রিয়াং, কুকি ,খাসী ও মনিপুরি সম্প্রদায়ের লোক আছেন। এই ট্রাইব মহিলারা অনেক বেশি ইকোনমির উপরে কাজ করেন। বিভিন্ন হেণ্ডলুমের উপরে উনারা কাজ করেন। হেণ্ডলুমের উপরে যদি আমরা ভালো করে দৃষ্টি দেই তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। কালচারেল এক্সচেঞ্জের কথা বলা হয়েছে। যদি আমরা স্কুল লেভেল, কলেজ ও ইউনির্ভাসিটি লেভেলে যদি কালচারেল এক্সচেঞ্জে আমাদের বিভিন্ন স্পোর্ট স্টাডি ট্যুর হয় বা এস্কারশনে অসমের বিভিন্ন জায়গায় যদি হয়, তাহলে মনে হয় ভালো হবে। শিলচরে অনেক বেশি আমাদের যে প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে মেডিক্যালের মাধ্যমে। মেডিক্যাল ট্যুরিজমের অনেক স্কোপ রয়েছে । মিজোরামের সঙ্গে অনেক সময় আমাদের ল্যাণ্ড ডিসপিউট হয় এগুলো যদি সমাধান হয় তাহলে আমি মনে করি ভালো হবে। আমাদের বরাক উপত্যকার মানুষের জন্য যদি একটা গেস্ট হাউস বানানো হয় তাহলে খুব সুবিধা হবে। আমাদের সুতারকান্দি ট্রেড

সেন্টাৰেৰ কথা বলা হয়েছে। যেটা উন্নত কৰাৰ অনেক স্কোপ এখানে ৰয়েছে। বিশেষ কৰে ভাষা শহীদ ষ্টেশনেৰ কথা কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ বলেছেন । আমৰা দেখেছি ভাৰত সৰকাৰ অনেক ৰেল ষ্টেশনেৰ নাম পৰিবৰ্তন কৰেছেন। মোগল সৰাই ষ্টেশনেৰ নাম পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় ষ্টেশন হয়েছে। ভাষা শহিদ ষ্টেশন টা বৰাক উপত্যকাৰ মানুষেৰ একটা দাবি সেইটা যদি অতি সত্বৰ কৰা হয় তাহলে আমি মনে কৰি একটা বড় দাবি আমাদেৰ পুৰণ কৰা হবে। আমি অনুৰোধ কৰব যে আমাদেৰ সৰকাৰে বৰাকেৰ একজন প্ৰতিনিধি আছেন মাননীয় পৰিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, আমি তাঁকে অনুৰোধ কৰব বৰাকেৰ উন্নয়ন যাতে তাৰ নেতৃত্বে হয়। তিনি যাতে নজৰ ৰাখেন আজ যে সাজেশন বা এডভাইজ দেওয়া হল সেগুলোৰ উপৰ। এই বলে আমি আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমাৰ বক্তব্য শেষ কৰছি। নমস্কাৰ।

শ্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত, মাননীয় মন্ত্ৰী, হস্ততাঁত শিল্প ইত্যাদিঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্ৰী ৰাজদ্বীপ গোৱালা ডাঙৰীয়াই Handloom project ৰ ওপৰত যিটো কথা কৈছে, এই সংক্ৰান্তত মই তেখেতক জনাব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে Handloom বিভাগে লক্ষীপুৰ সমষ্টিত যি সকল মণিপুৰী মহিলাই Handloom ৰ কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা Cluster Project লোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় ৩০০ গৰাকী মহিলাই একেলগে এই Cluster Project ত কাম কৰিব পাৰিব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ মই যদিও এতিয়া মাননীয় সদস্য মহেশ্বৰ বড়োৰ নাম কৈছিলো। যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সদনত উপস্থিত আছে আৰু আজিৰ আলোচনাটোত তেখেতেও কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছে। It is not an answer but he wants to share some views with all. So I request Hon'ble Chief Minister to share his views on Speaker's Initiative.

শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি বৰাক উপত্যকাৰ আৰ্থ-সামাজিক দিশটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে যি Speaker's Initiative ৰ দ্বাৰা বিধান সভাৰ মজিয়াত বিশেষ আলোচনাৰ আয়োজন কৰিলে , তাৰ বাবে বিশেষভাৱে মই আপোনাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সকলোৱে অসমৰ মানচিত্ৰৰ ৩৩ খন জিলাত বসবাস কৰা বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পৰ্বত-ভৈয়াম সকলো লোকৰ প্ৰতি সমান্তৰালভাৱে দায়বদ্ধ আৰু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। সেইবাবে আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰো যে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠী, ভাষা-ভাষী আৰু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকে যদি সমান্তৰালভাৱে অগ্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িবৰ বাবে সুবিধা পায় আৰু সকলোৱে মৰ্য্যদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ সুবিধা লাভ কৰে তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰৰ মূল্যবোধ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু গণতন্ত্ৰৰ সৌন্দৰ্য্যতা বৃদ্ধি পাব। আজি এই মূহূৰ্ত্তত মোৰ বিশেষভাৱে ভাল লাগিছে যে মই ২০১২ চনত যেতিয়া বৰাক উপত্যকালৈ গৈছিলো, তেতিয়া বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলো। মই নিজেও শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই, চাহ বাগিচা, গ্ৰাম্যাঞ্চল, বিভিন্ন পঞ্চায়তলৈ গৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰিছিলো আৰু তাত তেতিয়া ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিছুমান কথা কৈছিল আৰু মনৰ ভিতৰত থকা সঞ্চিত ক্ষোভ বিলাকো উজাৰিছিল। মনৰ বেদনা ব্যক্ত কৰিছিল। মই সুধিছিলো তেওঁলোকে কিয় গুৱাহাটীলৈ গ'লে অসমলৈ যোৱা বুলি কয়? আপোনালোকে তেতিয়া বৰাক উপত্যকাৰ অসমৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি নাভাৱে নেকি? তেখেতসকলে ক'লে যে অতদিনে আমাক সেইটো ধাৰণাৰ মাজেৰে জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশৰ এটাৰ বাতাবৰণ দিছপুৰৰ পৰা প্ৰদান কৰিছে। সেইবাবে আমি ভাৱো যে আমি এনেধৰণে আমাৰ

ইচ্ছাবিলাক ব্যক্ত কৰিব লাগে বা আমি সেই ধৰণে ভাবি জীৱন-নির্বাহ কৰাৰ কথা ভাবিছো। এই কথাটো অত্যন্ত চিন্তনীয় কথা। কাৰণ অসমৰ বুকুত বসবাস কৰি এটা অঞ্চলৰ লোকে যদি তেনেধৰণৰ ভাৱধাৰা ব্যক্ত কৰে সেই কথাটো আমি প্রত্যেক গৰাকী বৃহত্তৰ অসমৰ সতি-সন্ততিয়ে গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা উচিত। মই তেতিয়া বৰাক উপত্যকাৰ বহুতো জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিজীৱিৰ লগত কথা পাতিছিলো। বার্তলাপ কৰোতে তেখেতসকলে কৈছিল দিছপুৰে যেনেধৰণে বৰাক উপত্যকাৰ মানুহক আকোৱালি লোৱাৰ মানসিকতা পোষণ কৰিব লাগিছিল, সেই হিচাপে আমাক আকোৱালি লোৱা নাই। যাৰ বাবে বৰাকৰ লোকসকলে নিজকে বহু দূৰৈত বুলি ভাৱিবলৈ বাধ্য হৈছে। গতিকে আগন্তুক দিনত যদি দিছপুৰে সেই অঞ্চলৰ খাটি খোৱা কৃষক ৰাইজক আকোৱালি লোৱাৰ নিমিত্তে প্রয়াস কৰে আৰু বিভিন্ন বাস্তৱ সন্মত পদক্ষেপৰ দ্বাৰা মানুহৰ হৃদয় জয় কৰাৰ নিমিত্তে যদি প্রয়াস কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে সেইখন সমাজে বৃহত্তৰ বৰাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাৰ-ভৈয়ামত বসবাস কৰা সমাজখন শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্রত স্বতঃস্ফুর্তভাৱে আগবাঢ়ি যাব। অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত, আপোনালোক সকলোৰে সহযোগত মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে কার্য্যনির্বাহ কৰাৰ সুবিধা পালো। ইয়াৰ পূর্বতেও অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগ আৰু আর্শীবাদতত যেতিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিচাপে কার্য্যনির্বাহ কৰিছিলো, তেতিয়াৰ পৰা এটা কথা মনত পুহি ৰাখিছিলো যে যদি সুযোগ লাভ কৰো তেন্তে দুয়োখন সমাজকে একেলগ কৰাৰ বাস্তৱ সন্মতভাৱে প্রয়াস নিশ্চয় কৰিম। সেইটো কথাৰে নহয়, কামেৰে মানুহৰ হৃদয়ত প্রৱেশ কৰাৰ পথ নির্মাণ কৰিব লাগিব। আজি মোৰ ভাল লাগিছে যে বৰাক-ব্রহ্মপুত্র এই দুয়োখন সমাজেই আজি একেলগে আধুনিক অসম নির্মাণ কৰাৰ যাত্রাত স্বতঃস্ফুর্তভাৱে সংকল্পবদ্ধ আৰু ঐক্যবদ্ধ। মই ভাৱো এইটো এটা আমি সকলোৱে লোৱা প্রচেষ্টাৰ ফলশ্রুতি। আমাৰ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্র মোদী ডাঙৰীয়াৰ নীতি হৈছে- 'সৱকা সাথ, সৱকা বিকাশ আৰু সৱকা বিশ্বাস'। অর্থাৎ সকলোকে লগত লৈ সকলোৰে উন্নতিৰ বাবে প্রয়াস কৰি সকলোৰে বিশ্বাসৰ পাত্র হিচাপে নিজকে গঢ়ি তোলাৰ প্রয়াস কৰিব লাগে। আজি সেই নীতিক বাস্তৱায়িত কৰাৰ নিমিত্তে আপোনালোক সকলোৱে দায়বদ্ধতাৰে এইখন চৰকাৰৰ যোৱা তিনি বছৰৰ কার্য্যকালত যিখিনি কাম আপোনালোকে বিভিন্ন স্থানত লৈছে, সেইবাবে হয়তো দুয়োখন সমাজে আজি একাকাৰ হোৱাৰ পথত। আমি অসমক ভাৰতবর্ষৰ বুকুত অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নত শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়িতোলাৰ লক্ষ্য স্থাপন কৰিছো এইখন চৰকাৰ সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পথত। মই ভাৱো আমাৰ ১২৬ গৰাকী বিধায়কে যদি সেই মানসিকতাৰে 'সৱকা সাথ, সৱকা বিকাশ আৰু সৱকা বিশ্বাস' নীতিৰ দ্বাৰা আমি অগ্রসৰ হওঁ, নিশ্চিতভাৱে আমি কেৱল ভাৰবর্ষৰ বুকুতে নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰ বুকুত জাকত-জিলিকা ৰাজ্য হিচাপে নিজকে প্রতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। কাৰণ এইখন ৰাজ্যত ইমান সম্পদ সম্ভাৱনাৰ শক্তি আছে। বৰাক-ব্রহ্মপুত্র দুখন বৃহৎ নদী আৰু ইয়াৰ উপ-নদী সমূহত বহুত জলসম্পদ আছে। ইয়াৰ উপৰিও ডাঙৰ ডাঙৰ ঐতিহাসিক বিল আছে, ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক স্থল আৰু ভূমি আছে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আছে আৰু উন্নত সাংস্কৃতিক সমাজ আছে, সামাজিক পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধ আছে। গতিকে মই ভাৱো যে এইখন অসমক কোনো যুক্তিতে ভাৰতবর্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগত তুলনা কৰিলে, আমি পিছপৰা ৰাজ্য হিচাপে আমাৰ পৰিচয় যাতে সীমিত হৈ নাথাকে। ইয়াৰ বাবে আমি সকলোৱে গভীৰ চিন্তাৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব। আজি মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ প্রচেষ্টাত যি আলোচনা বিধান সভাৰ মজিয়াত আৰম্ভ হৈছে এই আলোচনাত মই বিশেষ

বক্তব্য নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ চৰকাৰে লোৱা সকলো কার্য্যসূচী আৰু পদক্ষেপৰ সন্দর্ভত আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত। বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি আমি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত লৈছো Mini Secretariat প্রতিষ্ঠা কৰাৰ। ইয়াৰ প্রধান কাৰণ এইটো যে যাতে আজিৰ যুগটো হৈছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৰণ De-centralisation of power. অর্থাৎ জনসাধাৰণে যাতে কম সময়ৰ ভিতৰতে চৰকাৰৰ পৰা উন্নত মানদণ্ডৰ সেৱা পাবলৈ সক্ষম হয়, তাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি, জনসাধাৰণৰ সুবিধা-অসুবিধাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি আজি বৰাক উপত্যকাত Mini Secretariat প্রতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এইখিনি কাম যথেষ্ট আগবাঢ়িছে। এই কামক সফল ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্রত মই বৰাক উপত্যকাৰ প্রত্যেকজন জন প্রতিনিধিৰ সহযোগিতাৰ আশা কৰিছো। কাৰণ Mini Secretariat নির্মাণ হৈ উঠাৰ পাছত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা প্রায় ৪০ লাখ লোকৰ বহুখিনি অসুবিধা আতঁৰ হ'ব। বহুতো কাম তেওঁলোকে বৰাক উপত্যকাতে সম্পূর্ণ কৰিব পাৰিব। আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে ৰাজধানীলৈ আহিব লগা হ'লে বহু টকা ব্যয় কৰিবলগা হয়। গতিকে আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ যাতে এইখিনি অসুবিধা নহয়, ছাত্র-ছাত্রী সকলৰ যাতে এনেকুৱা অসুবিধা নহয় তাৰবাবে আমি Mini Secretariat প্রতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছো । ইয়াৰ উপৰিও বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমি দক্ষিণ পূৱ এছিয়াৰ বহু ৰাষ্ট্রৰ সৈতে কম সময়ৰ ভিতৰত যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হ'লে তাত যদি আমি এটা Green Field Airport নির্মাণ কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে ভৱিষ্যতে অসমৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্রত বহুত সুবিধা হ'ব। আমিও দক্ষিণ পূৱ এছিয়াৰ অন্যতম শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে নিজকে প্রতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছো, বিভিন্ন ক্ষেত্রত যেনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি , পর্য্যটন, ক্রীড়া, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এই সকলো খণ্ডতে আমি জাকত জিলিকা সমাজ হিচাপে নিজকে প্রতিষ্ঠা কৰাৰ যিটো লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছো, যাৰবাবে আমি আমাৰ কার্য্যকালতে নমামি বৰাক, নমামি ব্রহ্মপুত্র অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছো।

এই উৎসৱ সমূহৰ প্রধান লক্ষ্য হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ বুকুত লুকাই থকা সম্পদ, সম্ভাৱনা আৰু শক্তি উঠি অহা প্রজন্মৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ নিমিত্তে প্রয়াস কৰিছো আৰু আমাৰ প্রতিখন সৰু-বৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিখিনি বৈচিত্রময় কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু আমাৰ মূল্যবোধৰ পৰম্পৰা আছে এই কথাখিনি যাতে উঠি অহা চামটোৱে বিশেষভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো জাতি-জনগোষ্ঠী, ভাষা-ভাষী আৰু ধর্মাৱলম্বী লোকসকলৰ সহযোগত সফলভাৱে নমামি ব্রহ্মপুত্র, নমামি বৰাক দুয়োটা কার্য্যসূচী সফলভাৱে আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্রত জনসাধাৰণৰ স্বতঃস্ফুর্ত সঁহাৰি বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছো। এই দুয়োটা কার্য্যসূচীত যিবিলাক সাহিত্য ৰচনা কৰা হ'ল সেইবিলাক যদি আপোনালোকে চকু ফুৰাই চায় তেতিয়া দেখিব আমাৰ সমাজখনত কিমান শক্তি আৰু সম্ভাৱনা লুকাই আছে।

To discover Assam in the truest sense, অসমক আবিষ্কাৰ কৰাৰ যিটো যাত্রা, তাত আমি নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। যদিওবা আমি নিজকে অসমৰ সন্তান হিচাপে দাবী কৰো তথাপিও বহু কথা আমি আজিও উমান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উমান পাবলৈ সক্ষম হ'বলৈ হ'লে বিভিন্ন সৰু-বৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত লুকাই থকা পৰম্পৰা তথা শক্তিবিলাকক যদি আবিষ্কাৰ কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহলে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদিহে সম্ভৱ। কাৰণ ব্রহ্মপুত্রৰ উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰত থকা ২১ খন জিলাত এই কার্য্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু বৰাকতো ঠিক তেনেদৰে কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰত যেতিয়া এই কার্য্যসূচী সুন্দৰভাৱে ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। তেতিয়া আমি বহু নজনা কথা জানিবলৈ সক্ষম

হলো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ একো একোটা গুৰুত্বপূর্ণ উৎসৱে কেনেধৰণে সমাজখনক একাকাৰ কৰে এই কথা বুজা যায়। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এই দুয়োটা কার্য্যসূচীতে মহামান্য ৰাষ্ট্রপতি মহোদয়ে পদার্পণ কৰি দুই উপত্যকাৰ ৰাইজক যেনেধৰণে সম্বোধন কৰিলে আৰু লগতে আন কেইবাগৰাকী ৰাজ্যপালেও দুয়োটা কার্য্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰি আমাক যেনেদৰে উদ্বুদ্ধ কৰিলে সেইটো আমি পাহৰা উচিত নহয়। আমাৰ প্রাক্তন ৰাষ্ট্রপতি প্রনৱ মুখার্জী ডাঙৰীয়া, বর্তমানৰ মাননীয় ৰাষ্ট্রপতি ৰামনাথ কবিন্দ ডাঙৰীয়া আৰু দালাই লামা ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ বহু মহান লোক মহামান্য ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত দুয়োটা কার্য্যসূচীৰ সফল ৰূপ দিয়া হ'ল। লগতে জনসাধাৰণে যেনেকৈ এই দুটা কার্য্যসূচীক সফল কৰি তুলিলে তাত মই নিজে অভিভূত হৈ পৰিছো। পূর্বতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা নাছিলে। এই দুটা কার্য্যসূচীত জনসাধাৰণে যেনেকৈ সহযোগ কৰি সফল ৰূপ দিলে সেইবাবে মই বিশ্বাস কৰো যে এইখন সমাজত বহু শক্তি লুকাই আছে। This positive quality of our people must be appreciated and this must be considered as our source of strength, energy, wisdom and dedicated power. গতিকে মই ভাৰো এইখিনি হৈছে বৰাক ব্রহ্মপুত্র পাহাৰ ভৈয়ামত লুকাই থকা শক্তিৰ নমুনা। এই শক্তিক লৈ বিশ্ব জয় কৰাৰ নিমিত্তে আমি অগ্রসৰ হ'ব লাগিব। এই শক্তিৰ দ্বাৰা উঠি অহা প্রজন্মক আমি উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু তেখেত সকলৰ দক্ষতা, যোগ্যতা, দৃঢ়তা, একাগ্রতা, নির্ভীকতা আমি জগাই তুলিব লাগিব। গতিকে অসমৰ বুকুত কিমান শক্তি লুকাই আছে সেইবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ এতিয়াও বহু বাকী। সেইকাৰণে মই SITA ক অনুৰোধ জনাইছো। Dicovery of Assam ৰ এটা বিশেষ প্রজেক্ট তেওঁলোকক দিছো। মই তেখেতসকলক কৈছো যে আমাৰ অসমৰ ৩৩ খন জিলাৰ বিভিন্ন সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত পৰম্পৰাগত কিমান দক্ষতা, শক্তি, মূল্যবোধ লুকাই আছে এই গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰি পোহৰলৈ আনক যাতে আমি বিশ্বৰ ৭০০ কোটি জনতাক অসমৰ বুকুত থকা শক্তি, সম্ভাৱনা, সম্পদৰ সন্দর্ভত উচিতভাৱে অৱগত কৰিব পাৰো।

মই ভাৰো এই মানসিকতাৰে আগন্তুক দিনত আমি শাসক -বিৰোধী সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে অসমৰ ৩ কোটি ৩০ লাখ মানুহৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু দায়বদ্ধ। ৰাইজে আমাক জনপ্রতিনিধি হিচাপে নির্বাচিত কৰিছে আৰু আমি জীৱনৰ সুবর্ণ সুযোগ লাভ কৰিছো। এই সুযোগটো আমি সদ্ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তেতিয়া আমাৰ ৰাইজে সদায়ে মনত ৰাখিব কাৰণ ভাল কামৰ মৃত্যু নাই। ভাল কাম যুগে-যুগে অমৰ। গতিকে আমি সেই ভাল কামৰ গৰাকী হোৱাৰ নিমিত্তে প্রত্যেকে প্রয়াস কৰিব লাগিব। মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আপোনাৰ যি মহৎ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ বাবে ফলপ্রসূ হ'ব আৰু বৰাক উপত্যকাৰ জনগণেও আগন্তুক দিনত গুৰুত্বপূর্ণ অসম নির্মাণ প্রক্রিয়াত ভূমিকা গ্রহণ কৰিব। এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস।

কৰিমগঞ্জত এখন Medical College ও প্রতিষ্ঠা হ'ব। কিছুসময় আগতে Parliamentary Affairs Minister আৰু মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগতে বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্ত, তেখেতসকলে মোক মনত পেলাই দিলে যে যেতিয়া চিপাহী বিদ্রোহ হৈছিল তেতিয়া ২৬ গৰাকী লোকে আত্মবলিদান দিছিল কৰিমগঞ্জত জিলাত। গতিকে সেই জিলাখনৰ এটা ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে। সেইবাবে আগন্তুক দিনত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত প্রস্তাৱ দিম যে যেনেদৰে ৱাঘা বর্ডাৰত প্রতি সন্ধিয়া পেৰেড হয় আৰু দেশ বিদেশৰ পর্য্যটকে আহি পাকিস্তান

আৰু ভাৰতৰ সেই সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পেৰেড উপভোগ কৰে যাৰবাবে এই ৰাঘা বৰ্ডাৰটোৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি উঠিছে, ঠিক তেনেধৰণে আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ কৰিমগঞ্জ জিলাতো এই ২৬ গৰাকী বীৰ স্বহীদৰ স্মৰণৰ নিমিত্তে তেনেধৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তৰ্জাতিক পৰ্য্যটনৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো। তাৰবাবে আমাৰ ১২৬ গৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে অসমৰ ৩ কোটি ৩০ লাখ লোকৰ হৈ ভাৰত চৰকাৰক এক প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিম। আমাৰ লক্ষ্য সীমামূৰীয়া জিলাকেইখনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অৱস্থা টনকীয়াল কৰা। কেৱল কৰিমগঞ্জ বুলিয়েই নহয়, মই দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ এই সকলোবিলাকৰ কথা কৈছো। মানকাছাৰত যেতিয়া মই প্ৰথম গৈছিলো আৰু তাত এনিশা আছিলো, তাত যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা নাছিল। তাত বহু কাম কৰিবলীয়া আছে। গতিকে মই থিৰাং কৰিলো যে যদি কম সময়ৰ ভিতৰত আন্তৰ্জাতিক পৰ্য্যটক সকলে এই জিলা ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে তাত যাতায়ত ব্যৱস্থা সুচল কৰিব লাগিব। তাৰবাবে তাত Heli-port নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো। আমাৰ আজিজ ডাঙৰীয়াই গম পাব যে ইতিমধ্যে তাত তিনিটাকৈ Helipad নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু চাৰ্কিট হাউচৰ বাবেও তাত আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছে। আমাৰ লক্ষ্য আগন্তুক দিনত যাতে এই আৰ্ন্তজাতিক সীমামূৰীয়া জিলা কেইখনৰ আন্তঃগাঁথনি অৱস্থাটো শক্তিশালী হয়। ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে সমান্তৰাল ভাৱে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আমি কোন ঠাইত কোন দলৰ বিধায়ক আছে কোনোদিনে চোৱা নাই। Our concern for the over all development of the state of Assam. সেইকাৰণে আমি বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম একাকাৰ কৰি এইখন সমাজক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ এতিয়া শ্ৰী মহেশ্বৰ বড়ো।

শ্ৰী মহেশ্বৰ বড়ো (কালাইগাওঁ) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰাক উপত্যকাৰ গোটেই আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ণৰ দিশত সেই এলেকাৰ বহুজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে তেওঁলোকৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিলে। এই সংক্ৰান্তত মই বিশেষ ভাৱে ক'বলৈ বিচৰা নাই। পাৰটিকুলাৰলি এটা বিষয়ৰ ওপৰত মই সদনত বক্তব্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাতে কিছুমান সৰু সৰু জনজাতিৰ লোক বসতি কৰি আছে। যেনে— ৰিয়াং, মাৰ, খাঁচী, ৰেংমাই তেওঁলোকৰ আৰ্থসামজিক যি অৱস্থা আমি ট্ৰাইবেল বিধায়ক হোৱা হেতুকে সময়ে সময়ে আহি আমাৰ ট্ৰাইবেল মিনিষ্টাৰ, ট্ৰাইবেল বিধায়ক সকলক তেওঁলোকে লগ কৰি আহে, তেওঁলোকৰ দুখ বিলাক আহি আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। এইটো অত্যন্ত দুখঃজনক। অতি দুখৰ বিষয় যে আজিৰ তাৰিখত কেৱল বঞ্চিতই হৈ থাকিব লগীয়া হৈছে। এই জনজাতীয় লোকসকলে মুখ্যতঃ ফৰেষ্ট এলেকাত বসতি কৰে। আজিলৈকে লেণ্ড ৰাইট, লেণ্ড চার্টিফিকেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। য'ত Forest Act পৰ্য্যন্ত আছে, এই এক্টৰ অধীনত তেওঁলোকক মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ নিশ্চয় ব্যৱস্থা আছে। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ বসতি অঞ্চলৰ ৰাস্তা-পদূলিৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়, বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা, ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ভাল শিক্ষানুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে এই দিশ বিলাক নিশ্চয় আমাৰ চৰকাৰে চোৱাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাৱো। অৰিজিনেলী বৰাক অঞ্চল জনজাতি সকলৰে অধিকৃত অঞ্চল আছিল। বৰ্তমানৰ এই অৱস্থাত তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক ভাৱেই হওঁক যথেষ্ট ভাৱে বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। মই ভাৱো নিশ্চয় এই চৰকাৰৰ আমোলত তেওঁলোকে যাতে যথেষ্ট সহায়, সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছো। বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাৰ

জনপ্রতিনিধি সকলৰ প্রতি কিছু লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণৰ ক্ষেত্রত কিছু সহায় আগবঢ়াবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। ৰিয়াং সকলে তেওঁলোকৰ জীৱন নির্ব্বাহৰ কাৰণে, নিজৰ অস্বিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে অস্ত্র তুলি সংগ্রাম কৰিছিল। কিন্তু আজি তাত এই সংগ্রামৰ কোনো সমাধান নহ'ল। গতিকে তেওঁলোকক ভাল চকুৰে চাবৰ বাবে আশা কৰিলো আৰু অসম বাসী হিচাবে আমি যিখিনি সুযোগ-সুবিধা পাই আছো সেইখিনি তেওঁলোকেও পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল হয়। তাৰ বাবে মই আজি এই বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ দিশত যি আলাপ-আলোচনা হৈছে তাতে এই সৰু সৰু জনজাতি সকলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত যাতে মূখ্য ভূমিকা লয় তাৰবাবে মই অনুৰোধ জনাইছো। শিলচৰত ৰেংমাই সকলৰ কিছু বসতি প্রধান অঞ্চল আছে। তাত গোটেই টাউনৰ লেতেৰা আৱর্জনা সমূহ পেলোৱা হয়। এনেকুৱা দূর্গন্ধময় অৱস্থাত তেওঁলোক জন্তুৰ দৰে বসবাস কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইক্ষেত্রত নিশ্চয়কৈ যাতে চৰকাৰে নজৰ ৰাখে আৰু তেওঁলোকৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণৰ ক্ষেত্রত গুৰুত্বসহকাৰে কাম কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো। তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিত বসবাস কৰি আছে। কোনো ধৰণৰ মাটি প্রদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে সেইখিনি ব্যৱস্থা সোনকালে কৰি তেওঁলোকক উন্নয়ণৰ দিশত আগবাঢ়ি অহাত যাতে সহায়-সহযোগ আগবঢ়ায়। তেওঁলোকে যি অৱস্থাত বসবাস কৰি থাকিব লগীয়া হৈছে, ভৱিষ্যতে যাতে সেইখিনিৰ পৰা ওলাই অহাৰ বাবে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ এতিয়া শ্রী নিজামউদ্দিন চৌধুৰী।

নিজামুদ্দিন চৌধুরী, (আলগাপুর) - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে আপনার মাধ্যমে আমার আলগাপুর সমষ্টির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির কথা তুলে ধরছি। আমার প্রথম প্রস্তাবটি আলগাপুর সমষ্টির অন্তর্গত নারায়নপুরে কাটাখাল নদীর উপরে একটি সেতু নির্মান হয়েছিল। ২০১৩ সালে কংগ্রেস সরকারের আমলে এই সেতুটির নির্মান কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সেতুর কাজ শেষ হয় নাই। তাই আমার অনুরোধ যে এই সেতুর কাজ যদি শীঘ্রই শেষ করা হয় তাহলে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। পাঁচগ্রাম বালিকান্দি রাস্তা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অধীনে, কিন্তু বিগত ছয় বছর হয়ে গেছে সেই রাস্তার কাজ বন্ধ আছে। তাই খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই রাস্তার কাজ শুরু হয় সেই অনুরোধ রাখলাম। নেশন্যাল হাইওয়ে ধলেশ্বরী থেকে ভৈরবী পর্যন্ত ৫৪ নং জাতীয় সড়ক, সেই সড়কের অবস্থা খুবই বেহাল। এক মাসের ভেতরে আমার সমষ্টি তে কমপক্ষে ৪ বার দূর্ঘটনা ঘটেছে। ২ জন মানুষ মারাও গিয়েছে। তাই সেই ধলেশ্বরী থেকে ভৈরবী সড়কের মেরামতি করার জন্য অনুরোধ রাখছি। আমার বিধান সভার সমষ্টির বরাক নদীর উপরে কালিনগর একটা জি পি আছে। সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী কালি মন্দির আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি । আমার ঘরের থেকে তিন বা চার কিলোমিটার দূর হবে। কিন্তু বরাকের ভাঙ্গনে সেই মন্দির ভেঙ্গে যাবে। সেইজন্য খুব শীঘ্রই সেই মন্দিরের প্রটাকসন দিতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপুনি অকল সমষ্টিৰ কথাকে ক'বনে বৰাক ভেলীৰ কথা ক'ব?

শ্রী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ ক'ব কিন্তু আমাৰ সমষ্টিৰ কিছু অসুবিধা আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ঠিক আছে সমষ্টিৰ কথা কেইটা আপুনি বোধকৰো লিখি আনিছে।

শ্রী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ লিখি আনা নাই, কিছু বিষয়টো লিখিছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ সমষ্টিৰ কথা অকলে কৈ থাকিলে বেয়া দেখিব নহয়, আপোনাৰ সমষ্টিৰ

কথাও include হ'ব, কিন্তু অকল সমষ্টিৰ কথাকে কলে নহয়।

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সমষ্টিত কিছু অসুবিধা আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ঠিক আছে আপোনাৰ যি কেইটা অসুবিধা আছে এটা এটাকৈ কওঁক।

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ আমাৰ সমষ্টিৰ ওপৰে বৰাক নদীটো গৈছে আৰু এই বৰাক নদীৰ লগত সৰু তিনি চাৰিটা নদীৰ যোগাযোগ আছে। সেই কাৰণে আমাৰ বহুত সমস্যা হৈছে। যোৱা বানপানীৰ সময়ত যিবিলাক মথাউৰী ভাঙিছিল আজি পর্য্যান্ত সেই বিলাক মেৰামতি কৰা হোৱা নাই। সেইটোৰ কাৰণে বহুত সমস্যা জৰজড়িত মোৰ সমষ্টিত এইবাৰে যি বানপানী হৈছে হাইলাকান্দি জিলাৰ মধ্যে, তিনিটা সমষ্টিৰ মধ্যে তাৰে বেছিভাগ ঠাই মোৰ সমষ্টিৰ। এইটোৰ কাৰণে মই আপোনাৰ জৰিয়তে মন্ত্রী মহোদয়ৰ দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিব বিচাৰিছো যে মোৰ সমষ্টিৰ যিমান মথাউৰী ভাঙি আছে এইবিলাক ভাল কৰাৰ বাবে শীঘ্রে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব লাগে। কাৰণ মোৰ সমষ্টিটো অলপ বানপানী গ্রস্থ সমষ্টি। আৰু এটা অসুবিধা আছে, মোৰ সমষ্টিত এটা সৰু নদী আছে। যিটো নদীৰ কাৰণে এতিয়াও ৩/৪ টা মোৰ সমষ্টিৰ গাওঁপঞ্চায়ত পানীৰ তলত আছে। যিয়ে ২০ বা ৩০ বিঘা খেতি মাটি নষ্ট কৰিছে। সেই কাৰণে আমি আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক লৈ গোটেই সমষ্টিটো পৰিভ্রমণ কৰিছো। আৰু এইক্ষেত্রত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্রীকো অনুৰোধ কৰিছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ জলসম্পদ মন্ত্রী, কথাটো আপোনাক কৈ আছে, গতিকে কথাটো আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁক।

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ গতিকে আমাৰ জলসম্পদ মন্ত্রীয়ে আমাক যিবোৰ নদীয়ে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে সেই সমস্যা নোহোৱা কৰি দিব লাগে। মই শুনিছো বহুতো সন্মানীয় বিধায়কে কাগজ কলৰ ওপৰত কৈছে। পাঁচগ্রাম কাগজকল সেইটো মোৰ সমষ্টিতে পৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকে জানে যে মই এই পবিত্র সদনত নতুন বিধায়ক হৈ অহিছো। কিন্তু এই সদনলৈ অহাৰ সময়ত এটাই মনত আহে আল্লাৰ নাম লৈ ভিতৰত আহো আৰু আহাৰ সময়ত এটা কথাকে কওঁ যে মই সদায় অন্যায়ৰ প্রতিবাদ কৰিম আৰু ন্যায়ৰ পক্ষত থাকিম। কিন্তু আমি শুনিছো বহুত মানুহে কৈছে এই কাগজকলৰ ১০০ মিটাৰৰ ভিতৰ মোৰ ঘৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানে যে ভাৰত চৰকাৰৰ এটা কাগজকল হ'লে তাত নিৰপত্তা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে CRPF, CISF আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ অন্যান্য তদাৰকী শাখাবোৰে এই কাগজকলবোৰৰ ওপৰত চকু ৰাখে। তাৰ পিছতো বহুত মানুহে বহুত কথা কৈ থাকে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইটো শুনি আমি প্রতিবাদ কৰি লাভ নাই। আমাৰ এটাই কথাই হ'ল আমি এবাৰ জাগীৰোড কাগজকলৰ ঠিকাদাৰ আৰু পাঁচগ্রাম কাগজকলৰ ঠিকাদাৰৰ লগত এবাৰ আলোচনাত বহিছিলো। তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিল যে এইক্ষেত্রত উদ্যোগিক মন্ত্রীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। মই আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছো উদ্যোগিক মন্ত্রীয়ে যিমান ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ লগত এবাৰ মিটিং কৰিলে ভাল হ'ব। কাগজকলৰ ক্ষেত্রত এইটো এটা suggestion দিছে যে যিমান ঠিকাদাৰে টকা পাব সিহতে কয় যে মন্ত্রীয়ে ১০ বা ২০ শতাংশ দি পিছত আশ্বাসটো দিলেই হ'ব, আৰু যিমান চৰকাৰৰ লোন লব এটা কোর্টৰ পৰা আইন ওলাইছে যে ৩০ বছৰৰ পিছত পৰিযোধ কৰিলে হয়। এটা কর্মচাৰীয়ে যি দৰমহা পাই ৩০ মাহৰ দৰমহা পাই, এক মাহৰ দৰমহা দিয়ক আৰু এক মাহৰ ধৰি দি দিলে হৈ যাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি আমাৰ বৰাক ভেলীৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, পাচগ্রামত থকা এচিয়াৰ বৃহত্তম

কাগজকলটোৰ পুনৰ জীৱিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ঠিক আছে ধন্যবাদ।

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ চাৰ, মই অকনমান শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ চমু কৰিব যিমানপাৰে আৰু বাকী কথা আপুনি ইচ্ছা কৰিলে লিখি দিব পাৰে, তেতিয়াহলে কথাখিনি ৰেকৰ্ড হৈ যাব।

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ)ঃ মহোদয়, আমি জানো যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বৰ বাবে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ বহুত উন্নতি হৈছে। তাৰ ভিতৰত আমি দেখিছো যে আমাৰ গৰীব অঞ্চল বিলাকত শিক্ষা বিভাগৰ মূল মেৰুদণ্ড হ'ল এল পি স্কুল, কিন্তু মহোদয়, আমাৰ বহুত এল পি স্কুলত এতিয়াও শিক্ষক নাই। যি সময়ত আমাৰ অসমত শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছো যে অসমৰ যিমানবোৰ ধনী মানুহ আছে তেখেত সকলৰ লৰা-ছোৱালী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্কুলত পঢ়ে। কিন্তু গৰিব মানুহৰ লৰা-ছোৱালীবোৰে এতিয়াও চৰকাৰী এল পি স্কুলত পঢ়িবলৈ যায়। গতিকে আমি এইটো বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে বিল্ডিং এটা বনোৱাৰ সময়ত তাৰ Foundation টো কিমান শক্তিশালী আৰু এইক্ষেত্ৰত শিক্ষা জগতৰ মূল Foundation হ'ল এল পি স্কুল সমূহ। গতিকে মই আপোনাৰ জৰিয়তে শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছো যে মোৰ সমষ্টিত যিমানবোৰ এল পি স্কুলত শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে সেইবোৰ সোনকালে পুৰণ কৰিব লাগে। কাৰণ সেই শিক্ষাৰ প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ গৰিব লৰা-ছোৱালীবিলাকে আহিব নোৱাৰে। তাৰ Foundation টো কমজুৰি সেইটোৰ কাৰণে কেতিয়াও গৰীবৰ গৰীব দূৰ নহ'ব। মই আপোনাকৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ যিমান স্কুল আছে সকলো স্কুলত পৰ্য্যাপ্ত শিক্ষক দিব লাগে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আমাৰ প্ৰায় ২০ জন সদস্যই কম বুলি কৈছিল, এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ৯ জন পাইছো। মই ১০ জন ধৰিছো। গতিকে আপোনাৰ বৰাক ভেলীৰ এতিয়া মই তিনি, চাৰি জনমানকহে দিব পাৰিছো, বাকী বাহিৰৰ প্ৰতিও কব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ সমষ্টিৰ কথা বেছিকৈ কলে দিগ্‌দাৰ হয়।

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কথা কৈ বাদ দি দিওঁ। এক মিনিট দিয়ক।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ নাই নাই, সবেই পাব। কিন্তু সময়টো সবেই বুজিব লাগিব যে আমি ১০ মিনিটৰ ভিৰত মূল কথা কেইটা কম, নহ'লে দিগদাৰ হ'ব। মই প্ৰথম দুজনক দিছো সময় যিমানপাৰো। ঠিক আছে, You don't pass any comments as he is alright.

শ্ৰী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী (আলগাপুৰ) ঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আমাৰ সমষ্টিৰ কথা কব লাগিব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপোনাক মই ক'বলৈ সুযোগ দিছো, কিন্তু কি কব লাগিব মই বুজাই দিম। সমষ্টিৰ কথা কবলৈ মই এই খন মিটিং পতা নাই। আপোনালোকে অকল সমষ্টিৰ কথা নকব। আজি অলপ আগতে আমাৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই কলে, তেখেতে অকল সমষ্টিৰ কথা কোৱা নাই। আপুনিও সমষ্টি এটাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে সমষ্টিৰ বিষয়ে আমাৰ Members hour আছে তাত কব। I will allow in members hour. What we are discussing we must understand as an MLA. Member hours ত আমি সমষ্টিৰ বিষয়ে কবলৈ দিও। আপুনিও আবেদন কৰিব, আপুনিও কবলৈ পাব । মই জানো আপোনাৰ সমষ্টিৰ বহুত সমস্যা আছে। আপুনি মিলটোৰ কথা কলে, স্কুলৰ কথা কলে, সমষ্টিৰ দলংৰ কথা কলে মই বেয়া

পোৱা নাই । যদি আপুনি সেই কথাবোৰ কৈ থাকে তেতিয়া হ'লে আজি শেষ নহ'ব । এটা সমষ্টিৰ কথা জানো ইয়াত কৈ শেষ কৰিব পাৰিব । বৰাক উপত্যকাৰ মুখ্য সমস্যাবোৰৰ কথা ক'ব পাৰে । এতিয়া আপুনি conclude কৰক। কিবা থাকিলে মোক পইন্ট বিলাক দিব পাৰিব। সমস্যা বিলাক কওঁক, বাখ্যা নকৰিব । মই আপোনাক জনাই থও যে এইবাৰ members hours ত কাক দিছো মই নাজানো। তিনি জন সদস্যই পাইছে । পৰবর্তী সময়ত আপুনি আহিব। মই আপোনাক ভালদৰে কবলৈ দিম আৰু আপুনিও মন্ত্রীৰ পৰা উত্তৰ পাব । সেই কথা বিলাক বিধায়ক সকলে জনা উচিত যে members hour টো কিয় দিছো। এতিয়া ৰঞ্জিৎ দাস ডাঙৰীয়াই কওঁক ।

শ্রী ৰঞ্জিৎ দাস (সৰভোগ) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম বিধান সভাৰ ইতিহাসত ছাগে পোন প্রথম বাৰৰ বাবে দিনজোৰা কার্য্যসূচী বৰাকৰ বিষয়ে লৈ যি আলোচনা হৈছে আৰু বৰাকৰ যি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সন্দর্ভত যি ব্যৱস্থা আপুনি কৰিছে তাৰ বাবে অসম বিধান সভাৰ সমূহ সদস্যই আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। মই জনাত হয়তো কেতিয়াবা বৰাকৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে, কিন্তু সম্পূর্ণ বৰাক উপত্যকাক লৈ এনেকুৱা আলোচনা মই শুনা নাই। বৰাক উপত্যকাৰ বিষয়ক লৈ আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ পাই নিজেই আনন্দিত আৰু লগতে আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগতে দেখিছিলো যে বৰাক উপত্যকা আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ মাজত আমাৰ মনৰ এক পার্থক্য আছিল। বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰত আমাৰ যি ধ্যান-ধাৰণা আছিল আৰু এক ভ্রান্ত ধাৰণা হয়তো বহুতে সোমোৱাই দিছিল আৰু ঠিক অনুৰূপ ধৰণে বৰাক উপত্যকাৰ জনগণৰ সন্মুখতো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ মানুহৰো মাজতো এক ভ্রান্ত ধাৰণা সোমোৱাই দিছিল যাৰ কাৰণে এই দুই উপত্যকাৰ মাজত বিভিন্ন কথালৈ অমিল আছিল আৰু বিভিন্ন সংঘাত হৈছিল। কিন্তু আমি যেতিয়া দেখিলো প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া ফ'ৰলেন ঘোষণা কৰিলে, সৌৰাষ্ট্র ৰ পৰা শিলচৰলৈ ফৰ লেনৰ কামৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, তেতিয়া মনতে ভাবিছিলো যে দিল্লীৰ চৰকাৰ খনে বৰাক উপত্যকাৰ কথা ভাবিছিলে তেতিয়াহে শিলচৰ সন্দর্ভত এটা ধাৰণা আহিছিলে । তাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ প্রধান মন্ত্রী নৰেন্দ্র মোডী ডাঙৰীয়াই গোটেই বৰাক উপত্যকাৰ যোগাযোগৰ ওপৰত বিভিন্ন কথা কৈছিলে, বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা কৈছিলে তেতিয়া ভাবিছিলো যে দিল্লী আৰু শিলচৰৰ মাজত যি ব্যৱধান আছিলে সেইটো দিনক দিনে কমি আহিছে । শেহতীয়াকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যি বক্তব্যত বৰাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাৰ-ভৈয়াম, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠী লৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিব লাগিব বুলি সততে যেতিয়া কৈছিলে, তেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ সন্দেহ হৈছিল যে এই খিনি আচলতে শ্লোগান হে নেকি ? মই যেতিয়া কার্য্য ক্ষেত্রত দেখিলো যে বৰাক উপত্যকাক উন্নয়ন কৰাৰ বাবে এই খন চৰকাৰে কিমান খিনি আঁচনি ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু যি আঁচনিৰ কাম ইতিমধ্যে ফলপ্রসু হৈছে, অকল ফলপ্রসুয়ে নহয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত আঁচনি সন্দর্ভত কিছু আভাস ৰাখিছে। চৰকাৰ আহি থাকিব, কাম হৈ থাকিব। কিন্তু এই চৰকাৰ খনৰ দিনত যি পৰিবর্তন দেখিলো সেইটো যেতিয়া বৰাকভেলীৰ মানুহক শুধো যে আপোনালোকে বৰাক উপত্যকাৰ কি পৰিবর্তন দেখিলে, মই আচলতে পৰিবর্তন মানে ৰাস্তাঘাট হওঁক বা আন্তঃগাঁথনি সম্পর্কে শুধিছিলো কিন্তু বৰাক ভেলীৰ বহু মানুহে এটা উত্তৰ দিছিলে যে বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ মানুহৰ মাজত যি মানসিকতাৰ ব্যৱধান আছিল সেইটো এতিয়া কমি গৈছে। মই শুধিলো যে কিয় ? তেতিয়া কলে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে যি আঁচনি যুগুত কৰিছে সেই আঁচনি

হোৱাটোৱে নহয়, কিন্তু বৰাক উপত্যকাৰ উন্নয়নৰ বাবে যি মানস কৰিছে সেইটো ডাঙৰ কথা। আৰু ইয়াৰ লগতে বৰাক, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ যি মানসিকতাৰ ব্যৱধান কমি গৈছে সেইটোৱে পৰিবর্তন। সেইয়ে মই বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ মানুহকো ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষ ভাবে চৰকাৰ খনকো ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আর্থ-সামাজিক দিশত আমি আগৰ পৰা যিমান সচেতন হ'ব লাগিছিলে সেই সচেতনতা যদি আগৰ পৰা অৱলম্বন কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া হ'লে হয়তো বৰাক উপত্যকাক আৰু আগুৱাই নিব পাৰিলোহেঁতেন। স্বাভাৱিক কথা যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতকৈ বৰাক উপত্যকাত উন্নয়ন কৰিব লগীয়া বহু খিনি আছে। সেই কাৰণে আমাৰ মাননীয় গড়কাপ্তানী মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া মন্ত্রী হোৱাৰ পিছত মই তেখেতক কৈছিলো যে আপোনাক কোনোবাই ভাল পায়, বেয়া পায় সেইবিলাক নাচাব আপুনি বৰাক ভেলীৰ বাট পথৰ উন্নয়নক অগ্রাধিকাৰ দিব। কাৰ্বন শিলচৰ এয়াৰপোর্টৰ পৰা যেতিয়া মানুহে কৰিমগঞ্জ- হাইলাকান্দিলৈ যায় তেতিয়া মানুহে অশেষ যাতনা ভোগ কৰে। কোনোবাই হয়তো আপোনাক ক'ব যে আপুনি বৰাক ভেলীত বেছি কাম কৰিছে কিন্তু আপুনি ক'ব যে এইটো পৰিস্থিতিক চাই লৈ কৰা হৈছে। মই ব্যাক্তিগতভাবে তেখেতক আহ্বান জনাইছিলো। যি হওঁক এতিয়া প্রায় কেইবা বছৰো পাৰ হৈ গ'ল- তেতিয়া চাগে ২০০২ চন আছিলে আৰু মাননীয় প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্রী আছিলে। ৰবীন্দ্র ভৱনত এটা অনুষ্ঠান হৈছিল। তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰী কৰি আছিলো। তেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যিক পর্য্যায়ত দেশভক্তিমূলক গীতৰ প্রতিযোগিতাৰ বঁটা বিতৰণী সভাত উপস্থিত আছিলো। তেখেতক দেখি এই মূহুর্ত্তত মোৰ মনত পৰিছে। সেই সভাত তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে আমি যদি বৰাকৰ উন্নয়ন কৰিব বিচাৰো তেনেহ'লে আমি Corruption minimize কৰিব লাগিব। তেখেতে কৈছিলে বৰাকত মানুহ যাব নিবিচাৰে। বিষয়া-কর্মচাৰীক Transfer দিলে যাব নোখোজে । punishment transfer দিয়া বুলি ভাবে। কোনোবাক যদি পঠোৱা হয় তাত যোৱাৰ পিচত কিন্তু আহিব নিবিচাৰে বুলি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে। এই গুৰিটো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। মই ভাবো যে বৰাক ভেলিৰ যিটো আর্থসামাজিক বিকাশৰ যিটো অন্তৰায় হৈ আছে- ক'বাত যদি লেকুনা আছে মই ভাবো ইয়াৰ এটা পার্ট হ'ল Corruption.। মই নকওঁ যে বৰাক ভেলিত Corruption নির্মূল কৰিব পাৰিম বুলি কিন্তু আমি যদি minimize কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হ'লে আজি সদনে বা আপুনি মই ভবাৰ দৰে বৰাক ভেলিৰ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আমি কৰিব নোৱাৰিম। আনকি বৰাক ভেলিৰ স্থানীয় বহু মানুহেই মোক এই কথাটো কৈছে। লাহে লাহে কমি আহিছে কিন্তু এইটো আৰু কমাব লাগিব। এই বিষয়টো আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যাতে বিশেষভাবে চায় আজি মই এই সদনত Appeal কৰিছো কাৰণ সেইটো যদি আমি কৰিব নোৱাৰো আমি অকল আলোচনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰিম। বৰাকৰ যি ৩ খন জিলা- কাছাড়, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি, তাত মানুহৰ মাজত এতিয়া সমন্বয় লাহে লাহে কটকটীয়া হৈ আহিছে। তাত এখন ৰাজবংশী গাঁওত মই গৈছিলো। গাওঁৰ মানুহে মোক কৈছিল যে, ইয়াত ৩ গৰাকী অসমীয়া মানুহ আহিলে। এগৰাকী ডঃভূপেন হাজৰিকা, এগৰাকী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু এগৰাকী আপুনি আজিৰ পৰা ৫-৬ বছৰ আগত। তেতিয়া মই তাত তেওঁলোকক সুধিছিলো যে আপোনালোকৰ ভাষাগত বা জাতিগত সংঘাতটো কেনেকুৱা হৈ আছে? তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে দিনে দিনে এইটো কমি আহিছে। মানুহ লাহে লাহে বহল মনৰ হৈ উঠিছে। আজি অসম সাহিত্য সভাই হওঁক- বংগ সাহিত্য সভাই হওঁক তেওলোকে বিভিন্নধৰ্মনৰ সমন্বয়মূলক আঁচনি লৈ আহিছে। আজি অধ্যক্ষ

ডাঙৰীয়াই কিছুদিন আগতে এখন সভা কৰিছে। গতিকে মই ভাবো যে, ইবিলাকে বৰাকৰ জনগনৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি কৰিছে। কিন্তু লগতে আমি বৰাকৰ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীৰ অভাব অভিযোগৰ লগতে তেওলোকৰ সামগ্রিক বিকাশৰ বাবেও কাম কৰিব লাগিব । তেওলোক যাতে deprive নহয় চাব লাগিব। তেওলোকৰ সমস্যাখিনিও বিশ্লেষন কৰিব লাগিব। কাৰন এই সৰু সৰু জনগোষ্ঠীবিলাকক লৈয়ে আজি বৰাক ভেলী গঠিত হৈছে। তেওঁলোককো লগত লৈ একেলগে উন্নয়নৰ কাম কৰিলেহে বৰাকৰ সামগ্রিক উন্নয়ন হ'ব আৰু বৰাকবাসী আগবাঢ়ি যাব আৰু এটা কথা কৈছো-আমি বৰাকত গ'লে তাত Circuit House বিলাকত থাকো লগতে বন্ধু-বান্ধবৰ ঘৰতো থাকো। হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ Circuit House ত থাকি ভাল লাগে কিন্তু Silchar ৰ Circuit House ত থাকি সিমান ভাল নালাগে। বৃটিছৰ দিনৰ ঘৰটো heritage Building হিচাপে সংৰক্ষন কৰিলে ভাল হয় লগতে তাৰে খোৱা-লোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমগ্র ব্যৱস্থাটো অলপ উন্নত কৰিলে ভাল হ'ব। বিশেষকৈ ৰেষ্টুৰেন্টখনৰ খাদ্যৱলী স্থানীয় খাদ্যভ্যাসক গুৰুত্ব দি কৰিলে অতিথিসকলে আপ্লুত হ'ব বুলি মই ভাবো। "আমি যদি চিলচৰে গিয়ে মাছেৰ চর্চৰি খাইতে পাৰলাম না তবে কিসেৰ শিলচৰে গেলাম।" মন্ত্রী ডাঙৰীয়া সদনত উপস্থিত আছে আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনালো অধ্যক্ষ মহোদয় যাতে শিলচৰ আৱর্ত্তভনটো উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা হাতত লয় লগতে পুৰণি ঘৰটো heritage Building হিচাপে সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। বৰাক ভেলীৰ ৰাইজক আৰু আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰনি মাৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় -ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ- এতিয়া জামালউদ্দিন আহমেদ।

জামালউদ্দিন আহমেদ (বদরপুর) ঃ আপনি ২৭-০৭-২০১৯ এই দিনটাকে যে বরাক ভেলির কারণে ধার্য্য করেছেন, তার জন্য আমি বরাক ভেলির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বরাক ভেলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রথমে আমি বলতে চাই রোড কমিউনিকেশন। আমাদের গুয়াহাটিতে আসতে হলে বাইরোডে বারো ঘন্টা, আর ট্রেনেও বারো ঘন্টা লাগে। বর্ষাকালে পাহাড়ে ধস নেমে রোড ও রেল কমিউনিকেশন বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য মাসে দশ দিন বা পনেরো দিন রাস্তা বন্ধ ও ট্রেনের রাস্তাও বন্ধ থাকে। আমাদের কোন কারণে গুয়াহাটি আসতে হলে বাই এয়ার আসতে হয়। আমাদের করিমগঞ্জ থেকে শিলচরে যে এয়ারপোর্ট সেখানে যেতে হলে প্রায় চার ঘণ্টা সময় লাগে। আর পাঁচ মিনিট যদি দেরী হয় তাহলে দেখবেন এয়ার কাউণ্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ১৫ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে আপনার আসাও হলনা। তারপর কি ভাবে আসবেন? বাই রোড খোলা থাকলে ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা সময় লাগে, তখন যে কাজের জন্য আপনি আসছেন, সেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে আমাদের নতুন এয়ারপোর্ট টা যদি পাঁচগ্রামে বানানো হয়, তাহলে তিন জেলার সমান দূরত্বে হবে। ৪০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে এয়ার পোর্টে আসতে পারবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এয়ারপোর্ট বানানোর জন্য। সেইজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রোড কমিউনিকেশনের অবস্থাও মারাত্মক। আমাদের করিমগঞ্জে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে, সে আজ ৬ থেকে ৭ বছর যাবৎ সেখানেই আছে। সে মাসের মধ্যে ১৫ দিন গুয়াহাটি থাকে। আর ১৫ দিন হলে সিগনেচারে থাকে। রাস্তায় সে কোন দিন যায় নাই। কোন রাস্তায় নিয়ে তাকে দাঁড়া ক রিয়ে জিজ্ঞাসা যদি করেন সেই রাস্তার নাম কি? তাহলে সে বলতে পারবেনা। সে উত্তর- দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম চেনেনা। সে একবার কার্বি-আংলং এ এরেস্ট হয়েছিল। ছয় মাস জেল খেটে তারপর আমাদের করিমগঞ্জে এস. ডি. ও (টি. সি.) হিসাবে

আছে। ইঞ্জিয়ার না থাকার জন্য এখন সে ইঞ্জিনিয়ারের চার্জে দেড় বছর ধরে আছেন। মাননীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় তাকে ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বে দিয়ে রেখেছেন। এখন সে গুয়াহাটিতে বাড়ী বানাচ্ছে। প্রায় ৫০ থেকে ৬০কোটি টাকা খরচ করে বাড়ী বানাচ্ছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি গড়কাপ্তানী মন্ত্রীকে বলে তাকে ট্রেন্সফার করিয়ে আনার জন্য । যে অবস্থা আরম্ভ হয়েছে আরও যদি কিছু দিন থাকে করিমগঞ্জ জেলা বিক্রী করে আসবে। আমি দুটা কেস করেছি তার নামে। একটা ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকার কাজ না করে বিল করার জন্য। আর একটা হল বদরপুর পুলিশ ষ্টেশন থেকে বদরপুর রেল ষ্টেশন পর্যন্ত একটা রাস্তার বিল করে সে পয়সা আত্মসাৎ করেছে। কেস হয়েছে। এখন এনকোয়ারি চলছে। আরও ১০ থেকে ১৫ টা রাস্তার বিনা কাজে বিল করেছে। এগুলো কিছু নতুন নতুন বিধায়ক হবেন তাদেরকে কেপিটাল দেওয়ার জন্য, ইলেকশনের খরচার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জানি না কার পরামর্শে সে গুলো করা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপোনাৰ পইণ্টখিনি লোৱা হৈছে। বুজি পালো তাত এজন dishonest মানুহ আছে, তেওঁ থকালৈকে একো নহব। এতিয়া অন্য কথালৈ যাওক।

জামালউদ্দিন আহমেদ (বদরপুর) ঃ আমার সমষ্টিতে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, ২ বছর আগে অপেনিং হয়েছে। কিন্তু পুরো কাজ হচ্ছে না, অধ্যাপকের অভাবে। এই কলেজের বাউণ্ডারী ওয়াল নেই। যুবতি মেয়েরা সেখানে থাকে। তাদের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। সেই ব্যবস্থা গুলো যাতে হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আমার সমষ্টিতে কিছু সংখ্যক অসমীয়া লোক আছেন। তাদের জন্য এল পি. স্কুল, এম. ই. স্কুল, একটা হাইস্কুল আছে। সেই হাই স্কুল টা যদি হাইয়ার সেকেণ্ডারী করা হয় তাহলে এই এলাকার অসমীয়া মানুষের পড়াশুনার সুযোগ হবে। না হলে তার মেট্রিক পাশ করার পর শিলচর গিয়ে পড়তে হয়। এই অঞ্চলের অসমীয়া লোকেরা খুবই গরীব। তাদের উপার্জনের উপায় নেই। আমি বিভাগীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করছি যে হাইস্কুলকে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করার জন্য। আমাদের করিমগঞ্জে নোটিখাল বলে একটা জায়গা আছে। প্রায় দুই তিনশো বিঘা মাটি আছে। এই জায়গা টা শহরের প্রাণকেন্দ্র। যদি এই জায়গাটা ফিলিং করা হয় তাহলে আমাদের শহর টা খুব উন্নত হবে। অনেক সরকারি কাজ করা যাবে। আমাদের করিমগঞ্জে একটা ইন্টারনেশন্যাল ট্রেড সেন্টার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কিছু অফিসার দূর্নীতি করেছে, সেইজন্য সেই সেন্টারের কাজ টা স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। মাটি হেণ্ডওভার হচ্ছে না। একজনের মাটি অন্যজনের নামে নিয়ে পয়সা অন্যকে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি বিভাগ, পশু পালন বিভাগ এবং মৎস্য বিভাগ এইগুলো বিভাগে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি গ্রাম সেবক সেখানে যেতেন এবং দেখতেন ধানের মধ্যে কোন রোগ আছে কিনা? কিন্তু প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেছে একদিনও গ্রাম সেবক দেখি নাই। পশুপালন ও মৎস্য বিভাগের কোন কর্মচারীকে দেখি নাই। আমার সমষ্টিতে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ মৎস্য উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর বাকি ৫০ শতাংশ ধানের ক্ষেতি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আমিও মৎস্য বিভাগ থেকে মাসে এক লক্ষ টাকা পাই। আমাদের বদরপুরে একটা ইনডাস্ট্রি ছিল, সেটা আজ অনেক দিন থেকে বন্ধ আছে। সেই ইনডাস্ট্রি চালু করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। বিগত বাজেটে করিমগঞ্জের জন্য একটা মেডিক্যাল কলেজ হবে শুনেছিলাম। আমাদের রোগী নিয়ে শিলচর মেডিক্যাল কলেজে যেতে হলে রাস্তায় রোগীর প্রাণ হারিয়ে যায়। তাই আমি বলছি এই মেডিক্যাল কলেজ করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির বর্ডারে যাতে হয়, তাহলে দুই জেলার কাজ হবে। করিমগঞ্জে হলে আর হাইলাকান্দিতে মেডিক্যাল কলেজ হবে না। আমি মাটি দেব, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই মেডিক্যাল

কলেজের কাজ যাতে শেষ হয়। আজ আমি অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন বরাক উপত্যকার জন্য এবং আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য । নমস্কার।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ এতিয়া বিধায়ক শ্রী কিশোৰ নাথ।

শ্রী কিশোৰ নাথ (বৰখলা) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি বৰাক ভেলী ক্ষেত্রত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণৰ স্বার্থত যি পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে তাৰ বাবে আপোনাৰ লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞপন কৰিছো।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণৰ কাৰণে বৰাক ভেলীত সর্বপ্রথম সু-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ প্রয়োজন। তুলনামুলকভাৱে আগৰ তুলনাত বর্তমানৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু ভাল হব বুলি আশা ৰাখিছো। যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত মই প্রধানকৈ - Road Ways, Water Ways and Air Ways ৰ কথাই কʼব বিচাবিছো। এই তিনিটা ক্ষেত্র যদি আধুনীকিকৰণ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া মই ভাবো অতি সোনকালে বৰাক ভেলী খনক International Business Hub হিচাপে দেখা পোৱা যাব।

বৰাক উপত্যকা খনক International Business Hub হিচাপে কিদৰে গঢ় দিব পৰা যায় সেই সম্পর্কে দুই এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো। বর্তমান বৰাকত যিটো হাৰত Water dredging কৰি থকা হৈছে আৰু আমি যদি Water Ways টো কৰিব পাৰো, তেতিয়া কলিকতাৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্রী লৈ জাহাজ বাংলাদেশ হৈ কৰিমগঞ্জ আৰু তাৰ পাচত শিলচৰ আহি পাব, তেতিয়া আমাক সামগ্রী সমুহ ৰাখিবলৈ এটা Yard ৰ প্রয়োজন হʼব। সেই Yard টো মোৰ বৰখলা সমষ্টিৰ অন্তর্গত ৰাজাৰগাওঁ নামৰ ঠাই খনতে প্রায় ৩০০ বিঘা মাটিত স্থাপন কৰা হʼব বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে যিমান সোনকালে যাতায়তৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্রত উন্নতি কৰিব পৰা যায়, সিমান সোনকালে আমি অর্থনৈতিক উন্নয়ণৰ ক্ষেত্রত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আমি সকলোৱেই জানো যে বর্তমান নিবনুৱা সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, গতিকে এই Water Ways ৰ উন্নয়ণ তথা জাহাজ চলাচলৰ বৃদ্ধিৰে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাও বহু পৰিমাণে লাঘব কৰিব পৰা যাব, কাৰণ তেতিয়া Cargo Currier, Goods Yard, Marine Workshop আদিও গঢ় লৈ উঠিব আৰু তাত আমাৰ নিবনুৱা যুবপ্রজন্মই নিযুক্তি লাভ কৰিববুলি আশা কৰিছো। এইবিলাক যেতিয়া হব তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াত employment বহুত ঠাইত হব। মই এইটোৱে আশা কৰিছো যে এই কামটো ইতিমধ্যে চলি আছে মই জানো, এইটো অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া খুৱ ভাল হব। আজিৰ দিনত মই যিটো জানো যদি আমি transport ত কিবা বস্তু অনা হয় তেতিয়া হলে per tone per km. লাগে ২.৫০ টকা । যদি ৰেল যোগে আহে তেতিয়া per tone per km. লাগে ১.৪০ টকা। আজি এই বস্তুটো যদি পানী জাহাজত আহে তেতিয়া মাত্র per tone per km. লাগে ৮০ পইচা। তাৰ মানে পানী জাহাজত আহিলে আমাৰ বস্তুটোৰ দাম বহুত কম হয়। গতিকে এইটো আমাৰ উপকাৰ হব, ভাল হব যদি আমাৰ Water Ways টো সম্পূর্ণ হৈ যায়।

তাৰ লগে লগে Road ways টো আছে । আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগত বৰাক ভেলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হলে ১৫ বা ১৬ ঘন্টা লাগে। আজিৰ দিনত ৬ বা ৭ ঘন্টা আহি পাব পাৰি। এতিয়া ৰাষ্টাৰ অৱস্থাটো ভাল হৈছে। লগতে East West Corridor যিটো আছে বালাচৰাৰ পৰা জাতিঙ্গালৈকে যোৱা ১৭ বছৰৰ পৰা ২০ কিলোমিটাৰ ঠাইৰ কাম বন্ধ হৈ আছে। এই কামটো অলপ লাহে লাহে চলি আছে। এই কামটো যদি অলপ দ্রুতগতিত হয় তেতিয়া হলে

ভাল হব বুলি ভাৱো। ঠিক তেনেদৰে road ways টো যদি বাংলাদেশ, ম্যানমাৰৰ লগত খুলি দিয়া হয় তেতিয়া হলে international business টো আমাৰ ইয়াত ভাল হব। আজিৰ দিনতো এই Road Ways টো illegally চলি আছে। বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা বস্তু অহা যোৱা কৰি আছে। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কয়লা গৈ আছে লগতে চিমেন্টৰ কাৰণে lime stone ও গৈ আছে। গতিকে সেইবিলাক যদি আমি authorize কৰি দিয়া হয়, তেতিয়া আমাৰ communication টো বাঢ়ি যাব, business strength টো বাঢ়ি যাব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ বৰাক ভেলি অলপ উন্নত হব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Road Ways, Water Ways লগত Airways । Airways ৰ আমাৰ বৰাক ভেলি এটা মাত্ৰ Airport সেইটো উদাৰবন্দ সমষ্টিত আছে। সেই airport টো হল defence ৰ airport। Civilian ৰ কোনো airport নাই। যোৱা কেইটা বছৰৰ পৰা আমি শুনি আছো যে নতুন এটা airport হব। মই যোৱা দুই বছৰৰ পৰা সেই airport ৰ কাৰণে অলপ চিন্তা ভাৱনা কৰি আছো। লাগি আছিলো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ৰ লগতো কেইবাৰো কথা পাতিছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপুনি মাননীয় সদস্য জামাল উদ্দিন আহমেদে air port সম্পৰ্কত কথা এটা কৈছিল, আপুনি সেইটোত সন্মত আছে যদি সেইটো কৈ দিলে হব।

শ্রীকিশোৰ নাথ (বৰখলা) ঃ হয় সন্মত আছো air port হব লাগে। air port ৰ কাৰণে তাত ঠাই লাগে। সেই ঠাইৰ কাৰণে খলিল বুলি এটুৰা ঠাই আছে বদৰপুৰ মছিমপুৰ GP ত।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ মাননীয় সদস্য জামাল উদ্দিন আহমেদে এটা এৰিয়াৰ কথা কৈছিলে যে ৪৫ কিলোমিটাৰত বৰাকৰ প্ৰায় সকলো ঠাইৰ পৰা air port পাব। এইটো আপুনি support কৰে নে নাই?

শ্রীকিশোৰ নাথ (বৰখলা)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো support মই নকৰো বুলি নকওঁ। মই তাৰ বাবে আৰু এটা ভাল option দিছো যিটো নেকি তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি তাত লোৱা হৈছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ তাৰ পৰা distance কিমান?

শ্রীকিশোৰ নাথ (বৰখলা)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিলচৰৰ পৰা ১৫ মিনিট, কৰিমগঞ্জৰ পৰা আজিৰ দিনত যিটো গৈ আছে আধাঘন্টা আগত পাব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপোনাৰ idea টো মই নুই কৰা নাই। মাত্ৰ মই তেখেতৰ idea টো বেয়া পোৱা নাছিলো। মইতো decide নকৰো, সেইটো কাৰণে।

শ্রীকিশোৰ নাথ (বৰখলা)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই বেয়া কোৱা নাই। মই মাত্ৰ justification টো যে তাত তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি আছে, আজিৰ দিনত সেই মাটিতো চালে air port ৰ দৰে আছে, তাত একো কটা কটি কৰিব নালাগে একেবাৰে সমান হৈ আছে। Air Port Authority য়ে গৈ তাত survey কৰিছে আৰু বস্তুটো ভাল পাইছে। Air port টো হৈ গলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো হ'ব, মই যিটো জানো যে যোৱা এমাহ আগত আমি বাংলাদেশৰ ঢাকাত গৈছিলো, আমাৰ মাননীয় মন্ত্রী পীয়ুষ হাজৰিকা লগত চাৰি পাচজন বিধায়ক গৈছিলো। তাত গৈ তিনি চাৰিটা মিটিং কৰিছিলো, তাতে আমি গম পালো যে বাংলাদেশত বেছিভাগ বস্তু বাহিৰৰ পৰা export হয় যেনে চেন্নাই, কলিকতা আদিৰ পৰা আহে। গতিকে তেওঁলোক তাত যাব লাগে বা কিবা মেডিকেল সম্পৰ্কত যাব লগা হয়, তেওঁলোক চেন্নাই যাব লগা হয়। চেন্নাই

যাব লগা হ'লে ঢাকাৰ পৰা ১৫, ১৬ হাজাৰ টকা ভাড়া লাগে। যদি গুৱাহাটীত আহে চাৰি হাজাৰ টকাত হৈ যায়। ঠিক তেনেদৰে শিলচৰত তেওঁলোকে আহে ৩, ৪ হাজাৰ টকাত আহিব পাৰিব। বাংলাদেশৰ Trade & Commerce Union ও এইটো support কৰিছে, যদি এইটো শিলচৰত হৈ যায় তেওঁলোকৰ সহজ হব। গতিকে সেইটো কাৰণে মই ভাৰিছো যে Airways টো অতিসোনকালে কৰিব লাগে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিলচৰ চহৰ খন বৃটিছৰ দিনৰ চহৰ। আজিৰ দিনত সেই চহৰখন বঢ়োৱাৰ কাৰণে কোনো ঠাই নাই। আমাৰ বৰখলা সমষ্টিৰ ৪০ বছৰীয়া সপোন আছিলে যে বৰাক নদীৰ ওপৰত এখন দলং। সেই দলঙখনৰ আজিৰ দিনত কাম চলি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় লগতে বিত্ত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেৱক মই ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনত এই দলঙখন অনুমোদন হৈ গ'ল আৰু কাম চলি আছে। শিলচৰ চহৰখন এতিয়া বঢ়াবলৈ হলে সেই দলঙখনৰ ওপৰৰে নদীৰ সিটো পাৰে যাব লাগিব। সিটো পাৰে গলে তাত বহুত মাটি পৰি আছে, সেই বৰখলা অঞ্চলটোত ৮ টা GP আছে। সেই এৰিয়াতো মই ভাৱো আগন্তুক দিনত নতুন শিলচৰ চহৰ হৈ উঠিব বুলি মই আশা কৰিছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই একেধৰণে Tourist ৰ কাৰণে যদি কাছৰত এটা zoo হয় তেতিয়া হলে খুৱ ভাল হয়। যোৱা মাহত zoo ৰ কাৰণে কাছাৰৰ DFO ৰ লগত মই এটা ঠাইত survey ত গৈছিলো, তাত ৭ হাজাৰ বিঘা জমি খালী আছে। একেবাৰে Borail Wild-life ৰ লগত লাগি আছে আৰু সেই ঠাইত যদি zoo কৰি দিয়া তেতিয়া হলে খুৱ ভাল হব। তাৰ কাৰণে যিহেতু ওচৰত মিজোৰাম, মণিপুৰ, ত্রিপুৰা, বাংলাদেশ আছে তাৰ পৰা পর্য্যটক আহিব। তাৰ ফলত আমাৰ ইয়াত economic develop হব, আমাৰ ইয়াত যিবিলাক নিবনুৱা আছে সেই বিলাকৰ কিছু হলেও নিযুক্তি পাব।

Eduction sector ত মই ক'ব খুজিছিলো যে যোৱা দুই বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিছিলো (যোৱা বাজেটত দিছিলো) যে মোৰ সমষ্টিত কিষাণ বিকাশ কেন্দ্র এটা আছে, তাতে বহুত মাটি পৰি আছে। তাৰ ওপৰত এটা proposal দিয়া হৈছিলে যে Agriculture University ৰ কাৰণে। যদি Agriculture University হৈ যায় তেতিয়া হলে খুৱ ভাল হয়। বৰাক ভেলিৰ ল'ৰা-ছোৱালী বিলাক পঢ়িবলৈ বাহিৰত আহে, তেওঁলোকে ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ আদি বিভাগত গুছি যায়, Agriculture বিভাগত নাযায়। যদি কলেজখন তাতে হৈ যায় তেতিয়া হলে মই আশা কৰো বহুত ছাত্র-ছাত্রী Agriculture বিভাগত যাব। ঠিক একেধৰণে মই কৈছো যে আমাৰ তাতে বহুত স্কুল এতিয়ালৈকে provicialition হোৱা নাই। সেই স্কুলবিলাক Provincialise কৰিব লাগে। কলেজ আছে সেইবোৰ Provincialise কৰিব লাগে। কলেজত বহুত শিক্ষক আছে, তেওঁলোকে ২০ বছৰ ২৫ বছৰ পৰা কলেজত পঢ়াই আছে। তেওঁলোকৰ আজিলৈকে permanent Job হোৱা নাই। তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে salary মাত্র ৩০০০ টকা পাই আছে। কেইদিন মান আগত মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলো,তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অর্হতা এম এ কাৰোবাৰ ডাবোল এম এ, বি এড।

Hon'ble Speaker :- ৩০০০.০০ টকা পাই আছে যে কলেজ খন Provincialise নে ভেঞ্চাৰ কলেজ হয়।

শ্রী কিশোৰ নাথ (বৰখলা) ঃ- Provincialise কলেজত lecturer কিছুমান আছে, সেইটো অলপ চাব লাগে, স্কুলত কিছুমান তেনেদৰে আছে সেইখিনিক permanent কৰি দিব লাগে।

আমাৰ বৰাক ভেলিত sports sector তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ বহুত talent ল'ৰা-ছোৱালী আছে। তেওঁলোকে national game ও খেলিছে, এছিয়ান গেমও খেলিছে, কিন্তু ভাল infrustructure নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ভালকৈ খেলিব পৰা নাই। মই এটা খেলৰ মাধ্যমৰ কাৰণে ইণ্ড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু ফুটবল গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলো। কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই। সেইটো আপোনাৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছো যে এইটো অলপমান সোনকালে দিলে ভাল হয়, তাৰ লগতে SAI Sub Centre যদি কৰিব পৰা যায় তেতিয়া খুব ভাল হ'ব। আমাৰ বৰাকভেলী এৰিয়া বুলি কলে অকল বৰাকভেলী নহয় ওচৰা-ওচৰি এৰিয়া নাগালেণ্ড, মনিপুৰ, ত্ৰিপুৰা এই গোটেইবোৰ আহি যাব। অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু বহুতো কব লগা আছিল কিন্তু সময় বৰ কম,যি হওঁক বৰাক ভেলিৰ initiative লোৱাৰ কাৰণে আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ- মই এতিয়ালৈকে ১০ জন মানৰ কভাৰ কৰিব পাৰিলো, হাত সকলোৱে দাঙিছে। মোৰ তাত যি সকলে দিছে, সকলোৰে নাম আছে। কিন্তু কথা হৈছে যে সকলোৱে যি ক'ব, নিজে অকমান ৰিভিউ কৰি লওঁক। মুল পইণ্টলৈ আহিব। মই বেল বজাম, আৰু প্ৰথমতে এটা বেল বজাম জানিব যে সময় হ'ল। তাৰ পিছত বহিব, ন'হলে মই সকলোকে ক'ব দিব নোৱাৰিম, কিছুমানৰ থাকি যাব। মই বিচাৰিছো যে সকলোৱে কওঁক। এতিয়া ঋতুপর্ণ বৰুৱা, limit your time। তাৰ পিছত আজিয আহমেদ খান, এতিয়া পইণ্টকেইটা নোট কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ সময়ৰ Constant আছে।

শ্ৰী ঋতুপর্ণ বৰুৱা (লাহোৱাল) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পোনপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো, আজি যি initiative আপোনাৰ যোগেদি হৈছে, এই initiative ৰ যোগেদি মই ভাবো যে সমগ্ৰ অসমত সমন্নয়ৰ বার্তা ইয়াৰ পৰা গৈছে। এইটো এটা আদৰিব লগীয়া আৰু প্ৰশংসনী পদক্ষেপ হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰাক উপত্যকা ভৌগলিকভাৱে আমাৰ পৰা কিছু পৃথক। বৃটিছে Divide and Rule Policy কৰি সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা বৰাকভেলীক আঁতৰাই ৰাখিছিল। তাৰ পাছত আমাৰ যি সমুহ চৰকাৰ আহিল অপ্ৰীয় হলেও এটা কথা ক'ব লাগিব। বেছিভাগ সময় আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে শাসন কৰিছিল। সেই কংগ্ৰেছ দলেও সেই Divide and Rule Policy কিন্তু একেই ৰাখিলে। একে ৰখাৰ কাৰণে আমি ৰাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা একে হ'ব নোৱাৰিলো। যি কাৰণে আমাৰ বহু সময়ত যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কথা কিন্তু আমি সকলোৱে দেখিছো, যে যদিও আমি ৰাজনৈতিক ভাৱে একত্ৰিত হোৱা নাছিলো, অন্যান্য কাৰণে একত্ৰিত হোৱা নাছিলো, আমাৰ কৰবাত মনৰ মিল আছিল। আমি সাংস্কৃতিক ভাৱে কৰবাত কিন্তু একতাৰ ডোলেৰে বান্ধ খাই আছিলো, যাৰ কাৰণে যেতিয়া দেৱজিৎ সাহাই এটা টি ভি চঅ' ত কণ্ঠৰ কাৰণে ভোটৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছিল, সেই সময়ত কিন্তু সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যাকাৰ সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে কিন্তু হৃদয় উজাৰি দেৱজিৎ সাহাক আগবঢ়াই দিছিল। তাৰমানে এইটোৱেই বুজায় যে আমাৰ মাজত কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাৱে ক'ৰবাত ক'ৰবাত একতাৰ ডোলতো সোমাই আছিল। আমি ৰাজনৈতিকভাৱে বা অন্যান্য কাৰণত আমাৰ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰত বিচিন্ন হৈ আছিলো যদিও আমি সাংস্কৃতিক ভাৱে কিন্তু এক আছিলো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছত আমাৰ চৰকাৰে মিত্ৰজোটৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত কিন্তু দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে. সেই কাৰণে এইটো

আমি সকলোৱে ক'ব লাগিব। দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছতেই বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ,পাহাৰ ভৈয়ামৰ যিটো শ্লগান সেই শ্লগানেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হাতে কামে আগবাঢ়িছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এতিয়ালৈকে ৩০ বাৰতকৈ অধিক বৰাকভেলি ভ্ৰমণ কৰিছে। অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত কোনো ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বীয়ে এনে ধৰণে যোৱা নাই। এতিয়া দৃষ্টিভঙ্গীৰ সলনি হৈছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব, তেখেতে যে অকল গৈয়েই দায়িত্ব সামৰিছে, এনেধৰণে নহয়, তেখেতে তাত পৰিবৰ্তন আনিবৰ কাৰণে অত্যন্ত নিষ্ঠাৰে, সততাৰে তেখেতে কামত আগবাঢ়ি গৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, বৰাক উপত্যকাৰ জনসাধাৰণে যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহে তেতিয়া কয় যে অসমলৈ যাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াৰ মানুহক যদি শিলচৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জলৈ যদি চাকৰি বদলি কৰা হয়, তেওঁলোকে ভাবে যে এইটো আমাৰ punishment transfer। শিলচৰ, হাইলাকান্দি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ এই জিলাসমূহৰ হয়তো ৯০ শতাংশ মানুহে ইয়ালৈ নহাকৈ এই পৃথিবীৰ পৰা বিদায় লৈছে। গতিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যিহেতু সময় কম, মোৰ মনৰ এটা ধাৰণা যে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে ওচৰ চপাই অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছো। আমি সাংস্কৃতিক ভাৱেও, সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ যোগেদিও এই দুয়ো উপত্যকাক ওচৰ চপাই আনিব লাগিব। যদি youth Festival ৰ কথা কওঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি youth Festival পাতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালৰ কলেজ সমুহৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। শিলচৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত যদি পাতে তাতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। আমি ভাবো যে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে যদি এই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যায়, আমাৰ এই youth Festival বোৰ আমি যদি ব্যতিক্ৰম ধৰণে পাতিব পাৰো। আমাৰ শিলচৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যদি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যলয়, মঙ্গলদৈ কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যদি শিলচৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ বিনিময়ৰ যোগেদি যাতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভৱিষ্যৎ দিনত আমাৰ সমন্বয় ৰক্ষাৰ এটা শক্তি শালী পদক্ষেপ হ'ব বুলি মই ভাৱো। তাৰ লগে লগে আমাৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ যিবোৰ অনুষ্ঠান পাতো, যদি গুৱাহাটীত পাতো, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰভেলিৰ কেইটামান সাংস্কৃতিক দল লৈ আমি সীমাবদ্ধ হৈ থাকো, আকৌ শিলচৰত যদি পাতো, সেই অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক দল কেইটাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকো। গতিকে এই গোটেইবোৰ যেন সমগ্ৰ অসম কেন্দ্ৰীক বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোকে একে কৰি, বৰাকত যি সমুহ সাংস্কৃতিক সম্ভাৰ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰভেলী যিবোৰ সাংস্কৃতিক সম্ভাৰ হৈ আছে, আমি সকলোকে একত্ৰিত কৰি ইটোৰে সিটোক জনাৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখিনি মই মোৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিলো। মই নিজেও ইতিহাসৰ ছাত্ৰ আছিলো এতিয়া মই দেখিছো যে ইতিহাসত ১৮৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত বৰাকভেলীৰ এটা অনবদ্য অৱদান আছিল এইটো অঞ্চলত। কিন্তু আমি নাজানো, নজনাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ পাঠ্যপুথিত সেই ব্যৱস্থাতো নাই। বৰাক উপত্যাকাৰ যি সকল বীৰ-বীৰাংগনা, বৰাক উপত্যাকাৰ যিসকলে স্বাধীনতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সকল বৰেণ্য ব্যক্তিৰ সেই বৰেণ্য ব্যক্তিসকলক কিন্তু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে জানিব পৰাকৈ পাঠ্যপুথি বা অন্যান্যত যেনেধৰণে আলোচনা-বিলোচনা হ'ব লাগে, তেনেধৰণে আলোচনা-বিলোচনা নহয়। এই বিষয়ত কিন্তু বৰাকভেলীৰ বীৰ-বীৰাংগনা সকলক উলিয়াই অনাৰ কাৰণে আমি জানিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। গতিকে আজি মোৰ

এটা অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছো, মই আশা ৰাখিম যে আমাৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিবলৈ আমাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু আমি একেলগে অসমখনৰ উন্নতি কৰি যাব লাগিব। ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ- এতিয়া আজিজ আহমেদ খান।

শ্রীআজিজ আহমেদ খান (দক্ষিণ করিমগঞ্জ) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যে বরাক উপত্যকার উন্নয়নের স্বার্থে উদ্যোগ নিয়েছেন তার কারনে আমি বরাক বাসির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অন্যান্য বিধায়করা অনেক কথা বলেছেন, আমিও কিছু কিছু কথা তুলে ধরব। বরাক ভেলিতে তিনটি জেলার মধ্যে খালি পদ যথেষ্ট আছে। ডি সি অফিস হোক বা অন্য যে কোন অফিস হোক ৫৫ শতাংশ পদ খালি অনেক আছে। যার কারণে আমাদের কোন কাজ হতে পারেনা। যে কোন উন্নয়নের জন্য social welfare, D.C Office, PWD বা Education Department গেলে ৫৫ শতাংশ পদ খালি থাকে। একজন অফিসার তিনটা চারটা পদ নিয়ে আছেন এবং তার সঙ্গে NRC কাজও আছে। যার কারণে আমাদের উন্নয়নের যে কাজ গুলো সে গুলো যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে সরকারের পক্ষ থেকে উন্নয়ন করতে চাইলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। ডি. সি অফিসে গেলে একজন এ.ডি.সি কে চারটা পাঁচটা দায়িত্ব যেমন এন আর সি, আই সি. ডি. এস, ভূমি অধিকারিকের দায়িত্ব সব গুলো নিতে হয়েছে। তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে তিনি এন. আর. সির কাজের জন্য ব্যস্ত। অন্য কোন কাজ করতে পারব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু দিন আগে করিমগঞ্জে গেছিলেন, সে দিনও আমি উনাকে বলেছি, আমাদের খালি পদ গুলো পূরণ করে দেওয়ার জন্য। আমাদের বরাক ভেলিতে যে গুলো PHE আছে সেগুলো বরাক ভেলির করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, এবং কাছাড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ অকেজো অবস্থায় আছে। কিন্তু অফিসারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে এগুলো ঠিক আছে। তিন মাসে যদি একটা প্রকল্পতে জল দেয়, তাহলে প্রকল্পগুলো পাবলিকের কি প্রয়োজনে আসবে। এখন বলব NH ৮ এর কথা। করিমগঞ্জ জেলার প্রথম স্থান হল বদরপুর। করিমগঞ্জের পূয়ামারা থেকে ত্রিপুরা বর্ডার পর্যন্ত যে এন.এইচ রোড আছে তার হাল অত্যন্ত খারাপ। পুয়ামারা থেকে শুরু করে মোল্লাগঞ্জ হয়ে, আসিম গঞ্জ, পাথারকান্দি হয়ে ত্রিপুরা বর্ডার পর্যন্ত যে রাস্তা আছে, তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল । আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিমল শুক্ল বৈদ্য মহাশয়ের গাড়ী একদিন সেখানে আটকে যায়। তাই আমার বিশেষ অনুরোধ যে এই রাস্তাকে যেন সংস্কার করা হয়। আমাদের থার্ড গ্রেড ও ফোরথ গ্রেড পোষ্টের জন্য যে খালি পদগুলো আছে, সেগুলো পদে আমাদের স্থানীয় ছেলেরা কাজটা পেলে ভালো হয়। অন্য জায়গা থেকে খালি পদগুলো পূরণ হলে আমাদের বরাক ভেলির বেকাররা চাকরি পান না। বেকারত্বের ফলে তারা ড্রাগসের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে করিমগঞ্জ জেলা ড্রগসের জন্য বিখ্যাত। আমাদের পাথারকান্দি আর দক্ষিণ করিমগঞ্জের কিছু অংশ ড্রাগসে জর্জরিত। তার কারণ হল বেকারত্ব খুব বেশি । আর অপরটি হল প্রাইভেট কাজ করার জন্য মিজোরাম, নাগালেণ্ড, মণিপুর বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যায় আর সেই জায়গায় তারা সুরক্ষিত নয়। বরাক ভেলি অত্যন্ত পিছপরা অঞ্চল। বিগত বাজেটে আমাদের করিমগঞ্জে একটি কাজের উল্লেখ ছিল সেইটা হল মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই মেডিক্যাল কলেজের এখন পর্যন্ত ভিত দেওয়া হয় নাই। সময়ও চলে যাচ্ছে, আর একটা বাজেট সেশন চলে আসছে কিন্তু এখন পর্যন্ত জায়গাও ঠিক হয় নাই। করিমগঞ্জ জেলার বিশেষ আর একটা অসুবিধার কথা উল্লেখ করছি, তা হল স্টাম্প পেপার। স্টাম্প পেপার পাওয়া যায় না। দালাল শ্রেণীর লোকেরা

১০ টাকার স্টাম্প ২০ টাকায়, ৫০ টাকার স্টাম্প ১০০ টাকায় পর্যন্ত দামে বিক্রী করছে। তার কারণটা কি? তাই আমার অনুরোধ এই দালালি টা যাতে বন্ধ হয়। স্বাধীনতার ৭০ বছর হয়ে গেছে, উন্নয়নের জন্য সরকার অনেক পরিকল্পনাও নিচ্ছেন কিন্তু উন্নয়ন খণ্ড যদি না থাকে, তাহলে উন্নয়ন কি ভাবে হবে। আমাদের অসমের ১২৬ টা বিধান সভা সমষ্টির মধ্যে আমার দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধান সভায় উন্নয়ন কার্য্যালয় আজ পর্যন্ত নেই। যদিও সরকার ১ বছর আগে একটা নোটিফিকেশন জারি করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তাবায়ন হয় নাই। আমি মনে করি বিগত সরকারের দিনেও এভাবে নোটিফিকেশন দিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় নাই। আজ এই সরকারেরও তিন বছর দুই মাস হয়ে গেল কিন্তু এই কাজ হবে কি হবে না সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ যোৱাকালি আপোনাৰ প্রশ্নত চৰকাৰে কি উত্তৰ দিছে?

শ্রী আজিজ আহমেদ খান (দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ)ঃ ৩১ তাৰিখে উত্তৰ দিব বুলি কৈছে।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ ঠিক আছে, তেন্তে আপুনি ৩১ তাৰিখে উত্তৰটো পাব।

শ্রী আজিজ আহমেদ খান (দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ)ঃ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, তিনি করিমগঞ্জ লোকসভায় দুই বার করে ভোট খেলেছেন। সব গুলো গ্রাম তাঁর জানা আছে। আমাদের বৈদ্যুতিক করণের খুব অভাব। পাণীয় জলের অভাব। শিক্ষার অত্যন্ত দুরবস্তা। অসমের ৩৩ টি জেলার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলা সব থেকে পিছিয়ে পড়া জেলা। নমস্কার।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ এতিয়া আমিনুল হ'ক লস্কৰ।

শ্রীআমিনুল হক লস্কর (সোনাই) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজ আপনার উদ্যেগে বরাক অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে পুরো দিনটা এই পবিত্র সদনে আলোচনার জন্য আজ ২৭-০৭- ২০১৯ এই দিনটা বরাক উপত্যকার মানুষের জন্য ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই পবিত্র সদনের বহু ইতিহাস আছে। কিন্তু আজকের ইতিহাস টা বরাকের জনসাধারণের জন্য মন ছুয়ে যাওয়ার ইতিহাস। বরাকের সমস্যা নিয়ে এর আগে অসম বিধান সভায় কোন অধ্যক্ষ এভাবে ইনিশিয়েটিভ নেন নাই। তাই আমার এবং বরাক বাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়। বরাক উপত্যকায় বর্তমানে তিন জেলা। কাছাড়, হাইলাকান্দি, ও করিমগঞ্জ জেলা। দেশ স্বাধীনতার পরে বরাক উপত্যকায় একটি জেলাই ছিল সেইটা হল কাছাড় জেলা। কাছাড় জেলার দুইটা মহকুমা ছিল - একটা হল, হাইলাকান্দি আর অপর টা হল করিমগঞ্জ। আশির দশকে প্রথম করিমগঞ্জ জেলা হল। তারপর হাইলাকান্দি জেলা। আজ বরাক উপত্যকার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া নিয়ে এই পবিত্র সদনের জানা দরকার। এই বরাক উপত্যকার চার দিকে চারটি পাহাড় আছে। পূর্ব দিকে ভূবন পাহাড়, ভূবন পাহাড়ের পূর্ব দিকে মণিপুর রাজ্য। দক্ষিণ দিকে লুসাই পাহাড়, যার সীমা মিজোরাম রাজ্যের সাথে। উত্তর দিকে বরাইল পাহাড়, যার সীমা ডিমা-হাসাও এর সঙ্গে। জয়ন্তীয়া পাহাড় মেঘালয়ের সাথে সীমা যুক্ত। এই চারটা পাহাড়ের মাঝে যে উপত্যকা তার নাম হয়েছে বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকার পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ এবং করিমগঞ্জ জেলার সীমার দিকে ত্রিপুরা রাজ্য। দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৭২ বছর। এই পবিত্র সদনের বয়স আজ ৬৮ বছর। কিন্তু বরাক উপত্যকার যতটুকু উন্নয়ন হওয়ার দরকার ছিল, আজ ততটা হয় নাই বলে আপনি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন অধ্যক্ষ মহোদয়। বরাক উপত্যকার প্রায় ১৫০ জন বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ হলে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় ৭২ টি মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন, এবং এই ৭২ টি মেমোরেণ্ডাম আপনি আমাদের বিধায়কদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন। বুদ্ধিজীবি

যারা মেমোরেণ্ডাম দিয়েছেন, তারা আজ দেখছেন তাদের মেমোরেণ্ডামের বিষয়ে সদনে কি আলোচনা হয়। আমরা যারা বিধায়ক আছি আমরা সমষ্টি নিয়ে ব্যস্ত। আজ যে আলোচনাটা হয়েছে সেইটা হয়েছে বরাকের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে। প্রত্যেক সন্মানীয় বিধায়করা একটা পয়েন্টের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা না হলে একটা উপত্যকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৃটিশরা যদি বরাইল পাহাড়কে বুক চিড়ে রেল লাইন না করত তাহলে আমাদের বরাক উপত্যকা আজ রেল লাইনের মানচিত্র থেকে বাইরে থাকত। ১৮৯৫ সালে বৃটিশরা মিটার গেজের কাজ শুরু করে। মাত্র ১১ বছরে ১৯০৬ সালে মিটার গেজের কাজ সম্পন্ন হয়। লামডিং শিলচর রেল যোগাযোগ শুরু হয়। দীর্ঘ ১০০ বছর আমরা বরাক উপত্যকার মানুষ ও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মিটার গেজ দিয়ে যাতায়াত করেছি। কিন্তু যখন ১৯৯৬ সালে দেবগৌড়া সরকারের সময় মিটার গেজকে কনভারশন করে ব্রডগেজের প্রস্তাব নিল এবং ১৯৯৬ সালে ব্রডগেজের শিলান্যাস করা হল। কিন্তু দীর্ঘ ১৮ বছর লাগল লামডিং থেকে গেজ পরিবর্তন করে শিলচরে ব্রডগেজ আনতে। এই যে দীর্ঘ ১৮ বছর, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে উন্নয়নের অগ্রগতিতে বরাক অঞ্চল অনেক পিছিয়ে থাকলো। আর এই ১৮ বছরকে মেক-আপ করতে হলে একটা যোজনার প্রয়োজন আছে। রেল লাইনে বরাইলের মধ্যে দিয়ে আমরা শিলচর বা বদরপুর পর্যন্ত আসছি, সেইটা একটা বরাইল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে । মনসুনের জন্য বৃষ্টি বাদল হয়, ধস নামে এবং তার ফলে বিজি লাইন বন্ধ থাকে। এই মাসের ১৬ দিন প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলাম। এখানে একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছে, ১৯৮৪ সালে লংকা থেকে চন্দ্রনাথ পুর হয়ে রেল লাইন হওয়ার যে সার্ভে হয়েছিল, তা কি কারণে যে সেটা হিম ঘরে চলে গেল? লংকা থেকে চন্দ্রনাথ পুর পর্যন্ত প্লেইন এরিয়াতে যদি রেল টেক বসানো হয় তাহলে সেই রেল টেক টা ইলেকট্রিক ব্রডগেজে ফাস্ট লাইন হবে। সেই লাইনটা গুয়াহাটি থেকে লংকা, লংকা থেকে চন্দ্রনাথপুর, এবং চন্দ্রনাথ পুর হয়ে শিলচর হবে। এর দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার কমে যাবে। আমরা ৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি থেকে শিলচরে পৌছতে পারব। ইলেকট্রিক লাইন করা সম্ভব হবে কারণ বর্তমানে যে লাইন টা চলছে সেটা ডাবল লাইন করা সম্ভব নয়। কারণ যে টানেল গুলো আছে সেই টানেলগুলো সিঙ্গল লাইনের। এর জন্য আর দ্বিতীয় লাইন হবেনা। দ্বিতীয় লাইন যদি করতে হয় তাহলে লংকা চন্দ্রনাথপুর করতে হবে। সড়ক যোজনার কথা অনেকেই বলেছেন । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজীর স্বপ্ন সৌরাষ্ট্র থেকে শিলচর পর্যন্ত চার লাইনের সেই রাস্তা হাফলং পর্যন্ত প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু হাফলং থেকে শিলচর পর্যন্ত সেই রাস্তার কাজ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বন্ধ ছিল। আজ সমস্থ অজুহাত শেষ হয়েছে, আমরা ওয়ার্লড লাইফ থেকে এন ওসি পেয়েছি। এন ওসি যখন কমপ্লিট হয়েছে তখন আমাদের বরাক উপত্যকার মানুষের গণ দাবি যে সেই রাস্তাটা যাতে অতি সত্বর কমপ্লিট হয়। আমাদের পি ডাব্লু ডি মন্ত্রী ছিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য তিনি বলেছিলেন আরও একটি বিকল্প রাস্তা নেলি থেকে হারাঙ্গাজাও, ও হারাঙ্গাজাও থেকে শিলচর একটা রাস্তার সার্ভে হচ্ছে। আমি শুনেছি সেই রাস্তার লেণ্ড কম্পেনশেসন টাকাও কিছুটা জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রাস্তাটা যাতে অতি সত্বর হয়, তাহলে আমরা বিকল্প একটা রাস্তা পেয়ে যাব। আজ আমরা শিলং- শিলচর রাস্তা দিয়ে চলছি সেই রাস্তা একশো বছরের বৃটিশ আমলের রাস্তা। এই রাস্তা ভালো ছিল কিন্তু অতিরিক্ত ট্রাফিকের জন্য রাস্তা খারাপ হয়ে যায়। তার জন্য একটা বিকল্প রাস্তা দরকার। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার একশো ছয় টা বিকল্প ওয়াটার ওয়েজ রাস্তা সিলেকশন করেছেন এর মধ্যে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জের ভাঙ্গা থেকে কাছাড় জেলার

লক্ষীপুর পর্যন্ত। বরাক নদী খননের কাজ চলছে। নমামি বরাকের একটা অঙ্গ ছিল বরাক নদীর খনন। বরাক নদীর খননের কাজটাকে আরও তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। বরাক নদীর খননের পর করিমগঞ্জের ভাঙ্গা থেকে কাছাড়ের লক্ষীপুর পর্যন্ত যাতে জাহাজ চলাচল করতে পারে। আজ এয়ার ওয়েজের কথা বলা হয়েছে। বিকল্প একটা এয়ার পোর্টের দরকার। জায়গা নিয়ে আমার কোন কন্টভারসি নাই। আরও একটা এয়ার পোর্টের দরকার আছে। আমরা যখন বিধায়ক হই তখন গুয়াহাটি থেকে শিলচর আসি তখন প্লেন ফেয়ার ছিল ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা। পৃথিবীর মধ্যে এত কম দূরত্বে আমাদের কুম্ভিরগ্রাম থেকে গুয়াহাটি ১৬ হাজার, ১৮ হাজার এত বেশি মূল্য ভাড়ার। মাত্র ২৫ মিনিট দূরত্বে। কিন্তু মাঝে ফ্লাইট বেশী ছিল, স্পাইস জেটের দুটা ছিল, জেটের দুটা ছিল। জেট বন্ধ হওয়ার পরও স্পাইস জেটের একটা ফ্লাইট এখনও আছে। বিকেল ৩ টার সময় শিলচর থেকে ছাড়ে, আর গুয়াহাটিতে বিকাল ৩.২৫ পৌছায়। ১৬/১৭ হাজার টাকা বর্তমান ফেয়ার। আমার অনুরোধ আপনার কাছে যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি ঠিক না হয় তাহলে বরাকের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। শিলচর থেকে গুয়াহাটির বিমান ভাড়া টা যাতে কম হয় এবং আরও যাতে বিমানের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য অনুরোধ রাখছি।

শিক্ষা ব্যবস্থা -- শিক্ষার অবিহনে একটা সমাজ, জাতি উপত্যকাকে উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষা বিভাগকে মানব সম্পদ বিভাগ বলা হয়। আমরা যারা অবিভাবক, আমরা মানব আর আমাদের ছেলে মেয়েরা সম্পদ ও দেশের সম্পদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বরাক উপত্যকার এল পি স্কুল বা প্রাথমিক বিদ্যালয় যে গুলো আছে , সেখানে ছাত্র অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। আর বাংলা মিডিয়াম স্কুলে মার শিক্ষক আছেন। বেঙ্গলী মিডিয়াম স্কুলে মণিপুরী শিক্ষক আছেন। মণিপুরী ও মার মিডিয়াম স্কুলে বেঙ্গলী শিক্ষক আছেন। এই মিডিয়াম দেখে যাতে টেট শিক্ষক নিযুক্তি দেওয়া হয় সেইটা আমার একটা অনুরোধ থাকলো। এম. বি, সিনিয়র বেসিক, এল. পি, ও বেসিক, এম. ই স্কুলে বর্তমানে কাছাড় জেলাতে বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই। এম.ই স্কুলে যদি বিজ্ঞান শিক্ষক না থাকে সেই ছাত্র হাইস্কুলে গিয়ে বিজ্ঞান পড়তে পারবেনা। এম.ই স্কুল গুলোতে যাতে বিজ্ঞান শিক্ষক দেওয়া হয় তার জন্য একটা অনুরোধ রাখলাম।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ মোৰ এটা অনুৰোধ আছে। আপুনি ভাল কৈছে। It is a informative speech. I appreciate your speech. কিন্তু মই আপোনাক আৰু বেছি সময় দিব নোৱাৰিম। কাৰণ আপোনাৰ ওচৰত বহি থকা বিধায়কজনেও ক'ব বিচাৰিছে। I think you should give your points to him. মই বাকী সকলকো চাব লাগিব। গতিকে মই আপোনাক আৰু দুই মিনিট দিছো। আপোনাৰ বাকী থকা points বোৰ মোক লিখিতভাৱে দিব। It will be part of the record so that the Government can take necessary action.

শ্রীআমিনুল হক লস্কর (সোণাই)ঃ - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শুধু পয়েন্ট গুলো বলছি। আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে বলছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ মই আপোনাৰ কথাখিনি লিখিতভাবে দিবলৈ কৈছো। সেই কথাখিনি আমি মন্ত্রী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ালৈও পঠাম। তেখেতসকলে তাৰ ওপৰত অধ্যয়ণ কৰি ৯০ দিনৰ ভিতৰত আমাক এটা report দিব। সেই report ত এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ আহিব। গতিকে এতিয়া আপুনি ২ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ কথাখিনি শেষ কৰক।

শ্রীআমিনুল হক লস্কর (সোণাই) ঃ- আমাদের শিলচরে একটা মেডিক্যাল কলেজ আছে। এই

মেডিক্যাল কলেজটা তিনটা জেলার মধ্যে সীমিত নয়। এই কলেজটা মিজোরামের কলোজশিপ ডিসট্রিক্ট, মণিপুরের জিরিবাম, ও ত্রিপুরার ধর্মনগর এই তিন জেলা থেকে রোগীরা আসেন। সেই মেডিক্যাল কলেজকে সুপার স্পেশিয়ালিস্ট মেডিক্যাল কলেজ করার জন্য সরকারের একটা প্রস্তাব আছে। এই মেডিক্যাল কলেজে যে সব বিভাগ নেই , অনেক বক্তারা বলেছেন সেই বিভাগ গুলোকে যাতে পূরণ করা হয়। আমার একটা অনুরোধ থাকলো যে পর্যটনকে উন্নত করা হোক। আজ বরাক উপত্যকাকে যেন পর্যটন ক্ষেত্র হিসাবে আমরা গড়ে তুলতে পারি। আজ সোন বিলের, মালেগড়ের, ও চাতলা বিলের কথা বলা হয়েছে। ভূবন পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। সেগুলোকে একত্রিত করে পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। পর্যটন যখন হবে, তখন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা বরাক উপত্যকাকে চিনতে পারবো। আমার মনের কথা একটা বলছি অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের শিলচর সিভিল হাসপাতাল বলে একটি হাসপাতাল আছে, আর সেই সিভিল হসপিটালের জমি দান করেছিলেন ফেসাই মিঞা । ২০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। কিন্তু আমাদের শিলচরের একজন নেতা ছিলেন তিনি যখন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সাংসদ ও মন্ত্রী হন তখন এই সিভিল হসপিটালকে নাম পরিবর্তন করে তাঁর বাবার নামে করলেন, শচীন্দ্র মোহন দেব হাসপাতাল। আমার ও বরাকের সমস্থ মানুষের অনুরোধ যে এই হাসপাতালের নাম শিলচর সিভিল হাসপাতাল থাকুক না হলে ফেসাই মিঞা সিভিল হাসপাতাল হতে হবে। কারণ এই হাসপাতালে উনার বাবার কোন অবদান নেই। আজ শিলচর ডি এস এরও নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, শচীন্দ্রমোহন স্টেডিয়াম।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ এইখিনি কথা ইয়াত আজি আপুনি নানিব। কিবা কথা আছে যদি আপুনি চৰকাৰক জনাব। ইয়াত নহয়। ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনাৰ যিকেইটা points আছে সেইকেইটা আপুনি লিখিত আকাৰে আমাক দিব।

শ্রী আমিনুল হক লস্কৰ (সোণাই) ঃ ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ। এতিয়া ড° মানসিং ৰংপি।

Dr. Mansing Rangpi (Baithalangshu) : Hon'ble Speaker Sir, thank you very much for bringing the Speaker's Initiative on many matters starting with Tea Gardens then the Hill Areas and now the Socio-Economic Development of Barak Valley. Assam consists of two valleys, the Brahmaputra Valley and the Barak Valley and between these two valleys, of course the Hill Areas. All the speakers so far have been speaking solely about the Barak Valley. But for going into the Barak Valley, one has to travel accross the Hill Areas. Without taking care of the Hill Areas, there will be a bottleneck. The squeezing that has taken place between the Barak and the Brahmaputra Valley are mainly due to lack of interaction between the Barak and the Brahmaputra Valley. Our gap is mainly emotional. There was a time when there was a lot of integration between the Barak and the Brahmaputra Valley. For those who don't recall, one must remember that our third Chief Minister of Assam, Bimala Prasad Chaliha

got elected from the Barak Valley instead of being elected from the Brahmaputra Valley. And later on, people from the Barak Valley also were given places of prominence, like Moinul Hoque Choudhury during the Congress regime, during the BJP regime, Prafulla Kr. Mahanta, Hon'ble MLA who is present here, Sohidul Alom Choudhury. Now, the same spirit has to be revived for giving a place of honour, that sense of belonging to the State and this must to do with our mind. Today, our minds are opening up. Its occupying our mind's space for bringing this socio-economic development of Barak Valley in the public domain. It is said that what is out of sight is out of mind and the other thing is that, the eyes do not see what the mind doesn't know. So, it is occupying our mind's space and for this, while going to the Barak Valley we must take care for exemple, the four lane, the bottle/neck of course in the Hill Areas in Dima Hasao, beyond Jatinga. The same problem is there with the alternate route from the Brahmaputra Valley to Barak Valley. All people have been speaking of having to go though Meghalaya. There is actually a proposal for having the Assam State Road Project from Amsoi Gate, Amsoi, Baithalangso, Dongkamukam Kheroni, Diangmukh and beyond Panimur, Dehangi, Guinjung, Harangajao and Silchar. That will pass through Katigorha Constituency. The other poll in will pass through from other area Borkhola and the Constituency from where Hon'ble MLA Shom is presenting. So that prong attack so far the progress has been made in the poll in but not in the alternate land and in the 12th Assembly. One resolution was about to be passed. That the alternate road from the Brahmaputra Valley to the Barak Valley should be taken another State Road Project but due to the problem of mainly land acquisition which actually delaying the project. That one because of this NRC update. But the NRC update is almost over. So, now the land acquisition problem should not be there and sufficient money has been given to us by the Ministry of Road Transport and High ways in the form up Special Acceleratory Road Development Programme North East (SARDPNE). Now that one money has to be utilized for the construction of this road what was form, actually the resolution could not be passed because of lake of finances. Now we do not have lake of finances. This matter should be perused and there

is always that sighting one problem is that the soil condition is not good, the roads are very bad specially in Kalayan subdivision, Hon'ble MLA Amar Chand Jain knows, that three roads have already been built in Maligaon area due to erosion another road has been built bridges has collapse. Now new technology has to be adopted. The technology has already been tried from the road from Sokhna to Karsion in North Bengal in Darjeeling district that is within our rich and it is implementable. So that no more erosion takes place. So that takes care of the road communication and about rail communication that just a little hundred years old being recently converted from meter gauge to broad gauge. Any land slide at gauge any heavy rain at gauge. This rail line remains closed. Now for these other people have mentioned that we should actually established of proper rail communication from the Brahmaputra Valley to the Barak Valley and back. Now this one it has to be taken right earnest that because this is not only for Barak Valley. This will go beyond Barak Valley to Tripura to Mizoram and to Manipur. Actually augment a Act East policy. For this from Mizoram it will go on to Kaladan River up till Sittwe that give us actually a port access which special agreement with Myanmar. Now unless this Barak Valley is developed that Act East Policy will remain only on paper. We have to developed and once they Act East Policy all the dhara phase are established the Socio Economic Development of Barak Valley will take palace and the other thing is not only from Assam we have to some synergy with those other states like Meghalaya, Mizoram, Manipur and Tripura. Because they stands to benefit along with the Barak Valley and Barak Valley when we had the Stake Holder's meeting on the 23rd July in Gopinath Bordoloi auditorium. There was a talk of actually all the sick tea gardens out of 108 tea gardens there many of them sick. This one can be revived by having actually Tea Auction Centre with people one to buy tea from the Barak Valley with this own peculiarities, own aroma its own flavor. Not only from Guwahati Auction Centre if it a established there and people will demand the development of rail, road and of course air connectivity as our Hon'ble Member Aminul Haque Laskar said that air connectivity is unaffordable from cost. 16 thousand rupees while going from the Delhi from here it is around under six thousand rupees some we get. Now this is the scheme by the Government of

India is called Urann. We must get the Ministry of civilization to actually bring about this Uran Scheme for actually subsidizing this air connectivity of the area and that way can get a connectivity and other matters that must be revive is that Hon'ble Member Shri Kamalakhya Dey Purkayastha talk about actually lake of power. In Tripura we have actually a gas space power station called Palatana power station. Now in Barak Valley we have gas availability at Adamtilla. Same model that they have in Palatana or the same model that they have in Namrup that gas can be utilized for generation of power and while we will talk about flood in the Brahmaputra Valley we forget about the flood in the Barak Valley. There sub plan for actually implementing the Tipaimukh Project which will actually generate by power at the same time that also will control by flood and the erosion that all other Speakers spoken about and about the industrialization.

Hon'ble Speaker : Please conclude. I cannot give you more time. If you can give in writing your suggestion that will also a part of the debate.

Dr. Manshing Rongpi : Sir, we have to have both mental and physical and emotional integration between the Barak Valley and the Brahmaputra Valley for all round development of the Barak Valley along with the rest of the state. Thank you.

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ এতিয়া শ্রী ৰূপজ্যোতি কুর্মী।

শ্রী ৰূপজ্যোতি কুর্মী (মৰিয়ণী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আপোনাক বৰাকৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণৰ ভৱিষ্যত এটা লৈ আজি আপুনি যি বিশেষ আলোচনা আহ্বান কৰিলে ইয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াত বক্তব্য ৰখাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সন্মানীয় মোৰ সতীর্থ বিধায়ক শ্রী কমলাক্ষ দে পুৰকাস্থ, শ্রীৰাজদীপ গোৱালা, শ্রী জামালউদ্দিন চাহাবে আমাৰ কংগ্রেছ দলৰ হৈ বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল। আপুনি যি উদ্যোগ লৈছিলে বিভিন্ন সংগঠন আহি আপোনাক স্মাৰক পত্র দিছিল। যি সমূহ বিষয় আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক সকলে ইতিমধ্যে ক'লে সেই সমূহ নকৈ মই অন্য কিছু বিষয় অলপ চুই যাব বিচাৰিছো। আজিও কেইবাগৰাকী সতীর্থ বিধায়কে কৈছে যে বৰাক ভেলীৰ ক্ষেত্রত ক'ৰবাত বৈষম্য এটা হৈ থকা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে। মই ৰাজনীতি কৰণ কৰিবলৈ বিচৰা নাছিলো কিন্তু ক'বলৈ বাধ্য। শাসকীয় পক্ষৰ এজন বিধায়কে ক'লে যে বৃটিছে যেনেকৈ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচী কৰিছিল, তেনেকৈ কংগ্রেছেও ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কৰি বৰাক ভেলীক পিছু�ৰাই ৰাখিলে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে কংগ্রেছৰ দিনত আমি দুজনকৈ হ'লেও কেবিনেট মন্ত্রী দিছিলো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ কাৰো নাম লোৱা নাই আৰু কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা নাই। আগৰ চৰকাৰ বুলি কৈছে।

শ্ৰী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ নহয় কৈছে চাৰ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ কথাখিনি খুব ভালকৈ কৈছে। যদি কিবা ভুল হৈছে আমি এক্সপাণ্ড কৰিম। কিন্তু সেইটো ৰিপিট নকৰিব। কংগ্ৰেছ শব্দটো নক'ব। I deleted it.

শ্ৰী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে এজন মন্ত্ৰী দিছে। যিটো আমি অনুভৱ কৰো যে বৰাকক লৈ বৈষম্য কৰা হৈছে। আমি যদি চাওঁ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰী দিলীপ পাল ডাঙৰীয়াই চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা যি বক্তব্য দাঙি ধৰিলে, তেওঁ ৰাস্তা, হস্পিতাল, বিদ্যালয় আদি বিভিন্ন বিষয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। কিন্তু আমাৰ তাত থকা ২২ খন অসমীয়া গাওঁৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ নকৰিলে। তেওঁ বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী হওঁক, অন্যান্য জনজাতিৰ যি সকল লোক আছে, যি সকলে স্মাৰক পত্ৰ দিব আহিছিল সেই লোক সকলৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ নকৰিলে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ দিলীপ পালে উল্লেখ নকৰিলে। বাকী সকলেও উল্লেখ নকৰিলে নেকি? তেওঁৰ এটা speech দিয়াৰ অধিকাৰ আছে। You don't accused like this. its not good. এতিয়ালৈকে ১২ জন স্পীকাৰে কথা ক'লে। কেইজন মানেটো কৈছে। মই শুনিছো। Attacking each other is not allowed. আপুনি দিলীপ পালৰ কথা কৈছে। তেখেতে প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন কৰি কৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাল ৰ পৰাও কৈছে আৰু বহুতে সেই সকলৰ কথাও কৈছে সৰু সৰু জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে। কোনোবা এজনে নোকোৱাৰ কাৰণে আকৌ এটা বেয়া মেচেজহে যাব। তেখেতে নক'লে তাৰমানে আমাক বেয়া পায়, সমন্নয়ৰ কথা কৈ আছে। আপোনাৰ পইন্ট কেইটা কওঁক, অন্য কোনে কি কৈছে দৰকাৰ নাই।

শ্ৰী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ চাৰ, আমি আশা ৰাখিছো আপুনি হস্তক্ষেপ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ত্ততে কৰিব যদি এনেকুৱা কিবা দেখে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ঠিক আছে।

শ্ৰী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ আমাৰ অসম গৌৰৱ আনন্দ ৰাম বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেত প্ৰথম অসমৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী আৰু তেখেতে কলকতাৰ Presidency College পৰা সেই সময়তে ১৮৭০ চনত উৰ্ত্তীৰ্ন হৈছিল। আমি যদি চাওঁ, কেতিয়াবা মই চাহ জনগোষ্ঠী বুলি, এটা সময়ত হৈছিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ কুলি বঙালী, বঙালী, মজদুৰ, বনুৱা সেইবুলি আমাক এটা সময়ত কোৱা হৈছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নকয়, অৰ্থাৎ বৈষম্যটো আজিৰ তাৰিখত আঁতৰিছে। ঠিক তেনেকৈ বৰাক ভেলীৰ লোক সকলে ভাৱি থাকে যে অসমত অসমৰ লোক সকলে আমাক বৈষম্য কৰে, সেয়েহে সেই ভাৱধাৰাবোৰ আজি দূৰ কৰিবলৈ অধ্যক্ষ মহোদয়ে এটা ডাঙৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। মই ভাৱো ভবিষ্যতৰ দিনত এনেকুৱা ভাৱধাৰাবোৰ আঁতৰ হ'ব। আনন্দ ৰাম বৰুৱা সেই সময়ৰ এজন অসমীয়া লোক কলকতাৰ Presidency College ত পঢ়ি আছিল, কিন্তু যদি বঙালী লোকসকলে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় যে অসমীয়া লোক এজনক আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ নিদিওঁ। তেতিয়াহলে আমি আনন্দ ৰাম বৰুৱাক এজন প্ৰথম ICS বিষয়া আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত ষষ্ঠ ICS বিষয়া হিচাপে নাপালোহেঁতেন। সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ যেনেকৈ বিশ্বত তেখেতৰ নাম বিয়পি পৰিছে HMV কোম্পানীৰ লগত তেখেত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল আৰু বহু বছৰ ধৰি তেখেতে কলকতাত আছিল। অসমীয়া লোক এজনে আমাৰ ইয়াত থাকিব, নাম কৰিব, টকা উপাৰ্জন কৰিব গতিকে সেই মানুহ জনক আমি ইয়াত গান গাবলৈ নিদিও, বিশেষকৈ বেঙ্গুলী

গান। যিহেতু তেখেতৰ বহুত বেঙ্গুলী গান আছে। যদি এই ধৰণে বঙালী সম্প্রদায়ৰ লোকসকলে ভাবিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ড° ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই ইমান ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। এই যে বৈষম্য, মানুহৰ মাজত ভুল বুজা বুজি এই বোৰ আগতে নাছিল। ১৯৮৭, ১৯৯০ সেই সময়ত হয়তো ড° ভূপেন হাজৰিকা নাছিল কিন্তু তাৰ পিছত কৰবাত আমাৰ ভাষা আন্দোলন, অসম আন্দোলনত কিছু পৰিমাণে বিভেদৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু সেই ভাৱবোৰ আমি এতিয়া দূৰ কৰিব লাগিব আৰু আমি বৰাক, বহ্মপুত্র উপত্যকা সকলো একেই অসমৰ বাসিন্দা সেই ভাৱটো আনি যদি আমি আগ বাঢ়ো তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমি অসম খনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। মই চমু চমুকৈ কিছুমান কথা কৈ যাব বিচাৰিছো যে আমাৰ চাহ বাগানৰ যি সকল লোক আছে মই যোৱা কালিও বিষয়টোত কৈছো যে আগতে মই বিধান সভাৰ সদস্য হিচাপে ইমান পুৰণা নহয় যদিও কিন্তু বাগান আগতে এনেকৈ বন্ধ হৈ যোৱা দেখা নাছিলো কিন্তু এতিয়া বাগানবোৰ বন্ধ হ'বলৈ ধৰিছে, টাটা টি কোম্পানী হওঁক বা উইলিয়াম মেগৰে এতিয়া বাগানবোৰ বিক্রী কৰিবলৈ ওলাইছে। এই বিষয়ে আমাৰ বহুতো সদস্যই কৈছে, শাসকীয় দলৰে হওঁক বা বিৰোধী দলৰে হওঁক যে কাচাৰত বাগান বন্ধ হৈ গৈছে। কিন্তু এই বাগান বিলাকত যিসকল লোকে কর্ম কৰি আছে তাৰে আনুমানিক ১৮ ৰ পৰা ২০ শতাংশ কাছাৰৰ লোক চাহ বাগিছা অঞ্চলত বসবাস কৰে আৰু এই লোকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি আমাৰ চৰকাৰ খনে বিশেষকৈ চাহ উদ্যোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে আমি ভাল পাম। দুই নম্বৰতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে কাছাৰ আৰু জাগীৰোড কাগজকলৰ ক্ষেত্রত মই ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই। মই বিষয়টো এই বাবেই উত্থাপন কৰিছো যে এই দুটা কাগজকল পুনৰজীৱিত কৰাৰ যিটো প্রতিশ্রুতি আছিল ২০১৯ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। গতিকে এই দুটা কাগজকল পুনৰজীৱিত কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে আমি যি কথা শুনি আছো যে এই দুটা নিলাম কৰিব ওলাইছে। মই অনুৰোধ কৰিছো যাতে নিলাম কৰাৰ কথা নাহে। মই আৰু এটা বিষয় ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ টেট শিক্ষক সকলে আমাক লগ কৰিছিল। তেওঁলোকক প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীয়ে চিঠি দিছিল যে খুব দক্ষতা স্বচ্ছতাৰে চাকৰি সমূহ দিয়া হৈছে। আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভালদৰে সেৱা কৰিব। এতিয়া এটা ৭ বছৰৰ তেওঁলোকক প্রমানপত্র দিয়া হৈছিল, এই ৭ বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে চাকৰি পাব লাগে বুলি তেওঁলোকে জানিছিল। বহুতে অন্য চাকৰি নকৰিলে, বয়স গুচি গ'ল, এতিয়া বৰাকৰ টেট শিক্ষক সস্থাই আমাক লগ কৰি কৈছে যে আমি গুণোৎসৱ পাতিলো, আমি দিনেৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছো, আমি লৰা-ছোৱালীক পঢ়াই আছো গতিকে আমি এই টেটৰ প্রমাণপত্রখন কিয় আকৌ নবীকৰণ কৰিব লাগে বা আকৌ টেট দিব লাগে? কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকৰৰ বয়স পাৰ হৈ গৈছে। আমাৰ পানীযোগান আঁচনিৰ যিবিলাক ঠিকাভিত্তিক কর্মচাৰী নিযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব? আমি এবাৰ নে দুবাৰহে দৰমহা পাইছিলো মাত্র ৫০০০.০০ টকাকৈ। এতিয়াও পানীযোগান আঁচনিৰ যিবিলাক অস্থায়ী কর্মচাৰীয়ে কাম কৰে তেওঁলোকে দৰমহা নাপায়। আনহাতে পঞ্চায়তত আমাৰ যি সকল GRS, Accredited Engineer, Computer Assistant, Account Assistant, GP Co-ordinator তেওঁলোকৰ চাকৰিও নিয়মীয়াকৰণ এতিয়ালৈ হোৱা নাই। তেওঁলোকে যি নাম মাত্র মাননি পাই সেইখিনিৰে তেওঁলোকে বহু বছৰ ধৰি পৰিয়াল চ লাব লগীয়া হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্রত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে মই যথেষ্ট ভাল পাম। এতিয়া আমাৰ চাহ বাগিচা বিলাকত ডাইৰেক্টৰ দৰমহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ বাবে এটিএম মেচিন ২০১৬ চনতে ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে এটিএম মেচিন প্রত্যেক চাহ বাগিছাত হোৱা নাই।

আমাৰ যি সকল দূখীয়া লৰা-ছোৱালী আছে যি সময়মতে কিবা কাৰণত ফিজ দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ফ্রি নামভর্ত্তিৰ সুবিধাটো পোৱা নাই। কিন্তু সেই দূখীয়া লৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্রত অর্থাৎ বি পি এল শ্রেণীৰ যি সকল ল'ৰা-ছোৱালী তেওঁলোকৰ যদি পৰীক্ষাত কোনোৱা এটা বিষয়ত বেক লাগে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে পুনৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্রত যথেষ্ট অসুবিধা হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আচলতে এইবিলাক গোটেই অসমৰে ঘটনা, কিন্তু আজি সদনত বৰাকভেলীৰ কিছুমান বিশেষ কথা পাতিছিলো, বৰাকভেলীৰ মানুহ বিলাকে আমাক এই কথা ইতিমধ্যে কৈছে তেওঁলোকৰ ভাষণত। গতিকে আপুনি যদি তাত কিবা যোগ দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে দিব পাৰে। মই এইটোৱে কৈছো।

শ্রীৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ চাৰ, মই এটা বেলেগ বিষয় কৈ আছো, বেলেগে কোৱা কথা কোৱা নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ বেলেগ কৈছে আপুনি। মই সেই কাৰণে আপোনাক কৈছো, যিহেতু আমাৰ সময় কম আছে। যদি প্রথমতে আপুনি আপোনাৰ নামটো দিলে হয় তেতিয়াহলে মই আপোনাকে ক'ব দিলো হয়। যি কবলগীয়া আছে সেইখিনি সোনকালে শেষ কৰি দিয়ক।

শ্রীৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ চাৰ, Assam Tea Corporation য়ে যি সমূহ বাগান চলাই আছে বিশেষকৈ বিদ্যানগৰ লগেত ইচাবিল আৰু লংগাইত তেওঁলোকে এতিয়া শংকাত ভুগি আছে। কাৰণ মই যোৱাকালিও কৈছিলো আজিও ক'বলৈ বিচাৰিছো ATC লৈ যিখন সমিতি হৈছে সেই সমিতিখনৰ আজিলৈকে কোনো বৈঠক হোৱা নাই আৰু আমাৰ বিত্ত মন্ত্রী মহোদয় সেই কমিটিখনৰ সভাপতি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ যোৱা কালি আপুনি কৈছে এই কথাটো।

শ্রীৰূপজ্যোতি কুৰ্মী (মৰিয়ণী) ঃ যিহেতু বৰাকৰ লগত জড়িত ৩ খন বাগানৰ মানুহৰ কথা আছে সেই বিষয়টো মই উল্লেখ কৰি দিছো, বিএড কলেজ এইবাৰ অসম চৰকাৰে ৬৫ খন ঘোষণা কৰিছে কিন্তু বৰাক ভেলীৰ কাৰণে এখনো বিএড কলেজৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই। গতিকে এই বিএড কলেজৰ কথাটো মোৰ সতীর্থ বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুৰকায়স্থই উল্লেখ কৰিব পাহৰি গ'ল আৰু তেখেতে এই কথাটো মোক উল্লেখ কৰাৰ কথা কৈছে। গতিকে তিনিখন স্নাতক কলেজ বৰাকৰ তিনিখন জিলাত আৰু তিনিখন বিএড কলেজ বৰাকৰ তিনিখন জিলাত হ'ব লাগে। ইয়াৰ লগতে যোৱা বাজেটত ঘোষনা কৰা বিশ্ববিদ্যালয় বোৰৰ পৰা এখন বিশ্ববিদ্যালয় বৰাকত দিব লাগে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা বেন্স বৰাকত হ'ব লাগে। এই কথাটো আগতে দুজন বিধায়কে উল্লেখ কৰিছে। বৰাকৰ মানুহ সকলে NRC ৰ নামত শংকা ভূগি আছে, গতিকে এই NRC ক লৈ মানুহ বিলাকৰ মাজত যাতে বিভ্রান্তিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে মই চৰকাৰৰ অনুৰোধ জনাইছো। বৰাকত ৰেলৰেৰ ডাবোল ট্রেকিং ৰেল লাইনৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। যোৱাবছৰৰ বাজেট বক্তৃতাত বৰাক ভেলীত কেন্সাৰ হস্পিটাল দিয়াৰ কথা উল্লেখ আছিল আৰু সেই কেন্সাৰ হাস্পটাল খন অতিশীঘ্রে তাত স্থাপন হ'ব লাগে। চাৰ, মই এক মিনিটৰ শেষ কৰিম। আমাৰ বৰাকত যি ২২ খন অসমীয়া গাওঁ আছে আৰু সেই গাওঁবোৰত লৰা-ছোৱালীও বহুত আছে, কিন্তু তাত হাইস্কুল মাত্র ৪ খন আছে, হাইচেকেণ্ডাৰী মাত্র এখন আছে আৰু তাত হোষ্টেল বুলি কলে একোৱে নাই, তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিব লাগে। বৰাকত বহু মানুহে এতিয়াও মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই, মই বিশেষকৈ চাহ বাগিছাৰ কথাই কৈছো তাত যিখন এছ ডিচি পর্য্যায়ৰ সমিতি তাত ADC জন সভাপতি আৰু চক্রবিষয়া জন সদস্য সচিব আৰু লোকেল বিধায়ক জন তাৰে এজন সদস্য। এই ক্ষেত্রত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সমাজ কর্মী এজনক

সদস্য হিচাপে নিয়োগ কৰিছে। সমিতি খন হৈছে ৪ জনীয়া, কিন্তু সভা দুই, তিনি বছৰ হোৱা নাই, এই চৰকাৰৰ দিনত। গতিকে আমি আশা ৰাখিছো এই চৰকাৰৰ দিনত সেই সভা সমূহ অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ চাহ বাগিছাৰ বিশেষকৈ আৰু অন্যান্য যি সকল লোকে মাটিৰ পট্টা পাব আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপুনি শেষ কৰক, মই আপোনাক শেষ কৰিব কৈছো। কিবা যদি আছে আপুনি লিখিত দি দিব।

শ্রীৰূপজ্যোতি কুর্মী (মৰিয়ণী)ঃ আধামিনিট কম চাৰ। আমাৰ পূর্বৰ ৪ জনমান বক্তাই কৈছে যে সাংস্কৃতিৰ আদান প্রদান হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্রত আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি আশা ৰাখিছো যে বিধান সভাৰ শেষত বা তাৰ কেইদিন পিছত তাত সাংস্কৃতিৰ আদন প্রদান কৰাটো ভাল আৰু আমি ঝুমুৰ দল লৈ যাম আপোনাক কথাটো কলো আৰু আপুনি বিহুদল লৈ যাব। ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ, ইয়াৰ পিছত আৰু বহুজনে ক'বলগীয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণেন্দু পাল আপুনি ক'ব এতিয়া। আপোনালোকে বুজি পালে নিশ্চয় আপোনালোকে কোৱা কথা বিলাক আমি ইয়াত নোট কৰিব খুজিছো আৰু মই ধন্যবাদ দিব খুজিছো। ইয়াৰ আগতে যি হস্পিতালৰ নাম পৰিবর্তনৰ কথা আহিছিল সেইটো মই বন্ধ কৰা নাই নেকি?

শ্রীকৃষ্ণেন্দু পাল (পাথারকান্দি)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বরাক উপত্যকার আর্থ ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আপনি যে ব্যক্তিগত উদ্যেগ নিয়েছেন তা ঐতিহাসিক ও নজিরবিহীন। আজ আমি বলতে পারি, অতীতে এই ধরণের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে আমি শুনিনি। তাই বরাক উপত্যকার একজন নাগরিক হিসাবে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজ আমার অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু সময় কম থাকায় আমি কিছু কমিয়ে নিচ্ছি। আমাদের করিমগঞ্জ জেলার অনেক ইতিহাস আছে। আমি প্রথমে বলতে চাই, আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি বরাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়, ভৈয়াম এই চার জায়গাকে এক করে অসমকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌছানোর জন্য, যেভাবে উদ্যেগ নিয়েছেন এবং যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাই আমরা বরাক উপত্যকা বাসী হিসাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি, যিনি তিন বছরের মধ্যে ২২ বার বরাক উপত্যকায় গিয়েছেন। বিগত কয়েক দিন আগেও তিনি বন্যা পরিদর্শনের জন্য হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জে গিয়ে রিভিউ মিটিং করেছেন। আজ আপনার যে উদ্যেগ সেইটা একটা ঐতিহাসিক উদ্যেগ। এইটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে এই কথাগুলো আলোচনা হবে, যে আপনার উদ্যেগে বরাকের উন্নয়নের জন্য, আপনি অনেক প্রচেষ্ঠা চালিয়ে গেছেন। অসমের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল বরাক উপত্যকা। বরাক উপত্যকার উন্নয়ন হলে অসমের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন হবে। তাই আপনার উগ্যেগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমি পাথারকান্দি সমষ্টি থেকে এসেছি। এই সমষ্টিতে আমরা বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর লোক যেমন বাঙ্গালী, হিন্দী ভাষী, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, ট্রাইবেল সম্প্রদায়ের লোক, এবং সব থেকে বড় বাগান সম্প্রদায়ের লোক আছে। আজ আমি পাথারকান্দির বিধায়ক হিসাবে আমি গর্বিত যে আপনার সামনে আমি দু-চারটি কথা বলতে পারছি। করিমগঞ্জ জেলা ১৮০৯ বর্গ কিলোমিটার। আর আমাদের শিলচর শহর ৬৯২১ বর্গ কিলোমিটার। আজ আমরা বরাক উপত্যকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, অনেক দিকে আলোচনা হয়েছে। রাস্তা ঘাটের কথা। কিন্তু করিমগঞ্জ এমন একটি জেলা যা ইন্টারনেশন্যালি তিন রুটে সংযুক্ত। যেমন করিমগঞ্জ জেলা বাই রুট ট্রান্সফোর্ট ইন্টারনেশন্যালি কানেকটেড ভায়া সুতারকান্দি সিলেট ।

ওয়াটার ট্রান্সফোর্টেও কানেকটেড, আবার রেল ট্রান্সফোর্টেও কানেকটেড ছিল। বিগত দিনে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী চা পাতা উৎপাদনের জন্য বরাক উপত্যকায় এসেছিল। তারা যে রেল শহর বানিয়েছিল তা মহিষাসন হয়ে সিলেটের শামসন নগর হয়ে রাস্তা বানিয়েছিল। চিটাগাঙ্গ দিয়ে তারা বাণিজ্য করত। আজ আমাদের সড়ক যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে আমরা এখান থেকে কলকাতা যেতে হলে ২৪ ঘন্টা থেকে ৩৮ ঘন্টা সময় লাগে। আজ কলকাতা যেতে হলে সড়কে শিলচর থেকে করিমগঞ্জ তারপর ঢাকা, যশোহর রোড হয়ে কলকাতা যেতে পারি। এই সড়ক যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত করা যেতে পারে। বজবজ কলকাতার যে জেটি আছে, বিগত দিনে বজবজ থেকে ইমপোর্ট করা হত ওয়াটার ট্রেন্সপোর্টের মাধ্যমে। নারায়ণগঞ্জ হয়ে সুরমা, কুশিয়ারা, বরাক এবং লক্ষীপুর অবধি জল পথে বাণিজ্য হয়েছিল। আমিনুল ভাই বলেছেন নদী খননের কথা। নদী খনন কাজ চলছে কিন্তু লক্ষীপুর থেকে বদরপুর পর্যন্ত। যে জায়গা দিয়ে বা রুট দিয়ে কাজ হবে অর্থাৎ কুশিয়ারা ও সুরমা এই দুটা নদী বদরপুর থেকে ডাইভার্ট হয়ে গিয়েছে কুশিয়ারা ও সুরমা হয়ে। এই জায়গায় যদি নদী খনন না হয় তাহলে ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট দিয়ে বাণিজ্য করা সম্ভব হবে না। তাই অতি শীঘ্র যাতে কাজটা হয়। বরাক উপত্যকার সবথেকে বড় যে সমস্যা ছিল, গুয়াহাটি থেকে করিমগঞ্জ যেতে হলে ২৪ ঘন্টা থেকে ২৮ ঘণ্টা রাস্তায় সময় লাগতো। কিন্তু আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর আমারা আজকে ৭ ঘণ্টায় করিমগঞ্জ থেকে গুয়াহাটি এসে পৌছতে পারি। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, আমাদের বরাক উপত্যকায়। শুধু একটি রাস্তা রয়ে গেছে করিমগঞ্জ থেকে চোরাইবাড়ী। যেটা আজিজ আহমেদ খান বলেছেন, যে সাউথ করিমগঞ্জ হয়ে ত্রিপুরার একটাই রাস্তা, যে রাস্তার অবস্থা খুব বেহাল। এই রাস্তার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এ আর এস এস কোম্পানীকে। সেই কোম্পানী এই কাজ শুরু করার পর কাজ করতে পারে নি। সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। সেইটা উড়িষ্যার কোম্পানী ছিল। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রী সেই বিষয়টা জানেন, যে কি কারনে এই রাস্তার কাজ হয়নি। আজ সেই কোম্পানী কোর্টে কেস করেছে। ১০০ কোটি টাকার মতো শুনেছি কম্পেনশেসন কেস করেছে, যাতে তারা যে কাজ করতে পারেনি তার টাকা যাতে ফিরে পায়। তাই করিমগঞ্জ থেকে চোরাইবাড়ীর অনেক জায়গায় কাজ হচ্ছে না। করিমগঞ্জ পাথারকান্দি বাইপাস ৮ কিলোমিটার রাস্তা । কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর ৮ কি.মি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১২০০ মিটার জায়গার কাজ করা যাচ্ছে না। কি কারনে যাচ্ছে না সমস্ত করিমগঞ্জের জনসাদারণ জানেন। আমি চাই এই রাস্তাগুলোর কাজ যাতে খুব শীঘ্রই সংস্কার করা হয়। পাথারকান্দির আসিমগঞ্জ থেকে মুণ্ডমালা এই রাস্তার খুবই বেহাল অবস্থা। কয়দিন আগেও জনসাধারণ স্ট্রাইক করেছে। তাই এই রাস্তার কাজ অসম সরকারের পক্ষ থেকেও যাতে অতি সত্বর শেষ করা হয়। তার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ এই রাস্তা দিয়ে সমগ্র ত্রিপুরার গাড়ী যাতায়াত করে। প্রতিদিন ৪০০ থেকে ৫০০ ট্রাক চলা ফেরা করে। বিশেষ করে আমি পানীয় জলের কথা বলছি। পানীয় জলের অনেক প্রজেক্ট আছে যেগুলো আগে দেওয়া হয়েছিল। করিমগঞ্জ জেলায় ১৪৩ টি জলের প্রকল্প আছে। তার মধ্যে ৮০ শতাংশই বর্তমানে বিকল হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আমি বলব না যে সরকারের দোষ। কারণ আমাদেরও দোষ আছে। সরকার যে সময় বানিয়ে দেয় তারপর সেখানে একটা সোসাইটি ফর্ম করে। তারপর সেটার পরিচালনা করতে লাগে। কিন্তু বিগত দিনে এই ধরণের উদ্যেগ কেউ নেয় নাই। তাই আমি মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে এই জলের প্রকল্প গুলোকে পুনরায় সংস্কার করা হয়। নতুন কোন প্রজেক্টের প্রয়োজন নেই। পুরনো যে গুলো আছে সেগুলোকে

সংস্কার করার জন্য কিছু পয়সা দেওয়া হোক। তারপর আমরা উদ্যেগ নিয়ে, সোসাইটি বানিয়ে কিভাবে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। বিশুদ্ধ পানীয় জলের খুব অভাব। তাই এই পুরনো গুলোকে সংস্কার করে যাতে আমরা কাজটা করতে পারি।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ঠিক আছে ধন্যবাদ। যিখিনি কথা আপোনাৰ ক'বলগীয়া আছে এটা লিখিত স্পীচ আপোনাৰ বক্তব্যত লগাই দিম।

শ্রীকৃষ্ণেন্দু পাল (পাথারকান্দি)ঃ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছিলেন যে করিমগঞ্জে একটা মেডিক্যাল কলেজ হবে এবং বাজেট সেশনে সেটা ডিক্লেয়ার হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। মেডিকেল কলেজের এসডি এলসি সব বিধায়ক ছিলেন। সেই মিটিং এ ল্যণ্ড এলোটমেন্ট করা আছে। এখন শুধু শিলান্যাস হবে। অনেকে এখন জায়গার কথা বলছেন কিন্তু তারাই ছিলেন সেই মিটিং এ। তাদের সিগ্নেচার আছে ও কাগজও আছে। ধোওয়ালিয়াতে মেডিক্যাল কলেজ হবে। তাই আজ অনুরোধ করছি যাতে অতি সত্বর মেডিক্যাল কলেজের শিলান্যাস করা হয়। আমি বিষ্ণু প্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের হয়ে কিছু কথা বলবো। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে লক্ষীপুরে নাকি একটি ওয়েভিং সোসাইটি তৈরী করে কাজ শুরু হচ্ছে। আমাদের বিষ্ণু প্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায় তারা নিজেরা বস্ত্র শিল্প তৈরী করেন। আমাদের সবথেকে বেশী বিষ্ণু প্রিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ পাথারকান্দিতে বসবাস করে। সুতরাং তাদের জন্য যদি একটি ইয়ং বেঙ্ক তৈরী করা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের একটা মেমোরেণ্ডাম তারা আমার কাছে দিয়েছেন। তাদের জন্য আমরা কিছু যদি করতে পারি। যাতে তারা বস্ত্রগুলো তৈরী করে বাইরে এক্সপোর্ট করতে পারে। আমি এখন চা বাগান নিয়ে দু চারটা কথা বলতে চাই। স্বাধীনতার পর বৃটিশ শাসন চলে যাওয়ার পর যাদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যারা মালিকানা নিয়ে চা বাগান চালাচ্ছেন, কিন্তু আজ দুঃখের সাথে বলতে চাই তারা শুধু সেই চা বাগান থেকে মুনাফা লুটেছেন। কিন্তু চা বাগানের হিতে কোন কাজ করেননি। কোন নিউ ইনভেষ্টমেন্ট নাই এবং কোন প্লেনটেশন হয় নাই। চা বাগানকে কি ভাবে পুনরায় উজ্জীবিত করা যায়। যে চা বাগান থেকে আমি মুনাফা অর্জন করছি, কিন্তু নতুন প্লেনটেশন হলে চা উৎপাদন বেশি হবে চা বাগানটা প্রোফিটে রান করবে। শ্রমিকদের পি.এফ এর টাকা জমা হয়নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই যে মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট দিয়ে আপাতত তাদের চিকিৎসার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফ্রি চালের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। চা বাগানের মধ্যে রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে আমাদের সরকার থেকে। কিন্তু আমি চাই চা বাগানের মালিকদের ডেকে তারা যেন চা বাগানকে ভালো ভাবে পরিচালনা করতে পারে, তার জন্য সু-বন্দোবস্ত করা হোক। আমাদের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য এখানে বসে আছেন, তিনি সেই সময় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অনেক উদ্যেগ নিয়েছিলেন। এখন আমাদের মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বরাকের জন্য অনেক উদ্যেগ নিয়েছেন। কিন্তু পি ডাব্লুর ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে , কিন্তু আমার সেইটা না বললে ভুল হবে। কারণ মাননীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য দায়িত্ব দিয়েছেন সঠিক একজন ব্যক্তিকে। যে ব্যক্তি কাজের দায়িত্ব নেওয়ার পর করিমগঞ্জে কাজের বন্যা বয়েছে। এখানে এ ইউ ডি এফের বিধায়ক আজিজ ভাই আছেন এবং আরও যারা আছেন তারাই একমাত্র বলতে পারবেন যে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর দিন রাত কাজ করেন। করিমগঞ্জের উন্নয়নের জন্য তিনি সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন। পরিমল শুক্লবৈদ্য যে ইঞ্জিনিয়ারকে দায়িত্ব দিয়েছেন আমি মনে করি তিনি একজন সঠিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। নমস্কার।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ ঃ মোৰ হাতত এতিয়া বৰাক ভেলীৰ আৰু দুগৰাকী বিধায়কৰ নাম আছে। এগৰাকী কাৰ্ব্বি আংলঙৰ আছে , এগৰাকী এ ই আই ইউ ডি এফৰ আছে। আৰু ডিব্রুগড় আৰু শিবসাগৰ জিলাৰ এগৰাকীকৈ আছে। মই সকলোকে ক'বলৈ দিম কেৱল অলপ চমু কৰিব। ১০মিনিট সময় আছে , প্রয়োজন হ'লে অলপ সময় বঢ়াই দিম। নোকোৱাখিনি লিখিত দিব। I will make it parts of the speech.

শ্রীসঞ্জয় কিষাণ (তিনিচুকীয়া)ঃ বৰাক ভেলীৰ আর্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে আপুনি যি আলোচনাৰ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে তাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথমে আপোনাক ধন্যবাদ দিছো। লগতে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। 'নমামী বৰাক' অনুষ্ঠানত যোগদানৰ উদ্দেশ্যে প্রথমে মই বৰাকভেলীত গৈছিলো। সেইদিনা মই উপলব্ধি কৰিছিলো, বৰাকৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে হিলদোল ভাঙি বঞ্চনাৰ শিকলি ছিঙি ওলাই আহিছিল বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ মানুহৰ মাজত সমন্বয় শক্তিশালী কৰাৰ কাৰনে। মই ভাবো এয়াই আৰম্ভণি। বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্রৰ জনগনৰ মনত যি এটা কাল্পনিক সীমাৰেখা সৃষ্টি হৈছিল সেইটো এতিয়া নাইকীয়া হৈছে। ক'বাত হয়তো ভূল হৈ যোৱা কাৰণে আমাৰ মাজত এটা গেপ সৃষ্টি হৈছিল। সমন্বয়ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে মই ভাবো আমি কিছু কাম কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে কেইবাজনো বক্তাই উল্লেখ কৰিছে যে- বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত বসবাস কৰা যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলক লৈ আমি বছৰত অন্তত এবাৰ হলেও সাংস্কৃতিক সম্মিলনৰ যদি ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় তেন্তে বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্রৰ ৰাইজৰ মাজত একতা, ঐক্য আৰু সমন্বয়ৰ সেতু ৰচনা হ'ব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ বৃহত্তৰ অসম অধিক শক্তিশালী হ'ব নিশ্চয়। আজি মই সদনত ইয়াকে কামনা কৰিছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই দুটা মান গুৰুত্বপূর্ণ কথা দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। সেইটো হ'ল 'পি এফ' সম্পর্কে। বৰাক ভেলীত আজি ১০২ খন বা তাতকৈ অলপ অধিক চাহ বাগিছা আছে। ইয়াৰে ২৮ খন চাহ বাগিছা আজি মৃতপ্রায় অৱস্থাত আছে। আমি যদি বৰাকৰ সমূহ চাহ বাগিছালৈ লক্ষ্য কৰো তেতিয়া দেখিম তাৰে প্রায় ৭৫ শতাংশ চাহ বাগিছাই চাহ শ্রমিকসকলৰ মজুৰিৰ পৰা কর্ত্তন কৰা 'পি এফ'ৰ টকা বাগিছা কত্বপক্ষই এতিয়াও জমা কৰা নাই। ইতিমধ্যে বহু চাহ বাগিছাক বিষয়টো অৱগত কৰি আইনগত ব্যৱস্থা লৈছে যদিও আজিৰ তাৰিখত বহু চাহ বাগিছাই আমাক এই ক্ষেত্রত সহযোগিতা কৰা নাই। বৰাক উপত্যকাৰ ৮০ খন চাহ বাগিছাৰ মালিক গোষ্ঠীয়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ চাহ শ্রমিকসকলক 'গ্রেচুইটি' প্রদান কৰা নাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে বৰাক উপত্যকাৰ ১০২খন চাহ বাগিছাক আমি বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো মালিকগোষ্ঠীয়ে চাহ মজদুৰসকলক মাত্র ১২৭ টকা মজুৰি প্রদান কৰি আহিছে। কিন্তু আজি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাৰ চাহ বাগিছাসমূহত চাহ মজদুৰসকলক মজুৰি ১৬৭ টকাকৈ প্রদান কৰি থকা হৈছে। বৰাকভেলীৰ ৯০ শতাংশ চাহ বাগিছাত হস্পিতেলৰ ব্যৱস্থা নাই। স্বাস্থ্য, খোৱাপানী, বাট-পথ, বিজুলীৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। বৰাকভেলীৰ চাহ বাগিছাৰ অৱস্থা অধিক শোচনীয়। ইয়াত নিম্নতম সা-সুবিধাৰ পৰা চাহ শ্রমিকসকল বঞ্চিত। সেয়েহে আমি আশা কৰিম অৱস্থাৰ সোনকালে পৰিৱর্তন হ'ব লাগে। 'লেৱাৰ ডিপার্টমেন্ট' মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ হাততে আছে। 'লেৱাৰ ডিপার্টমেন্ট'য়ে হয়তো সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনত ব্যর্থ হোৱা বাবে আজি বৰাকভেলীৰ চাহ শ্রমিকসকল ভূগিবলগীয়া হৈছে। বৰাকভেলীত এখন চাহ বাগিছা আছে 'শিলকুৰি' চাহ বাগিছা। এই চাহ বাগিছাৰ মালিক- ধিৰাজ বাগ্লা । এই মালিকজনে শিলকুৰি চাহ বাগিছাখন ইতিমধ্যে খণ্ড খণ্ড কৰি বিক্রি কৰি দিছে। ইয়াৰ ফলত অতি সোনকালে এই চাহ বাগানখন ধ্বংস হ'ব। মই ব্যাক্তিগতভাবে উপায়ুক্তক অৱগত কৰিলো যদিও

আজিলৈকে কোনোধৰনৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। অতি দুখৰ কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম চৰকাৰে লীজত দিয়া চাহ বাগানবিলাক কেনেদৰে বাগিছাৰ মালিকসকলে ব্যাক্তিগত সম্পত্তিৰ দৰে খণ্ড খণ্ড কৰি বিক্রি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই নাজানো, এই বিষয়েIndustry and Commerce Department বা Revenue Department য়ে চাব লাগিব। কাৰন চৰকাৰে লীজত দিয়া চাহ বাগিছাসমূহ তেওলোকে ধ্বংস কৰি গৈ আছে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই 'শিলকুৰী' চাহ বাগিছাৰ ক্ষেত্রত সোনকালে এটা বিভাগীয় তদন্ত হ'ব লাগে। যাতে এই বৃহৎ চাহ বাগিছাখন ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়। এই ক্ষেত্রত চৰকাৰে সোনকালে এটা পদক্ষেপ ল'ব বুলি মই আশা কৰিলো। মোৰ বিশেষ আৰু ক'ব লগীয়া নাই কিন্তু বৰাকভেলীৰ যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হ'ব লাগে তেনেহ'লে কিন্তু এই ১০২খন চাহ বাগিছাৰ শ্রমিকসকলৰো সম উন্নয়ন হ'ব লাগিব। ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ। এতিয়া মিহিৰ কান্তি সোম আৰু তাৰ পিছত এ ই আই ইউ ডি এফৰ সদস্য মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী। ২ টা বাজিবলৈ ৩ মিনিট আছে, আমি অলপ সময় বঢ়াই ল'ম।

মামনীয় অধ্যক্ষ ঃ এতিয়া মাননীয় বিধায়ক মিহিৰ কান্তি সোম।

শ্রীমিহীর কান্তি সোম (উধারবন্ধ)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বরাক উপত্যকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আপনি যে ইনেশিয়েটিভ নিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিভিন্ন বক্তারা খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন। বেশিরভাগ তারা বলেই দিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে রাখতে চাই। প্রথমত যোগাযোগ ব্যবস্থায় - জলপথ, স্থলপথ, এবং বিমান যোগাযোগ তার প্রয়োজন রয়েছে। বিকল্প সড়কের কথা বলা হয়েছে। মেঘালয় হয়ে আমাদের আসতে হয়। আমরা নিজের ভূমিতে বিকল্প সড়ক যেটা লাইসং রাজা বাজার রোড কয়লাপুর হয়ে ডিপুছড়া, ডিপুছড়া হয়ে রেডচর, রেডচড় হয়ে মাহুর। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৬০ কিলোমিটারের রাস্তার জন্য তিনি ঘোষনা করেছেন। এই রাস্তা হয়ে গেলে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য মেঘালয়ের ভিতর দিয়ে আর যেতে হবে না। প্রায়ই এই রাস্তার মধ্যে দূর্ঘটনা ঘটতে থাকে। কখনও নাইট সুপারে গিয়ে মানুষের প্রাণ হানি হয়। তাই বিকল্প সড়ক হিসাবে এবং কম সময়ে আমরা গুয়াহাটিতে পৌছতে পারব। সমতলে সমতলে আমরা পৌছতে পারব। এটা আমাদের খুবই প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের বরাকের সবথেকে গুরুত্ব হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যেভাবে ছোট ছোট চা শিল্প গড়ে উঠেছে, ঠিক সেইভাবে বরাক উপত্যকায়ও এইভাবে গড়ার স্কোপ রয়েছে। সে জন্য প্রয়োজন আছে সিলিং সারপ্লাস লেণ্ডের যে আইন আছে সে আইনে কিন্তু আমরা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা সেভাবে পাচ্ছি না। সিলিং সারপ্লাস লেণ্ডে বেকার যুবকদের যদি সেখান থেকে জমি দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ক্ষুদ্র চা শিল্প গড়ে উঠবে। আমাদের বরাকের লেণ্ড মেটার নিয়ে কিছু রেকটিফাই হওয়া দরকার। ৪৫ বছর ধরে একটা কেস চলছে। ১৯৭৫ থেকে কেস চলছে। এখনও সেই জায়গার সুরাহা হয় নাই। অরুনরা বন টি ইস্টেটের তিন হাজার পাঁচশো বাহান্ন বিঘা জমি সরকার অধিগত করে সিলিং সার প্লাস লেণ্ড ডিক্লেয়ার দেওয়ার পর আজ অবধি তা ক্লিয়ার হয় নাই। হাইকোর্ট থেকে সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে। তা স্বত্ত্বেও বাগান কতৃপক্ষ কোন না কোন ভাবে অজুহাত দেখিয়ে হাইকোর্টে আবার পিটিশন দাখিল করে। যার কারনে এই কেস গুলো আজও পেণ্ডিং হয়ে রয়েছে। তিন হাজার পাঁচশো বাহান্ন বিঘা যে জমি আছে সেখানে ক্ষুদ্র চা শিল্প গড়ে হেভি এবং লঘু ইনডাস্ট্রি গড়া যাবে। তাহলে আমাদের বেকার ছেলেদের আত্ম-নির্ভরের একটা বড় সুযোগ হবে। ডি আই সি যখনই লোন নিতে যায়

তখন এই কথা বলে যে লেণ্ড নেই। কিন্তু যদি লেণ্ড দেওয়া যায় তাহলে আমাদের বেকারত্ব দূর হবে। আমাদের পাঁচগ্রামের পেপার মিল ও আলিপুরের সুগার মিল সেইটা যদি পতঞ্জলি ট্রাস্টকে দেওয়া হয় সেই সুগার মিল পুনরুজ্জীবিত হবে। প্রয়াত নেতা মনলোধ চৌধুরীর আমলে যেগুলো ইনড্রাস্ট্রি হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তা আর দেখতে পারি নাই। দীর্ঘ সত্তর বছর পরও আমরা উন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। বিগত সরকারের আমলে বরাকে চার জন মন্ত্রী থাকা সত্বেও এলাকার কোন উন্নয়ন হয় নাই। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি পেয়ে যাচ্ছি। বর্তমান দিনে মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় ও মাননীয় মন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আমলে বরাক উপত্যকায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় একমাত্র শিলচর ভি আই পি রোড নামে মাত্র ভি আই পি ছিল। সিঙ্গল রোড ছিল। আজ সেটা ফোর লেনে পরিবর্তন হচ্ছে। যা নাকি সত্তর বছরেও আমরা দেখতে পারিনি। বিগত সরকারের দিনের মুখ্যমন্ত্রী বরাকে গিয়ে বলেছিলেন আমরা এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করব। কিন্তু আজ অবধি এই এক হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল আমরা দেখতে পারিনি।

(অধ্যক্ষৰ আসনত মাননীয় দেবানন্দ হাজৰিকা উপবিষ্ট)

মাননীয় সভাপতি মহাশয় রাস্তাগুলো ও ব্রিজগুলো কাঠের ছিল । আজ লাচিত চিলারায়ের নামে এক হাজার এসো পিডির মাধ্যমে এই কাঠের সেতু গুলো পাকা সেতুতে পরিণত হয়েছে। চা বাগানে শ্রমিকদের শুধু ব্যবহারই করা হয়েছে। তাদের আর্থিক, সামাজিক উন্নয়নের কিছু হয় নাই। আজ মাননীয় সর্বানন্দ সনোয়ালের সরকার আসার পর শ্রমিকরা বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছেন। আগামী মাস থেকে ২ কেজি চিনিও বিনা পয়সায় পাবেন। আগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন যোজনায় দূর্নীতি হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বাড়ী বাড়ী ইলেকট্রিকের লাইন হচ্ছে। পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ বিদ্যুতিকরণের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী সেই ইলেকট্রিফিকেশন হচ্ছে। বিণা পয়সায় বাল্ব পাচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। চা শ্রমিকের ফাণ্ডের মধ্যে ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। চা শ্রমিকের উন্নয়নের জন্য এই সরকার অনেক কিছু করেছেন। তাই উন্নয়ন নিয়ে আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি আগামী দিনে আমাদের এই এলাকাতে স্কুল, ডিগ্রী কলেজ দরকার। আমার সমষ্টিতে ডিগ্রী কলেজ একটা মাত্র আছে। কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চা বাগানে যে হাইস্কুল করার কথা আছে সরকারের, তা যাতে অবিলম্বে হাইস্কুল হয় এবং সেখানে পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের বিদ্যালয় যদি করা হয়, তাহলে আমরা উপকৃত হব। গরীব মানুষরা শহরে যেতে হলে ৫০ টাকা ১০০ টাকা খরচ করতে হয় তার থেকে যদি আমরা পণ্ডিত দীন দয়াল বিদ্যালয় করি তাহলে উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

সভাপতি (দেবানন্দ হাজৰিকা)ঃ এতিয়া শ্রী মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী।

শ্রীমামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী (নাওবৈচা) ঃ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ প্রচেষ্টাত বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাত ভাগ লবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে যিটো বিষয় আজি আলোচনাৰ বাবে আনিছে, এইটো আমাৰ অসম বিধান সভাৰ ইতিহাসত এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। অসম বিধান সভা আগতে শ্বিলঙত বহিছিল। ১৯৩৭ চনৰ পৰা এচেম্বলী চলি আছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আলোচনা হোৱা নাই। অসম বিধান সভাৰ প্রথমগৰাকী অধ্যক্ষ un- divided Barak Valley উপত্যকাৰ আছিল আৰু দ্বিতীয় গৰাকী অধ্যক্ষও কিন্তু un- divided Barak Valley

উপত্যকাৰ আছিল, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাছিল। গতিকে আজি আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে যিটো বিষয় আলোচনাৰ বাবে বাছি লৈছে মোৰ বোধেৰে অসমৰ বিধান সভাৰ ইতিহাসত ঐতিহাসিক ঘটনা আৰু ই সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব।

১৯৫৭ চনত বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ দাবীদাৰ আছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতে নিৰ্বাচনত পৰাজয়বৰণ কৰিলে। খগেন বৰবৰুৱা জিকিলে, আৰ চি আই। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লগা মানুহজন যেতিয়া হাৰি গ'ল, তথাপিও কিন্তু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। হোৱাৰ পিছত বৰাকভেলিৰ মানুহে তেখেতক বদৰপুৰত নি উপ নিৰ্বাচনত জিকাই আনিলে। এইটো কম ডাঙৰ ঘটনা নাছিল। আমাৰ ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰভেলিৰ undisputed লিডাৰ তেখেতক নি তাৰ পৰা উপ-নিৰ্বাচনত জিকাই আনিলে তাৰ বিনিময়ত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই বিগত ৬০ বছৰে বৰাকভেলিক কি চকুৰে চালে এইটো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অলপ বিবেচনা কৰিব লাগে। আমি যি সকল মানুহে ইয়াত ৰাজনীতি কৰো কিছুমান কথা ৰাজনীতি ওপৰত গৈ ভাবিব লাগে, চিন্তা কৰিব লাগে। **১২/১১/১৯৩৭** ত নিকৃষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টী এটাৰ Political Resolution আছিল। তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিলে (মই আগতেও কৈছো যে বৰাক ভেলিটো undivided চুৰমা ভেলিৰ part) চিলেট অঞ্চলটো অসমৰ পৰা কাটি দিব লাগে বুলি কৈছিলে। Government Resolution নাছিল আৰু তেতিয়া সেই পাৰ্টীটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছিল কোন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, কোন কি হ'ব সেই অংকত গৈ অকল election agenda বনাই দিছিল যে চিলেটতো কাটি দিব লাগে। আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাংলাদেশৰ লগত বা ম্যানমাৰৰ লগত connectivity ৰ কথা আলোচনা কৰিছিল তাত কিন্তু চিলেট এটা অংশ। কিন্তু এটা পলিটিকেল resolution ৰ কাৰণে আজি আমি ভুগিব লগা হৈছে। অথচ আমাৰ অসম বিধান সভাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গৰাকী অধ্যক্ষ undivided বৰাকভেলি চিলেটৰ আছিল। গতিকে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা পলিটিকেলৰ ওপৰত ভাবিব লাগে। এই বিলাক যদি সৰু সৰু ভুল বুলি কওঁ হয়তো বেলেগ ধৰণে ল'ব। কিন্তু এই বিলাক সৰু সৰু ঘটনাৰ কাৰণে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে । এনেকৈ আমাৰ মেঘালয় গুছি গ'ল, মিজোৰাম গুছি গ'ল, নাগালেণ্ড গুছি গ'ল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি বৰাক ভেলিত গ'লে চাব যে বৰাক ভেলি seperation হ'ব লাগে বুলি এটা Organision আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিত কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব বা কিছুমান বুদ্ধিজীৱিয়ে তাত অৰিহণা যোগাই আছে। আজিৰ পৰা দুই বছৰমান আগতে অসমৰ এজন ভাল বুদ্ধিজীৱিয়ে কলে যে বৰাকভেলিক কাটি দিব লাগে। বৰাকভেলি অসমৰ integral part নহয়। তেখেতে ক'লে যে বৰাকভেলিৰ জনগাঁঠনি অসমৰ favourable নহয়। বৰাকভেলি অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি-জনগোষ্ঠী part and parcel। অসমৰ এজন বুদ্ধিজীৱিয়ে কয় যে বৰাকভেলিৰ তিনিখন জিলা কাটি দিব লাগে। অসমৰ পৰা seperate কৰি দিব লাগে। বৰাকভেলিত Seperate Barak Demand বুলি কিবা এটা সংগঠনো আছে আৰু তেওঁলোক উৎসাহিত হ'ব। Ultimately ভুলটো আমাৰ, এইবিলাক কথা আমি ভাবিব লাগে। বৰাক ভেলিৰ Demography pattern টো মন কৰিবলগীয়া। ২০১১ চনৰ census অনুসৰি 50.1% হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে। যিজন বুদ্ধিজীৱি লোকে এই কথাটো কৈছিলে তেখেতে এই census report তো জানিব লাগে যে 50% তাত হিন্দুধৰ্মাৱলম্বীলোক কিন্তু তেওঁলোকে seperate হৈ গুছি যাব। ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত ধৰ্মৰ নামত ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰ নহয়। মুছলমান আছে 48.1%, খীষ্টান আছে 1.6% আৰু অন্যান্য আছে 0.2% আৰু in particular জিলাৰ census report যদি

চোৱা যায় কাছাৰত হিন্দু 59.83% that means 60 %, হাইলাকাণ্ডিত মুছলমান আছে 60.31% আৰু কৰিমগঞ্জত আছে 56.26% । এইটো চৰকাৰী record। এইবিলাক জাতি-জনগোষ্ঠীক যদি আমি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীৰে চাওঁ আৰু তেওঁ সেইটো ধর্মৰ নহয় বুলিয়ে তেওঁলোকক কৈ দিম যে তোমালোক ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইবিলাক আমাৰ মাৰাত্মক ভুল। Geographical ৰ কথাটো আমাৰ কেইবাজনো বিধায়কে ভালকৈ কৈছে।

History যদি চাওঁ আমি সৰু সৰু ভুলৰ বাবে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে বুলি মই ইতিমধ্যে কৈ গৈছো। সেইদিনা ভাৰতবর্ষৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই খুৱ গুৰুত্বপূর্ণ আৰু খুৱ ভাল কথা এটা কৈছে partition ৰ ওপৰত যে partition of the nation on religion was a mistake। মই সৰু মানুহ চাৰ, মই এইটো মর্মে মর্মে উপলব্ধি কৰো আৰু বৰাকভেলিকো আমি এইটো দৃষ্টিৰে চাব লাগে। ১৯৪৭ চনত কোন প্রধান মন্ত্রী হ'ব সেইবিলাক কাৰণত যদি দেশ ভাগ হয় আৰু বৰাকভেলি Democratic pattern দুই এখন জিলাত যদি অলপ ইফাল সিফালৰ যিটো record হয়তো বুদ্ধিজীৱিয়ে ভবাৰ কাৰণে হোৱা নাই। কিন্তু বাস্তৱত যদি তেওঁলোকৰ মতে আমি চলো আমাৰ ক্ষতি হ'ব। বৰাকভেলিৰ যিটো Development ৰ line আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে আজি ইয়াত দিছে - Socio - Economic Development. Development is a continuous process. চৰকাৰ আহিব যাব, Development হৈ থাকিব। Main part তো হ'ল Socio - Economic। Socio - Economic আত্মীয়কৰণ হ'ব লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে শিলচৰৰ পৰা যেতিয়া মানুহে বাছৰ টিকট কাটে তেতিয়া কয় যে অসমত যাম। মই যেতিয়া বিষ্ণুৰাম মেধি চৰকাৰী ল' কলেজত পঢ়ো তেতিয়া মোৰ এজন বন্ধু আছিল শিলচৰৰ। অসমীয়া ক'ব নাজানে, নজনাতো স্বাভাৱিক, কাৰণ তাত 80% মানুহ বাংলাভাষী। এইটো মানি ল'ব লাগিব। মই অসমীয়া ক'ম বুলি যে তেওঁ অসমীয়া ক'ব লাগিব এইটো ভুল। মই তেওঁক সুধিলো যে কেতিয়া আহিবা। তেওঁ ক'লে যে আমিতো আসামে টিকট কাটিছে অতো তাৰিখে। তাৰ মানে এইটো এটাconcept। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো আমি আঁতৰ কৰিব লাগে। এই যিটো Social assimilation সামাজিক আত্মীকৰণ এইটোত আমি সর্বাধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। মই কৈছোৱেই যে Development is a continuous process. অকল development দি আত্মীকৰণ হ'ব নোৱাৰে। শ্বিলঙত আমি development দিয়া নাই নেকি? শ্বিলং কিয় আমাৰ লগত নাথাকিলে। মিজো�ৰামক development দিয়া নাই নেকি? মিজোৰাম কিয় নাথাকিলে আমাৰ লগত। Main হ'ল বৰাকভেলি আৰু আমাৰ মাজত আত্মীয়কৰণ হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল লস্কৰ ডাঙৰীয়া tourism ৰ ওপৰত এটা ভাল কথা কৈছে। আমাৰ লক্ষ্মীপুৰৰ D.C. আছিলে ডাক্তৰ আনোৱাৰ উদ্দিন চৌধুৰীৰ। তেওঁৰ এটা Article পঢ়িলো। তেখেতৰ নেতৃত্বত বৰালীত এটা Wildlife Sanctury হৈছে ২০০৪ চনত। এই Wildlife Sanctury এইটো এটা tourism hub বনাব পাৰো। আমাৰ লস্কৰ ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে বৰাক ভেলিৰ মানুহ যদি তাত যায়, আৰু ইয়াৰ মানুহ যদি তাত যায়, ভাৱৰ আদান-প্রদান যেতিয়া হব, ধৰক ডিব্রুগড়ৰ মানুহ যেতিয়া শিলচৰত বাংলা ভাষা শুনিব, তেওঁ চমকখাই উঠিব যে তেওঁ ক'ত আহিল। অসমৰ Geography তো এনেকুৱা যে আপুনি যদি উজনি অসমৰ সাতখন জিলাত ঘুৰে তেতিয়া ভাবিব যে অসম এইখনে। কিন্তু বৰাকভেলিত তিনিখন জিলাত যায় তেতিয়া complete ওলোটা চিনাৰী পাব। অথচ তেওঁলোক

অসমৰে অংশ। ঠিক তেনেদৰে পার্বত্য অঞ্চলত যায় তাতো উজনি অসমৰ লগত নিমিলিব। অথচ তেওঁলোকো আমাৰ অসমৰ অংশ। গোটেই অসমখন ছয়- সাতখন জিলাৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে চালে নহ'ব। ঠিক তেনেদৰে যদি নামনি অসমৰ পিনে যায় তেওঁলোকৰ ভৌগলিক আচৰণ বিধি নিমিলে। গতিকে ইয়াৰ assimilation ৰ মূল বস্তুটো হ'ল আমাৰ আদান -প্রদান, যোগাযোগ এইটো হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে চৰকাৰে অকলে কৰিব নোৱাৰিব, সকলোকে লগত লৈ "চৰ কা চাথ চৰ কা বিকাশ" কৰিব লাগিব। এইটো সকলোৰে দায়িত্ব। আজি চৰকাৰত যিসকল আছে, কাইলৈ তেওঁলোক নাথাকিবও পাৰে। গতিকে আমাৰ বৰাকভেলী আৰু ব্রহ্মপুত্রভেলীৰ মাজত যিটো mindset gap আছে সেই gap টো আমি assimilation কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে কাম কৰিব লাগিব, এই আশা কৰি চাৰ, মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছো। ধন্যবাদ।

সভাপতিঃ-Thank you very much for completing within the stipulated time. এতিয়া অমৰচান্দ জৈন।

শ্রীঅমর চান্দ জৈন, (কাটিগড়া) -মাননীয় সভাপতি মহোদয, প্রথমে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ দিতে চাই তিনি বরাক ভেলির জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই উদ্যোগ অসমের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমদের মুখ্যমন্ত্রী সব সময় বলে থাকেন বরাক, ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়, ভৈয়াম এই কথা আজ জাজ্বোল্যমান প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে তাঁর কথা আর কাজের মধ্যে কোন বেশকম নেই। Socio-Economic Development সম্বন্ধে আমি দুটা রাস্তার কথা বলবো। যে রাস্তার জন্য আজ বরাক ভেলি আজ এত পিছিয়ে আছে। আমাদের বর্তমান যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি থেকে তিনশো চল্লিশ কিলোমিটার দূর। আজ থেকে বিশ বছর আগে একটা রাস্তার সূচনা করা হয়েছিল, গোমড়া রম্ভাই রোড। এই রাস্তার সূচনার পর কয়েক কিলোমিটার কাজ হয়েছে, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কাজ বন্ধ আছে। যদি গোমড়া রম্ভাই রোড হয়ে যায় তখন আমরা দেখতে পারব যে গুয়াহাটি থেকে বরাক ভেলিতে আসার সময় সোণাপুর থেকে যে ল্যাণ্ডসলাইড আমরা পাই সেটা থেকে বাঁচতে পারবো। সোণাপুরে ঢোকার আগে এই রাস্তাটা গোমড়া রম্ভাই রোড নামে দেওয়া হয়েছিল। সেই রাস্তা যদি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার দূরত্বটাও বিশ কিলোমিটার কমবে। গোমড়া হয়ে রাজাটিলা পর্যন্ত যদি এসে যায় তাহলে বরাক নদীর উপর যদি একটি ব্রিজ করা যায় তাহলে ত্রিপুরা ও করিমগঞ্জের জন্য রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তার দূরত্ব কমবে। মেঘালয়ের রাস্তাকে avoid করার জন্য আর একটি রাস্তা বানানো হচ্ছে। সেই রাস্তা হচ্ছে নেলী হারাঙ্গাজাও। এই রাস্তাটা হারাঙ্গাজাও থেকে হিলাড়া পর্যন্ত ফোর লেন ছুয়ে হিলাড়াতে আসবে। তখন শিলচর, করিমগঞ্জ, ও হাইলাকান্দি যেতে অসুবিধা হবেনা। আমাদের যে ফোর লেন রাস্তাটি হয়েছে তা করিমগঞ্জ থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার, হাইলাকান্দি থেকেও পাঁচশো কিলোমিটার। কিন্তু এই রাস্তা হয়ে গেলে গুয়াহাটি তিনশো কিলোমিটারে পৌছতে পারব। আর তখন ইকনোমিক ডেভেলপ্টমেন্ট হবে, কারণ খরচা যেখানে বাঁচবে তখন অটোমেটিক ডেভেলপ্টমেন্ট হবে। আমাদের বরাক ভেলিতে যদি ভালো কোন ইণ্ড্রাস্ট্রি সেট আপ না হয় তাহলে বরাক ভেলিতে কোন উন্নতি সাধন হবে না। ২০০৮ সালের ২৮ জুলাই আমার কাটিগড়া সমষ্টিতে একটি সিমেন্ট ফেক্টরী শিলান্যাস হয়েছিল। সেই শিলান্যাস প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ মহাশয় এবং আমাদের বরাক ভেলির হেভি ইনডাস্ট্রি মিনিষ্টার সন্তোষ মোহন দেব সেটাকে উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু খুব দুঃখের কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, ১২ বছর পরেও সেই ইনডাস্ট্রির এখনও কোন কাজ হয়নি। কিন্তু আমার জানা মতে সেই ইনডাস্ট্রির

হয়ে কিছু লোক বাড়ীতে বসে বসে বেতন গুণছেন। আমি আপনার মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই Îû ÛýÃýÅëÂ¿ ËßÁÅåÂ¶7ÃÂ;ã ÂßÁËÂþÃÂ¢þ ßÁeeÃ^ ñ Âq Âþ¸ßÁÂ¢þ Îý ÃßÁ¼ßÁ¿çÂ ëÂËßÁ২০১৬ সালে ৮ ফেব্রুয়ারী সাবডিভিশন হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। আমাদের সার্কুল অফিসে একটি কোঠাকে সাবডিভিশন অফিস হিসাবে উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা ৩ বছর হয়ে গেল এই সাবডিভিশন সম্বন্ধে একটি কথাও কিন্তু এখনও শুনতে পারি নাই। আমাদের প্রায় ৩০ বছরের দাবি কাটিগড়া সমষ্টির প্রায় ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের বর্ডার এরিয়া। এইজন্য আমাদের সাব-ডিভিশন টা হওয়া বিশেষ দরকার, এবং তা যেন করা হয়। আমাদের Socio Economic Development হতে গেলে রোড লিংকেজ, জলের লিংকেজ, এয়ার লিংকেজ লাগবে। তারপরেও আমাদের পাওয়ার বর্দ্ধিত করার বিশেষ দরকার আছে। সেইজন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে বরাক ভেলিতে পাওয়ার আরও ২০ মেগাওয়াট পাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। বালাটানা থেকে আনা হোক বা সেখানে কোন ব্যবস্থা করা হোক। আমি খুব সংক্ষেপে কতগুলো কথা বলে যাব। সোন বিল সম্পর্কে বলা হয়েছে। সোনবিল সম্বন্ধে আমরা সবাই এক মত যে সোনবিলের ডেভেলপ্টমেন্ট দরকার। মিনি সেক্রেটারীয়েটের কাজ শুরু হয়েছে এবং তার কাজ যাতে খুব তাড়াতাড়ি হয় তা অনুরোধ রাখলাম। কাঠিগড়া পড়শুনার দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। আমাদের মাত্র একটি কলেজ আছে, সেটাও কোন ভলো ধরণে এখনও সেংশন হয়নি। আমি চাইব সেই কলেজটাকে উন্নত করা এবং একটা গার্লস কলেজ কাঠিগড়াতে স্থাপন করা। আমি দুই বছর আগে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আমাদের বরাক ভেলিতে যতগুলো হাসপাতাল আছে তার প্রায় সবগুলো হাসপাতালে এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছিল ১৫ থেকে ২০ বছর আগে। সব এম্বুলেন্স কলাপ্স হয়ে গেছে। আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যাতে অন্তত পক্ষে সব হাসপাতালে একটা করে নতুন এম্বুলেন্স দেওয়া হয়। এডুকেশনের দিক দিয়ে আমাদের যতগুলো হাইস্কুল ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, প্রায় গুলোতেই কিন্তু সাবজেক্ট টিচার নেই। কোনটাতে হিন্দীর সাবজেক্ট টিচার নেই, কোনটাতে বিজ্ঞানের নেই। টিচার দুজন কম থাকলেও কাজ চলে, কিন্তু সাবজেক্ট টিচার না থাকলে এগিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের বরাক ভেলির লোক আগে বলত অসমে যাব, কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি যখন ২২ বার বরাক ভেলিতে গিয়েছেন, এখন কিন্তু আমাদের বরাক ভেলির লোক অসমে যাব আর বলেনা। বলে গুয়াহাটি যাব। আগে তো মনের পরিবর্তন দরকার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মনের যে পরিবর্তন এসেছে আমি আশা রাখি যে এই পরিবর্তন আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হবে। বরাক নদী সহ আরও ৮ থেকে ১০ টা নদী আছে। প্রচুর ধস নামে। এই ধস যাতে রোধ করা যায়। প্রত্যেকটা চা বাগানে শ্রমিকদের ৫০০ টাকা করে দেওয়ার পর তাদের বলা হয়েছিল আমরা প্রত্যেকটি চা বাগানে এটি.এম দেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও এটি এম দিতে পারি নাই। এইসব শ্রমিকদের পয়সা তুলতে অনেক অসুবিধা হয়। এই বলে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল (পাথাৰকান্দি)ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহকুমাৰ দাবীটো মোৰো আছিল। পাথাৰকান্দি, ৰাতাবাৰী আৰু কাটিগড়া মহকুমা আগতেই ঘোষণা হৈছিল, কিন্তু তাৰ কাম এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ আপুনি এই বিষয়ে লিখিত ভাৱে দিব।

এতিয়া আমাৰ দুজন বক্তাই ক'বলৈ বাকী আছে, ডাঃ নোমল মমিন আৰু শ্ৰী প্ৰদীপ হাজৰিকা। তাৰ পিছত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলপ ক'লে ভাল হয়।

ডাঃ নোমল মমিন, (বোকাজান)ঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি মোক দু-আষাৰ ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। Speaker's Initiative ত পাহাৰীয়া অৱহেলিত লোক সকলৰ ওপৰত, চাহ-উৎপাদন কৰা সন্মানীয় জনগোষ্ঠী সকলৰ ওপৰত আৰু আজি বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰত আপুনি যি উদ্যোগ লৈছে আৰু আজি এই পৱিত্ৰ সদনত এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে যি সুযোগ দিলে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাৱো, আপোনাৰ এনে পদক্ষেপ অসম বিধান সভাত ইতিহাস হৈ ৰ'ব। পাহাৰ-ভৈয়াম, বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰ একাকাৰ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰ অসম গঢ়াৰ যি সপোন, সেই সপোন আখৰে আখৰে পালন কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় কৰা প্ৰথম ব্যক্তি জনেই হ'ল আপুনি, অধ্যক্ষ মহোদয়। বৰাক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বুলি যি Geographical Demarcation কৰা হৈছে অৰ্থাৎ বৰাক উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, উজনি অসম, নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ লোক, এনে ধৰণে nomenclature কৰি হয়তো আমি নিজকে মানসিকভাৱে isolate কৰিছো। সেয়েহে আমি বৰাক উপত্যকাৰ লোক বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোক বুলি নকৈ, যিদৰে সিন্ধু নদীৰ সভ্যতা আৰু নীল নদীৰ সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছিল, ঠিক তেনেদৰে বৰাক নদীৰ সভ্যতা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সভ্যতাৰ লোক বুলি যদি নামাকৰণ কৰো, তেন্তে মই ভাৱো, আমাৰ মাজৰ যি পার্থক্য সেইবোৰ হয়তো আঁতৰি যাব। এই পার্থক্যবোৰ ব্ৰিটিছৰ কালতে হওঁক বা পৰৱৰ্তী কালত জটিল সমাজ ব্যৱস্থাৰ বশৱৰ্তী হৈ বা নিৰক্ষৰতাৰ সুবিধা লৈয়েই হওঁক, এনেধৰণৰ যি বিভাজন কৰা হৈছিল, মই ভাৱো, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত উন্নয়ন কৰিলে এনে পার্থক্যবোৰ আঁতৰি যাব।

আনহাতে, আগতে Coupling ছিঙা ৰেল বহুত জনাজাত আছিল। এই ৰেলৰ আগে পিছে দুটা ইঞ্জিন থাকে। ৰে'লখনৰ ইঞ্জিনে কেতিয়াবা মাজৰ দবাবোৰ এৰি আগৰ দবাসহ next Station পায়। বৰাক উপত্যকাত আমি ২০১৫ চনত Metergauge ৰ পৰা Broadgauge পাইছো আৰু Passenger Train ৰ পৰা Rajdhani Express পাইছো। Subsequent Govt.ৰ বৰাক উপত্যকাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা বৃহৎ সফলতা আছিল। গতিকে, মই ভাৱো, ইয়াৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগিব।

বৰাক উপত্যকাত আমি মেডিকেল কলেজ, Engineering Institute, Central University আদি পাইছো। ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৰাক উপত্যকাত আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু মানুহৰ মানসিকতাও পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, কৰিমগঞ্জত যি মেডিকেল কলেজ খুলিব বিচাৰিছে সেইখন সোনকালে খুলিব লাগে আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত যি Superspeciality Department নাই তাত Guwahati ৰ model ত Superspeciality Department খুলিব লাগে। তেতিয়া অকল শিলচৰতেই নহয় তাৰ catchment area ৰ লোকসকলো উপকৃত হ'ব। ইয়াৰোপৰি, বাংলাদেশৰ পৰা অহা লোকসকলকো যদি আমি তাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰো তেন্তে Medical Tourism ৰ ক্ষেত্ৰতো আমি লাভান্বিত হ'ম বুলি মই আশা কৰো। অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰাক উপত্যকাৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মিল এতিয়া বাঢ়ি আহিছে আৰু মই ভাৱো এই সম্পৰ্ক যাতে আৰু বাঢ়ি যায়। আপুনি আমাক পঢ়িবৰ বাবে যি memorandum সমূহ দিছিল, তাত মই দেখিবলৈ পাইছো যে, মৎস্য ক্ষেত্ৰত জড়িত লোক সকলৰ এটা আপত্তি আছিল যে Municipalty য়ে তেওঁলোকৰ

পৰা tax লৈ ন্যূনতম সুবিধাখিনি তেওঁলোকক নিদিয়ে। মীন বিভাগৰ মন্ত্রীগৰাকী যিহেতু বৰাক উপত্যকাৰে হয়, গতিকে তেখেতৰ বিভাগে মৎস্য পালন কৰা লোকসকলক যাতে সুবিধাবোৰ প্রদান কৰে কাৰণ বৰাক উপত্যকাত মৎস্য পালনৰ প্রচুৰ সম্ভাৱনা আছে।

আনহাতে, ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজত Railway connection বা Inland Transport ৰ যোগেৰে যি trade কৰিব বিচাৰিছে, মই ভাৱো ইয়াৰ জৰিয়তে unemployment ৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, কাছাৰ জিলাৰ সাজপুৰত কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল । কিন্তু, আজি সেই কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী একেবাৰে অৱহেলিত অৱস্থাত আছে। কছাৰী লোকসকলৰ উপৰিও খাছি, জয়ন্তীয়া, ডিমাচা, কুকি, ৰেঙমাই, কার্বি, ত্রিপুৰী, চাক্‌মা, মিজো, গাৰো আদি লোকসকলৰ যি Tribal Development Council আছিল, সেই Council পৰৱর্তী কালত defunct হৈ থকা দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে, অধ্যক্ষ মহদোয়, এই Tribal Development Council ক যদি পুনৰ সক্রিয় কৰা হয় তেন্তে মই ভাৱো সিঁচৰিত হৈ থকা জনজাতীয় লোক সকলৰ প্রতি আমি সন্মান জনোৱা হ'ব। উন্নয়নৰ ক্ষেত্রত মই দেখিছো যে Block, Municipal আৰু যিবোৰ পঞ্চায়ত আছে তাৰ দ্বাৰা একেবাৰে grassroot level ত কামবোৰ কৰা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্রত আমি Monitoring system কৰি যদি rapid action লওঁ তেন্তে Block আৰু পঞ্চায়তৰ যোগেৰে ৰাইজৰ কাম বা Govt. scheme সমূহ সুন্দৰ ভাৱে ৰূপায়িত হ'ব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্রত যাতে আৰু আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ধ্যান দিব লাগিব আৰু employment generate কৰি Skill India ৰ অধীনত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো ব্যৱস্থা লৈছে তাত প্রশিক্ষণ দি আমাৰ যুৱক-যুৱতী সকলক আত্ম-নির্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে আগু�ৱাই নিব লাগিব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজি গোটেই দিনটো বৰাক উপত্যকাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো আৰু এই আলোচনাত সকলো পক্ষই যুক্তি দাঙি ধৰিলে। মই ভাৱো, ইয়াৰ পৰা আমি বহুত ভাল ফল পাম। শেষত মই আকৌ এবাৰ কৈছো, বৰাক উপত্যকা আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নকৈ আমি বৰাক নদীৰ সভ্যতা আৰু ব্রহ্মপুত্র নদীৰ সভ্যতা বুলি নামাকৰণ কৰিলে, মই ভাৱো, আগন্তুক দিনত বৰাক আৰু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত আমাৰ যি সভ্যতা গঢ় ল'ব, তাত আমাৰ মিলন আৰু বেছিকৈ হ'ব। সদৌ শেষত, মই প্রয়াত ডঃ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সৰু গান এটা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো-

'মিলিব লাগে মিলাব লাগে
জিন যাবলে হ'লে'

তেখেতে কবিগুৰু ৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ এইষাৰ উক্তিৰে কৈছিল যে যদি বৰাক সভ্যতা আৰু ব্রহ্মপুত্র সভ্যতা মিলিব লাগে বা বৰাক সভ্যতা আৰু ব্রহ্মপুত্র সভ্যতাৰ লোকক মিলাব লাগে, তেন্তে কিছু ধৰিব লাগিব, কিছু এৰিব লাগিব, এনেদৰে মিলা-মিচাৰ মাজেৰে আমি আমাৰ মনত যি বেয়া বা আক্রোশ ভাৱ আছে সেইবোৰ দূৰ কৰি এই বৰ অসমত সকলো মিলি এটা জাতি আছো বুলি চিন্তা কৰিব লাগিব। আমাৰ প্রয়াত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই বৰাক উপত্যকাৰ লোকক অকল অসমীয়া বুলিয়েই নহয়, ভাৰতবর্ষৰ লোক বুলি চিনাকী দিবৰ বাবে বৰাক উপত্যকাত Four Lane ৰাস্তা নির্মাণৰ প্রচেষ্টা লৈছিল। কিন্তু, জাতিঙ্গাৰ পৰা হাফলঙলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো সম্পূর্ণ হোৱা নাই। গতিকে, সেইটো যাতে সোনকালে সম্পূর্ণ হয়। এইখিনি কৈয়েই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো, ধন্যবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষঃ এতিয়া শ্রী প্রদীপ হাজৰিকা। আপুনিও চমুকে কৈ শেষ কৰিব আৰু যদি কিবা কথা থাকি যায় তেন্তে সেইবোৰ লিখিত আকাৰে দি দিব।

শ্রী প্রদীপ হাজৰিকা, (আমগুৰি)ঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা ২৩ জুলাই তাৰিখে আপোনাৰ উদ্যোগত অসম বিধান সভাত বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে যি আলোচনা হৈছিল, তাত মই উপস্থিত নাছিলো। কিন্তু এই Initiative টো লোৱাৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। মই ভাৱো আপুনি প্রথম Initiative লৈছিল আমাৰ চাহ জনজাতিৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াত এদিন বহলভাৱে আলোচনা ৰখিবৰ বাবে। সেই Initiative হোৱাৰ পিছত মই ফিল্ডত চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা চাহ জনজাতি মানুহসকলৰ মাজত বহুত কাম আগবাঢ়ি গ'ল। তাত Mobile Medical Unit পঠিয়াই বিভিন্ন বাগিচাৰ লোকসকলক সহায় কৰা, ৰাস্তা-ঘাটৰ নির্মাণ আদি কৰা বহুতো কাম হৈ গ'ল। মই এতিয়াও ভাবিছো যে Speakers Initiative যিটো লৈছে, বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে এই আলোচনাই আমাৰ সম্পর্ক বহুত ভাল কৰাৰ উপৰিও এই অঞ্চলটো আগবাঢ়ি যোৱাত বহুত সহায় কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই এটা বাস্তৱ কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো। আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে, Edmunds college হোষ্টেলৰ পৰা আমি ১৯৭৩ চনত ডাউকিলৈ পিক্‌নিকত গৈছিলো। ডাউকি হৈছে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মিডিল পইণ্ট। আমাৰ বাছখন যেতিয়া ডাউকি সীমান্তত ৰখালে, আমাৰ বাছৰ পৰা কিছুমান বাংলাভাষী ছাত্রই 'আমাদেৰ সোণাৰ বাংলা' বুলি কৈ ইজনৰ ওপৰত সিজন মাটিত পৰি গ'ল। মই তেতিয়া সেইটো দেখি আচৰিত হৈ গৈছিলো। মই তেতিয়া এই কথাবিলাক বুজি পোৱা নাছিলো। আমাৰ বীৰ দত্ত ৰয় তেতিয়াৰ চুপাৰিটেণ্ডেণ্ট আছিল। তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো। কাৰণ তেওঁ আৰু আমাৰ প্রিন্সিপালে আমাৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ মাজত ইমান ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি কৰিছিল যে ত্রিপুৰা, কাছাৰ, লামডিং আদি ঠাইৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ মাজত ভাল সম্পর্ক গঢ়ি উঠিছিল। কিন্তু মোৰ বাবে এটা কথা কৌতুহল হৈ থাকিল যে অসমৰ ছাত্র হৈ তেওঁলোকে কিয় 'আমাদেৰ সোণাৰ বাংলা' বুলি কৈ ইজনৰ ওপৰত সিজন মাটিত পৰি গ'ল। মই পিছত যেতিয়া ১৯৮৫-৮৬ চনত আমাৰ দলৰ চেক্রেটাৰী হৈ কাম কৰিবলৈ কাছাৰলৈ গৈছিলো, তাত মই মানুহসকলৰ লগত আলোচনা কৰি দেখিবলৈ পাইছিলো যে তেখেত সকলৰ মনত যথেষ্ট মানসিক কষ্ট আছে। তেখেতসলকৰ মনত এটা চিন্তা হ'ল যে তেওঁলোক আমাৰ লোকসকলতকৈ বহুত বেলেগ। মই যেতিয়া তেখেতসকলৰ লগত মুকলিকৈ কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছিলো তেওঁলোকে কিন্তু মোৰ লগত মুকলিকৈ কথা পাতিব বিচাৰা নাছিল। মই কিছু পিছলৈ যাবলৈ বিচাৰিছো। কাৰণ এইটোৰ লগত বৰাক উপত্যকাৰ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হোৱাৰ বহুত স্কোপ আছে আৰু এই ঠাইবিলাকৰ potential আছে। ইয়াত বহুত দিশৰ পৰা সুবিধা আছে আৰু এই সুবিধাবোৰৰ ওপৰত খুব ভালকৈ আলোচনা হ'ব লাগে। এই সদনত বৰাকৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা, এয়াৰপোর্ট আদিৰ কথা আলোচনা কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও এই ঠাইলৈ সকলো ফালৰ পৰা ধন অহাৰ বহুত সুবিধা আছে। মই তাৰ আগতে দুটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে এই ঠাইখন ভৌগলিক ভাৱে অসমৰ অন্য কোনো ঠাইতকৈ বেলেগ নহয়। আমি ভৌগলিক ভাৱে একে Landmass ৰ ভিতৰতে আছো। কিন্তু আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এই ঠাইসমূহ আগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। তেতিয়া ইয়াত শেষ ডিমাচা-কছাৰী ৰজা আছিল গোবিন্দ চন্দ্র ধীৰাজ নাৰায়ন আৰু শেষ সেনাপতি আছিল তুলিৰাম সেনাপতি। যিয়ে আমাৰ ডিমাচা অঞ্চল শাসন কৰিছিল। Settlement of Bengalis began in the area of Karimganj, Shelate Border in

the middle of sixth century. Sixth century ত এই লোকসকল অহা আৰম্ভ কৰিছিল। যদি সামাজিক উন্নতিৰ হ'বলৈ হয়, তেন্তে দুটামান কথা সদনক জনাই যোৱা ভাল হ'ব। With the issue of copper plate land granted by king Mahabuti Barman. এই copper plate খন এতিয়াও ঢাকাৰ সংগ্রহালয়ত আছে। এই copper plate ৰ Reference তহে মই এই কথাখিনি কৈছো। The coper plate were later re-issued by the king Bhaskar Barman in late 6th century A.D. or 7th Century এই যিখন copper plate আছে, য'ত এই কথাবোৰ লিখা আছে। সেইখন এতিয়াও ঢাকা সংগ্রহালয়ত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে আৰু লণ্ডন সংগ্রহালয়তো সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে। King Bhaskar Barman was the greater grand son of Mahabuti. তেওঁ তেতিয়া আছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্মন যিটো Dynasty of Kamrup was originated from Narakasur of Mahabharata. কামৰূপ খন তেতিয়াওঁ তাত জড়িত হৈ আছে। সেই সম্বন্ধতে গোটেই ৰাজ্য তাত চলি আছিল। Migration continued up to till 12th Century. তাৰ পিছত 13th Century A.D. লৈকে Migration আৰম্ভ হয়। Later again the Migration of Kachari Kingdom থকা লৈকে Migration টো হৈ আছে। এইটোৰ source হৈছে নিধানপুৰ ক'পাৰ প্লেট ঢাকা সংগ্রহালয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আজি সময় কম আছে। যদিও আপুনি Speech দিব বুলি কৈছিল, কিন্তু বাকীসকলক প্রাধান্য এইকাৰণেই দিলো যাতে তেওঁলোকে বৰাক ভেলীৰ কথাখিনি ক'ব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ কথাখিনিও মূল্যবান। সেয়েহে আপুনি মূল কথাখিনি কৈ বাকীখিনি মোক লিখিত আকাৰে দিব। কাৰণ আপোনাৰ কথাখিনি proceeding ৰ বাবে গুৰুত্বপূর্ণ। মই বাকী সদস্যসকলকো কৈছো যে Any points which you could not raise during the speach, when I alloted you the required time. Suppose I have alloted you only 10 minutes time, but you have addtional 4-5 points. You could submit in writing . I will check and if find these are necessary as part of your speach. I will make it as a part of your speach. So there will be no issue.

শ্রী প্রদীপ হাজৰিকা (আমগুৰি) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নৰনাৰায়ণ চিলাৰায় যেতিয়া ৰজা আছিল, সেইসময়ত তেওঁৰ সেনাপতি আছিল ভগনাথ চিলাৰায়। চিলাৰায়ে সেই ৰাজ্যখন আক্রমণ কৰি তেওঁ দখল কৰিছিল আৰু ত্রিপুৰাৰ ৰজাক পৰাস্ত কৰি দখল কৰিছিল। তেওঁ তাত আছিল আৰু তেওঁৰ সম্পর্কীয় মানুহ এজনক দায়িত্ব দিছিল। কিন্তু নৰনাৰায়ন ৰজা যেতিয়া ঢুকাল তাৰ পিছত ডিমাচা সকলে ৰাজত্ব কৰিলে। শ্রী শংকৰ ৰজাই এটা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। ইয়াত আমাৰ এটা কথা জনাব লাগিব যে Assam Barak Valley is ancestral of Bengali Homeland. Bengalies are indigenous and native in Assam and Barak Valley as well as in North Tripura as per United Kingdom defination. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নৰ কথাটো পাতিবলৈ হ'লে আমি অন্য বহু কথাই ইয়ালৈ আনিব লাগিব।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ বিধানসভাত গোটেইখিনি কথা পতাটো সম্ভৱ নহয়।

শ্রী প্রদীপ হাজৰিকা (আমগুৰি) ঃ হয়, মই বুজিছো। ভিতৰৰ কথাখিনি বাদ দি potential ৰ

কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছো। বৰাক ভেলীৰ উন্নয়ণৰ বহুত scope আছে। Trans-Asian যিটো Highway আছে সেইটো জিৰিবাম, শিলচৰ, বাংলাদেশ হৈ গুছি যাব। এই Highway টো বৰাকভেলীৰ মাজেৰে গৈছে। সেইকাৰণে এই Highway টোৱে এই অঞ্চলটোক economically বহুত উন্নত কৰি তুলিব। লগতে বৰাকৰ অতি ওচৰত ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশ আছে আৰু ইউনানৰ পৰা এটা ৰাস্তাও কলিকতালৈ বনাই আছে। গতিকে সকলোবিলাক Developmental কথা বৰাকৰ মাজতে হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাৱো বৰাকৰ যিবিলাক দলং বা ৰাস্তা হওঁক বা ৰেল বা উৰাজাহাজেই হওঁক তাৰ লগতে এই কথাখিনিও **incorporate** কৰিলে বৰাকৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাৱো। কিন্তু আমাৰ যিটো মানসিকতাৰ পার্থক্য এইটো আপুনি লোৱা এনেধৰণৰ **Initiative Programme** বিলাকে আতঁৰ কৰাত সহায় কৰিব। শেষত এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছো যে বৰাকত বেছিভাগ অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে। এই মানুহখিনিৰ উন্নয়ণৰ দিশটো বিশেষভাৱে চোৱাৰ প্রয়োজন আছে। এইখিনিকে কৈ আপোনাক পুনৰ বাৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ ধন্যবাদ। আমি Background টো শুনিবলৈ পালে খুৱ আনন্দিত হলোহেঁতেন। এই বিষয়ে মইও নাজানো। যোৱাবাৰ চাহ বাগিচাৰ বিষয়ত হোৱা আলোচনাত আপুনি বোধকৰো অলপ আগতেই কৈছিল। তাত আপুনি ধুনীয়াকৈ তাৰ Background টো কৈছিল। আজি এইটো বিষয়ৰ ওপৰতো মোৰ জানিবলৈ মন আছিলে যদিও সময় নহ'ল। সেইকাৰণে মই আকৌ সকলোকে কৈছো যে যদি আপোনালোকৰ কিবা additional point আছে সেইবিলাক মোক লিখিত আকাৰে দিব so that I can make it part of the record. এতিয়া মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছো আৰু আমি এইটো সোনকালে শেষ কৰিব লাগে। মন্ত্রী ডাঙৰীয়াই ৫ মিনিট সময়ত শেষ কৰক।

শ্রী গুৰুজ্যোতি দাস (মঙ্গলদৈ) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, মই নকওঁ। লিখিত আকাৰে মই আপোনাক দি দিম।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ আপোনাৰ নাম নাই কাৰণে মই আপোনাক দিয়া নাই। নহ'লে মই আপোনাক কেতিয়াও নিদিয়াকৈ নাথাকো। মন্ত্রী ডাঙৰীয়া।

শ্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য (মন্ত্রী) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনাৰ নির্দেশ মর্মে ৫ মিনিটৰ ভিতৰত মই শেষ কৰিম। এতিয়া ২০১৯ বর্ষ চলি আছে। মোৰ মনত আছে ১৯৯১ চনত মই ইয়ালৈ প্রথম আহিছিলো প্রায় ২৮-২৯ বছৰৰ আগতে। তেতিয়াৰ পৰা মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ আছিল হয়তো মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱন শেষ হৈ যাব কিন্তু যি উদ্দেশ্য লৈ ইয়ালৈ আহিছিলো সেই উদ্দেশ্য পূৰণ হ'বনে নাই সেইটো মনত শঙ্কা আছিল।

আগতে এজন সদস্যই বিধানসভাত কথা ক'বলৈ হ'লে সংগ্রাম কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনত আপুনি Members Hour কৰিলে আৰু Speaker's Initiative ৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সুবিধা দিলে যাতে আমি আমাৰ অঞ্চল সমূহৰ কথা ভালদৰে ক'ব পাৰো। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি প্রতিটো ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শুনি আছো যেনে Barak Valley is the cancer of Assam, কেতিয়াবা শুনো এই উপত্যকা একেবাৰে deprived হৈ আছে, ইয়াৰ ওপৰত বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰা হৈছে। আপুনি বিৰোধী দলত থকাৰ সময়তো আপোনাৰ প্রতি মোৰ লগতে প্রতিজন বিধায়কৰ শ্রদ্ধাৰ ভাৱ আছিল। কিন্তু এইবাৰ আপুনি অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে যাৰকাৰণে শ্রদ্ধাৰ

মাত্রাটো আৰু বেছি বাঢ়ি গল। কাৰণ গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াৰে আমি নির্বাচিত হৈ অহাৰ পাছত ইয়াত যদি ৰাইজৰ হকে কথা ক'বলৈ সুবিধা নাপাওঁ তেতিয়া আমাৰ মনত অলপ ক্ষোভ থাকি যায়। এই ক্ষোভটো আপুনি প্রশমিত কৰাৰ কাৰণে বিধানসভাৰ প্রতিজন সদস্যই আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছে। আজি আপুনি এই যি আলোচনাৰ সুবিধা কৰি দিলে তাৰবাবে গোটেই জীৱন আপুনি মোৰ শ্রদ্ধাৰ পাত্র হৈ ৰব।

মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই কাৰণ প্রতিজন বক্তাই খুব ধুনীয়াকৈ বৰাকৰ কথাবিলাক উপস্থাপন কৰিছে। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পাছত বৰাকৰ সমস্যা বা সমাধানৰ বিষয়ে মোৰ ক'বলগা বিশেষ একো নাই। তথাপিও আপুনি ক'বলৈ দিয়া কাৰণে মই দুআষাৰ কৈছো। মই party line ৰ উর্দ্ধত থাকি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আগতে মানুহৰ মনত এনেকুৱা আছিল যে বৰাক উপত্যকা অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নেকি? এনেকুৱা এটা অনুভৱ তেওঁলোকৰ মনত আছিল। আজি বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ হৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া ২২ বাৰ বৰাকলৈ গৈছে। বৰাকৰ লোকসকলে আজি অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ দুখ বেদনা বুজা মানুহ এজন আছে। মই ভাৱো আজি বৰাকৰ উন্নয়ণৰ প্রথম পদক্ষেপ আৰম্ভ হৈছে। বৰাক উপত্যকাত বহুতো সমস্যা আছে। আগতে যেতিয়া আমি আমাৰ সমস্যা সমূহ লৈ মন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহোঁ তেতিয়া তেখেতক লগ কৰাটোৱে বহুত কঠিন আছিল। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক লগ কৰাটো আৰু ডাঙৰ কথা। এই কথাটো মই ৰাজনৈতিক ভাৱে ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু আজিৰ দিনত এইটো কথা সচাঁ যে বৰাক উপত্যকা হওঁক বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হওঁক আমি সকলো বিধায়কে আমাৰ অসুবিধা সমূহৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰাৰ সুবিধা পাওঁ। আমাৰ বৰাকৰ সদস্য সকলে জানে যে বৰাকৰ বহুখিনি সমস্যাৰ কথা আলোচনা হৈছে। কিন্তু মই আজি এইবিলাকলৈ নাযাওঁ। এইটো আমাৰ এটা প্রাপ্তি বুলি ক'ব পাৰো। মই ভাৱো যে সমস্যাটো আগতে আছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই বর্তমান এই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ যে ইচ্ছা কৰিলে সকলো মানুহেই আহিব পাৰে, লগ কৰিব পাৰে, সমস্যা লৈ আলোচনা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে বহুতখিনি এডভাঞ্চ হৈ গ'ল। আজি আমি কথাটো ক'ব বিচৰা নাই যোৱা তিনি বছৰৰ ভিতৰত বহু খিনি কাম হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই কামবিলাক যি সমস্যাই নহওঁক কিয়, ৰাস্তা-পদূলিয়েই হওঁক, ৰেইলৱেই হওঁক ইত্যাদি। অলপ আগতে ইয়াত ব্রহ্মপুত্র আৰু বৰাক খননৰ কথা হৈছে। আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিলে দেখিব যে অলপ কাম আৰম্ভ হৈছে বেছি হোৱা নাই। বৰাক উপত্যকাত আৰু বেছিকৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিধায়ক বন্ধু সকলে ইতিমধ্যে কৈছে যে বৰাকৰ খনন কার্য্যটো হ'ব লাগে। কিন্তু যিমানখিনি আৰম্ভ হৈছে তাৰ ৰিজাল্ট এইটোৱেই যে এইবাৰ বৰাক উপত্যকাত বানপানীৰ প্রভাৱটো অলপ কম। এইটো যদি আমি অলপ বেছিকৈ লৈ যাব পাৰো তেনেহ'লে বহুত কাম হ'ব। এদিন এনেকুৱা এটা দিন আহিব যে আমাৰ বৰাক উপত্যকাত আৰু বানপানী নহ'ব। যদি ব্রহ্মপুত্রৰ কথা আহে, ই হৈছে এটা ডাঙৰ নদ। এই কামখিনি কৰিবলৈ সময়, কেপাচিটী বেছি লাগিব। গতিকে এই আলোচনাত আমি নাযাওঁ। কিন্তু এই কামবিলাক আৰম্ভ হৈছে। গড়কাপ্তানীৰ বিভাগৰ কথা বিধায়ক বন্ধু এজনে কৈছে। প্রথমতে বৰাক উপত্যকাৰ পৰা ৫ লাখ টকীয়া কাম এটা কৰিব লগীয়া হ'লেও ইয়ালৈ আহিব লাগিছিল। কিন্তু আজিকালি ইয়াতেই হৈ গৈছে। অর্থাৎ কামৰ আৰম্ভণী হৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্রীৰ নেতৃত্বত বৰাক উপত্যকাৰ সমস্যা যিধৰণে সমাধান হৈছে, আমি বৰাক উপত্যকাৰ মানুহে তেওঁক নিজৰ বুলি ভাৱিব পৰা হৈছো। আজি যদি আপুনি খৱৰ লয় দেখিব যে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ নাম, তেখেতৰ

কাম সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়েও গম পায়। বিভিন্ন চেকচন অব চচাইটিৰ লগত তেখেত মিলিত হৈছে। আমাৰ সমস্যা বহুতো আছে আৰু এই সমস্যা লৈ বহুখিনি আলোচনা হৈছে।বৰাক উপত্যকাৰ সমস্যা ভিন্ন ধৰ্মী সমস্যা। এই সমস্যাৰ খৰৰ ল'বলৈ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ আগতেই বৰাক উপত্যকালৈ গৈছিল। বহু মানুহ চিন্নমূল হৈ বৰাক উপত্যকাত আছে। তেওঁলোকৰ লাইফ ষ্টাইল বেলেগ, চিমটমচ্ বেলেগ কাৰণ যি মানুহে তেখেতৰ পৈতৃক ভেটি-মাটি এৰি থৈ যাব লগীয়া হয় যিটো কথা আমি ভাবিবই নোৱাৰো। কিন্তু বৰাক উপত্যকাৰ বহু মানুহ একেবাৰে চিন্নমূল হৈ আহিলে। আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এটা সময়ত বৰাক উপত্যকা সমস্যাৰে জর্জৰিত আছিল। এতিয়া লাহে লাহে সমস্যাবিলাক কমি আহিছে। স্বাধীনতাৰ পিছত অসমত পঞ্চায়তৰ পৰা একেবাৰে ওপৰৰ স্তৰৰ লৈকে বহুতো ক'ৰাপশ্যন হৈছিল। গতিকে এই শুদ্ধ ৰাজনীতিটো আনিব লাগিব আৰু অনাৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে। In respect of all political party সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে। আজি শ্রী কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আৰু লক্ষীপুৰৰ বিধায়ক তেখেতৰ পিতৃও আমাৰ মন্ত্রী আছিল। তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে আজিৰ পৰা ১০-১৫ বছৰ আগৰ যি political culture বৰাক ভেলীত আছিল এই তিনি বছৰৰ ভিতৰত অলপ হ'লেও মুক্ত হৈছে । আমি সকলোৱে মিলি চেষ্টা কৰি আছো। অকল যে আমাৰ চৰকাৰে কৰিছে এনেকুৱা নহয় । সকলো দলৰ সকলো বিধায়ক আছে । মই ভাবো অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে আৰম্ভনিটো হৈছে গতিকে সমাধানৰ চেষ্টা নিঃসন্দেহে হ'ব আৰু এটা আমি আশা দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো এনেকুৱা এটা দিন দেখিম যে বৰাক উপত্যকাটো পোহৰ হ'ব। কিন্তু এতিয়া বিশ্বাস আহিছে আৰু আপোনাৰ নেতৃত্বত যে এই বিধান সভাখন চলিছে যোৱা তিনি বছৰে আমি সাক্ষী আছো যে অন্ততঃ আমাৰ কবলগীয়া কথাখিনিৰ বাবে আপুনি যি এটা ব্যৱস্থা আনি দিলে আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোৰ বাবে প্রকৃতার্থত এটা ইতিহাস হৈ থাকিব, সোনালী আখৰেৰে লিখা থাকিব যে বৰাক ভেলীৰ সমস্যা লৈ আপোনাৰ নেতৃত্বত প্রথম আমি প্রত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে ধুনীয়াকৈ আমি মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পাৰিছো আৰু এই পবিত্র সদনত আপুনি যে ব্যক্ত কৰাৰ সুবিধাকন দিলে আশা ৰাখিছো অহা সময়ছোৱাত আমি প্রত্যেকটো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিম। এইখিনিকে কৈ পুনৰ বাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।

শ্রী কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ (উত্তৰ কৰিমগঞ্জ) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ এটা অনুৰোধ আমাৰ সংসদীয় পৰিক্রমা বিভাগৰ মন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ বাবেও এটা দিন দিব লাগে।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ-অহা মঙ্গলবাৰে এটা দিন ধার্য্য কৰা হৈছে।

শ্রী গুৰুজ্যোতি দাস (মঙ্গলদৈ) ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি আমাক কেৰালাৰ Assembly ডায়মণ্ড জুৰিলিৰ বাবে পঠিয়াইছিল। মই আৰু তামোলপুৰৰ বিধায়ক তালৈ গৈছিলো। তাত অনুসুচীত জাতি আৰু পিছপৰা সকলৰ বাবে এটা আলোচনা হৈছিল। এই বিষয়ে মই এটা দিন লবৰ বাবে আপোনাক বিনম্রভাৱে অনুৰোধ জনাইছো।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ- এই বিষয়ে এজেণ্ডা আছে। এই বিষয়ত সকলো বিধায়কে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। মই এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছো হয়, কিন্তু সকলোৰে সহায়ৰ বাবে এইটো সফল হৈছে। তাৰ বাবে আপোনালোক ধন্যবাদৰ পাত্র। আমাৰ যিখিনি আলোচনা হৈছে, সেই বিষয়ে ৯০ দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰক এটা ৰিপোর্ট দিবলৈ কম, আপোনালোকে আৰু যি পইন্ট দিব আমি সেইখিনিও ৰাখিম আৰু চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এখন ৰিভিউ কমিটি গঠন কৰিম। মেম্বাৰচ্

আৱাৰচ্, স্পীকাৰচ্ ইনিচিয়েটিভ কিমান হৈছে, কিমান নাই হোৱা এই বিষয়ে প্ৰত্যেক দলৰে এজন এজন কৈ সদস্য ৰাখি কমিটি গঠন কৰিলে ভাল হ'ব, কাৰণ অকলে মোৰ সকলো কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। মই এটা কথা কৈ শেষ কৰিব বিচাৰিছো যে United Nations Children's Fund (UNICEF) ৰ লগত শিশু সু�ৰক্ষা আৰু অধিকাৰৰ বিষয়ে এটা এগ্ৰিমেন্ট আমি অসম বিধান সভাই কৰিব বিচাৰিছো। শিশু আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কত এচেম্বলীত এখন কমিটি আছে। শ্ৰী মতী ৰ'জলিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানী বৰ্তমান এই কমিটিৰ সভাপতি। UNICEF য়ে শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু সহায় কৰাৰ বাবে আমাক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে। কি কি কৰা উচিত তাৰ বাবে তেওঁলোকে feedback দিব। মাননীয় বিধায়ক ডাঃ নোমল মমিন ডাঙৰীয়াকো আমি কৈছো কাৰণ তেওঁ এই বিষয়ৰ লগত জৰিত। গতিকে কালি দিনৰ ১১ বজাত অসম বিধান সভাৰ চেন্টেল হ'লত আমি UNICEF ৰ লগত এখন MOU চাইন কৰিম। সকলোকে উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালো। শিশু আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আইদিয়াটো কি ক'ব। যিটো অতি গুৰুত্বপুৰ্ণ। কাইলৈ বিশেষভাবে সক্ষম কিছুসংখ্যক ল'ৰা-ছোৱালী ইয়ালৈ আহিব। মই ডি ৱাই ৩৬৫ ৰ এটা অনুষ্ঠানত যাঁওতে তাত "আকাশ চুবৰ মন" বুলি টেলেন্ট প্ৰগ্ৰেম এটাত তেওঁলোকক লগ পাইছিলো। কাইলৈ শিশু অধিকাৰৰ কথা আছে, তাৰ বাবে এই বিশেষ ভাৱে সক্ষম শিশু সকলক আহিবলৈ কৈছিলো। দুই এজন জেষ্ঠও আছে, তেওঁলোককো আহিব কৈছো। কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ বিশেষ অতিথি হ'ব সেই বিশেষ ভাৱে সক্ষম শিশু সকল। গতিকে অহাকালি যদিও দেওবাৰ কিন্তু দিনৰ ১১.০০ বজাত এঘন্টাৰ বাবে আহিবলৈ মই সকলোকে আহ্বান জনালো, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাকক্ষলৈ।

এতিয়া মই সদন পৰহি ২৯-০৭-২০১৯ তাৰিখৰ পুৱা ৯.৩০ বজালৈ স্থগিত ৰাখিলো। ৰাতিপুৱা ৯.৩০ বজাত আমি পুনৰ ইয়াত মিলিত হম।